ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষন

এম ফিল অভিসন্দর্ভ

২০০৪

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন

401406

গবেষক

মিসেস নাসরীন বেগম

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, বাংলাদেশ।

401406

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষন

এম ফিল অভিসন্দর্ভ
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ডঃ মু নুরুল আমিন
রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

401406

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

গবেষক
মিসেস নাসরীন বেগম

জানুয়ারি ২০০৪

Dhaka University Library
401406

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষন

এম ফিল অভিসন্দর্ভ
জানুয়ারী ২০০৪

401406

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

মিসেস নাসরীন বেগম
৫৭ স্বাধীনতা স্বরণী
ঢাকা সেনানিবাস
ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
তারিখ ঃ জানুয়ারি ২০০৪

"প্রত্যয়ন পত্র"

মিসেস নাসরীন বেগম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষন'' শীর্ষক থিসিস সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে,

১। এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত হয়েছে।

২। এটি সম্পূর্ণরুপে মিসেস নাসরীন বেগম এর নিজস্ব এবং একক গবেষনা কর্ম।

৩। এটি একটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌখিক গবেষনা কর্ম।

এই গবেষনা অভিসন্দর্ভটি এম. ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সন্তোসজনক। আমি এই গবেষনা নিবন্ধের চূড়ান্ত পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

ডঃ মু নুরুল আমিন
গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ফোন ৯৬৬১৯২০-৫৯/৪৪৭৮, ফ্যাক্স-৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩, E-mail:duregstr@bangla.net

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্রগ্রাম বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। সমগ্র দেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে গঠিত পাহাড় ও জঙ্গল বেষ্টিত এই এলাকা শুধুমাত্র বাংলাদেশে ভৌগলিক বৈচিত্রই বৃদ্ধি করেনি বরং এখানকার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম। তাছাড়া দেশীয় ও আন্তঃজাতিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্রগ্রামের একটা পৃথক ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বও আছে। এই সকল কৌশলগত গুরুত্ব এবং এখানে বসবাসরত উপজাতিদের পৃথক নৃতাত্বিক পরিচয়, অর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সমগোত্রীয় বৃহত্তর মঙ্গোলীয় জনগোষ্টির অভিন্ন স্বার্থের কারণে দীর্ঘদিন থেকে এখানে উপজাতি অশান্তি ও বিদ্রোহ চলে আসছে। নিজস্ব প্রয়োজনে প্রতিবেশী দেশসমূহ যথা ভারত, চীন ও মিয়ানমারসহ বিভিন্ন বহিঃশক্তিকে পার্বত্য চট্রগ্রামের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষ সহযোগীতা ও হস্তক্ষেপ করতে দেখা গেছে। কিন্তু পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রশ্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ওতপ্রতভাবে জড়িত বিধায় শুরু থেকেই সরকার এই উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমনের জন্যে আন্তরিকতার সাথে কার্যকরীভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই দেশীয় ও আন্তজাতিক সহায়ক উপাদান বিদ্যমান থাকার পরেও উপজাতি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কখনই প্রাধন্য বিস্তার করতে পারেনি বরং বিভিন্ন সময় তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বাংলাদেশ সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে উল্লেখিত উপজাতি বিদ্রোহ কাঙ্খিত মাত্রায় প্রশমন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে চুড়ান্ত বিবেচনায় এখনও বলা যাবে না যে, পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে সকল বিপদ কেটে গেছে। অনুকূল পরিবেশে ভবিষ্যতেও একই ধরনের আবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাকে একেবারেই বাদ দেয়া যায় না। এই গবেষনা কর্মটির মাধ্যমে আমি

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং উপজাতি বিদ্রোহের গতি প্রকৃতির স্বরুপ সন্ধান এবং সরকারের গৃহিত ব্যবস্থাবলী ও তার ফলাফল পর্যালোচনা করেছি।

স্বামীর চাকুরীর সূত্রে বিভিন্ন সময় দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক দুর্গম এলাকায় অবস্থান করার কারণে অঞ্চল ও এই উপজাতি বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায়সহ অন্যান্য উপাদানসমূহ অত্যন্ত নিবিড়ভাবে দেখা ও অনুধাবন করার সুয়োগ আমার হয়েছে। সরজমিনে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতা আমার এই অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করেছে।

এই অভিসন্দর্ভটি প্রনয়ণে সর্বপ্রথম যাকে স্মরন করতে হয় তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক ও উপদেষ্টা জনাব ডঃ মু নুরুল আমিন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, নিবিড় সাহায্য ও সহযোগীতা এবং গঠনমুলক ও কার্যকরী উপদেশ অনেক প্রতিকুলতার মধ্যেও আমাকে এই গবেষনা কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

আমি স্বকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব এ্যাডভান্সড ষ্টাডিজ ও একাডেমিক পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের যারা সহনাভূতির সাথে বিশেষ বিবেচনায় দীর্ঘদিন পরেও আমাকে এই গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার অনুমতি প্রদান করেছেন। তাছাড়া আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সকল শিক্ষক মন্ডলীদের যাদের সহযোগীতা আমার গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, আমার অত্যন্ত পুঁজনীয় ব্যক্তিত্ব, জনাব অধ্যাপক ডঃ এমাজ উদ্দীন আহমেদ সাহেবকে যিনি এই গবেষনা কর্মটি করার জন্যে আমাকে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহসহ প্রত্যক্ষভ্যবে উৎসাহ প্রদান করেছেন।

সবশেষে আমার স্বামী লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম, পিএসসি, যিনি আমাকে এই গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করার জন্যে শুধুমাত্র উৎসাহ ও সাহসই প্রদান করেননি বরং অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণ বিন্যাস করতে সহায়তা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিবিড় ও নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও সহযোগীতা ব্যতীত বর্তমান অবস্থায় এই গবেষনা কর্মটি সম্পন্ন করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই ছিল।

- *নাসরিন বেগম*

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহ বাংলাদেশের জন্যে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ঘটনার সাথে দেশের একটি বড় অংশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ওতপ্রতভাবে জড়িত। তাছাড়া বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠিসমূহ যারা বাংলাদেশ, ভারত, চীন, মায়ানমার ও থাইল্যান্ড নিয়ে বিস্তৃত তাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক অধিকার ও আশা-আকাঙ্খার সাথে এর একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে।

রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাত্রয় নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। প্রায় ৫১৩৮ বর্গ মাইলের পাহাড়-জঙ্গল ঘেরা এই অঞ্চল সমগ্র বাংলাদেশের এক দশমাংশ এলাকা। দেশের দক্ষিন-পূর্ব কোনে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ভারতের ত্রিপুরা, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে মিজোরাম রাজ্য, দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্বে মায়নমারের আরাকান রাজ্য এবং পূর্বে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। ভৌগলিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম দক্ষিন ও দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ার সংযোগ হিসেবে কাজ করে।

ঘন পাহাড়-জঙ্গল ও অসংখ্য নদী-নালা পরিবেষ্ঠিত বিপদসংকুল এই অঞ্চলে চীন ও মায়ানমার থেকে বিতাড়িত উপজাতি জনগোষ্ঠি প্রথম আবাস স্থাপন করে। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে মুল ভুখন্ড থেকে অউপজাতিদেরও আগমন ঘটে। ১৯৮১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার মোট জনসংখ্যা ছিল ৭,৪৬,০০০ জন। যার মধ্যে উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যা অনুপাত ছিল ৬০ঃ৪০। বর্তমানে এই জনসংখ্যার অনুপাত হ'ল ৫১ঃ৪৯। অর্থাৎ এখন পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যা পরিমান প্রায় সমান সমান। তার মধ্যে উপজাতিরা ছোট-বড় প্রায় ১৩টি জনগোষ্ঠি এবং অউপজাতিরা মাত্র একটি জনগোষ্ঠির সমষ্ঠি। দেশের সমগ্র জনসাধারণের তুলনায় উপজাতি জনগোষ্ঠি হ'ল মাত্র ০.৪৫%।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিকভাবে প্রচুর সম্ভাবনাময় পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশের অন্যতম বৃহৎ সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তার জন্যে এই এলাকার গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা এবং এই এলাকার বিপুল জনসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তার জন্যেও পার্বত্য চট্টগ্রামের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উল্লেখ্য যে, বিশ্ব বাণিজ্যের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে নিজস্ব উপস্থিতি ও স্বার্থ সংরক্ষনের জন্যেও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি প্রয়োজনীয় এলাকা। এশিয়ার অন্যতম শক্তি চীনের আগামী দিনের শক্তি ও সমৃদ্ধি বহুলাংশেই এ অঞ্চলে তার উপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। তাই চীন ইতিমধ্যেই মায়নমারের মধ্যদিয়ে কিছু বড় বড় রাস্তাঘাট তৈরী শুরু করেছে। তাছাড়া ভারতের সাতটি পাহাড়ী রাজ্য (Seven sisters)- এর উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও পার্বত্য চট্টগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির জন্যে স্বাভাবিকভাবেই জাপানসহ অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মীয় দেশসমূহের একটা পছন্দ ও সমর্থন আছে। তারা অন্য কিছু নাহলে human right -কে ইস্যু করে বাংলাদেশের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। সামরিক প্রয়োজনের পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রায় ১৪ কোটি জনগোষ্ঠির বিশাল বাজার এবং এখানে প্রাপ্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে। তাদের একটি কোম্পানী চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে একটি বেসামরিক টারমিনাল নির্মাণের জন্যে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, চীন ও থাইল্যান্ডের সমগোত্রীয় উপজাতি গোষ্ঠিসমূহ মিলে একটা বৃহত্তর উপজাতি দেশের সপ্নও এ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই ক্রিয়াশীল আছে। এই সকল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উপাদানসমূহের মধ্যেই পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব বিদ্যমান।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা শুরু থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহের সম্মূখীন হয়। তবে এই বিদ্রোহের আলামত ও উপাদান বহু পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিল। ভারত ও মায়ানমার সরকারের প্রত্যক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগ্রাম শুরু করে। দীর্ঘ দুই যুগেরও বেশী এই রক্তক্ষয়ী জঙ্গল যুদ্ধে বহু জানমালের ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রচুর সম্পদের অপচয় হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অখন্ডতাকে সব কিছুর উদ্ধে রেখে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছে। ফলশ্রুতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কখনই তাদের হীন স্বার্থ হাসিল করতে পারেনি। পাশাপাশি সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী সংস্কার ও জনকল্যানমুলক পদক্ষেপের কারনে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সহযোগিতাও পায়নি। ফলে কালের পরিক্রমায় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হয়েছে জন বিচ্ছিন্ন এবং বাধ্য হয়েছে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য। তবে সার্বিক বিবেচনায় এখনো বলা যায়না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল বিপদ কেটে গেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখনও সেখানে সক্রিয় আছে। পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহও বিভিন্নভাবে তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। প্রতি দিনের সংবাদপত্র থেকেই এ সত্যটি অনুধাবন করা যায়। অনুকুল পরিস্থিতিতে তারা আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্যে একটি আগ্নেয় গিরি যা অতীতে মাঝে মাঝেই অনুকুল পরিবেশে সক্রীয় হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও একই ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে সরকারের এই দিকটি সবসময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। এই অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রিয়াশীল দেশী ও আঞ্চলিক বিভিন্ন উপাদানসমূহ ও গুরুত্বপূর্ণ বহিঃশক্তির সক্রীয় প্রভাব এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী উপজাতি বিদ্রোহের গতি প্রকৃতির একটি বাস্তবধর্মী বিশ্লেষন ও মূল্যায়ান করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র-১ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান

মানচিত্র-২ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব

মানচিত্র-৩ঃ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উপাদানঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব

মানচিত্র-৪ঃ অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট পয়েন্টসমূহ

ব্যবহৃত ছকের তালিকা

ছক-১ঃ পার্বত্য এলাকায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হার

ছক-২ঃ জেলা ভিত্তিক উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যার বিবরণ

ছক-৩ঃ পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের বিবরণ

ছক-৪ঃ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ছয় বছরে সংঘর্ষের বিবরণ

ছক-৫ঃ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ছয় বছরে হতাহত ও অপহরনের বিবরণ

Dhaka University Institutional Repository

ভূ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষন

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	II-IV
মুখবন্ধ	V-VII
মানচিত্রের তালিকা	VIII
ব্যবহৃত ছকের তালিকা	VIII
সূচিপত্র	IX-XII
পার্বত্য চট্টগ্রামের মানচিত্র (মানচিত্র-১)	XIII
১.০। ভূমিকা	১
১.১। সাধারণ	১-৩
১.২। গবেষনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৩-৪
১.৩। গবেষনা পদ্ধতি	৪-৫
১.৪। গবেষনার গুরুত্ব	৫
১.৫। গবেষনার সীমাবদ্ধতা	৫-৬
১.৬। গবেষনার ক্ষেত্রসমূহ	৬-৯
প্রথম অধ্যায়	
২. ০। পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি	১১
২.১। ভৌগলিক পরিচিতি	১১-১২
২.২। জনগোষ্ঠি	১২-১৫
২.৩। বহিরাগতদের আশ্রয়স্থল	১৫-১৬
২.৩.১। মারমা	১৬
২.৩.২। মুরং	১৬
২.৩.৩। ত্রিপুরা	১৭
২.৩.৪। লুসাই	১৭
২.৩.৫। খুমি	১৭
২.৩.৬। বোম	১৭-১৮
২.৩.৭। খিয়াং	১৮

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৮। চাক ১৮
২.৩.৯। পাংখো ১৮
২.৩.১০। তংচঙ্গা ১৯
২.৩.১১। চাকমা ১৯
২.৪। অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ১৯
২.৪.১। কৃষি সম্পদ ১৯-২০
২.৪.২। মৎস্য সম্পদ ২০
২.৪.৩। বনজ সম্পদ ২০-২১
২.৪.৪। পানি বিদ্যুৎ ২১
২.৪.৫। খনিজ সম্পদ ২১-২২
২.৪.৬। পর্যটন শিল্প ২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

৩.০। রাজনৈতিক ও সামরিক পেক্ষাপট ২৫
৩.১। বিভিন্ন যুগে পার্বত্য চট্রগ্রাম ২৫
৩.১.১।ব্রিটিশ পূর্ব যুগ ২৫-২৬
৩.১.২।ব্রিটিশ শাষনামল ২৬-৩০
৩.১.৩।পাকিস্তান আমল ৩০-৩৩
৩.১.৪।বাংলাদেশর প্রেক্ষাপট ৩৩-৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

৪.০। পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত ৩৬
৪.১। সাধারণ ৩৬-৩৭
৪.২। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কারণসমূহ ৩৭
৪.৩। পার্বত্য চট্রগ্রাম ও ভারত ৩৭
৪.৩.১। ভূ কৌশলগত স্বার্থ ৩৭-৪১
৪.৩.২। আর্থ- রাজনৈতিক স্বার্থ ৪১-৪২
৪.৪। পার্বত্য চট্রগ্রাম ও চীন ৪২-৪৩
৪.৫। পার্বত্য চট্রগ্রাম ও মিয়ানমার ৪৪-৪৫
৪.৬। পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ ৪৫-৪৬
৪.৭। পার্বত্য চট্রগ্রাম ও অন্যান্য দেশ এবং সংস্থা ৪৬-৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৫.০। উপজাতি বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ প্রশমনে সরকার গৃহিত ব্যবস্থা ৪৯
৫.১। সূচনা পর্ব ৪৯-৫০
৫.২। উপজাতি বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ ৫০-৫৩
৫.৩। পার্বত্য চট্রগ্রামে সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ ৫৩
৫.৪। উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমনে রাজনৈতিক পদক্ষেপ ৫৪
৫.৪.১। মুজিব আমল ৫৪
৫.৪.২। জিয়া আমল ৫৪-৫৫
৫.৪.৩। এরশাদ আমল ৫৫-৫৬
৫.৪.৪। খালেদা আমল-১ ৫৭
৫.৪.৫। হাসিনা আমল ৫৭-৫৮
৫.৫। উপজাতি বিদ্রোহ দমনে গৃহিত সামরিক ব্যবস্থা ৫৮
৫.৫.১। সাধারণ ৫৮-৫৯
৫.৫.২। সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড (আভিযানিক) ৫৯-৬১
৫.৫.৩। সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড (নিজস্ব) ৬১-৬২
৫.৫.৪। সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের মুল্যায়ন ৬২-৬৩
৫.৫.৫। অপপ্রচার ও অপকৌশল ৬৩-৬৫
৫.৫.৬। জনগোষ্ঠির নৈতিক সহযোগীতা ৬৫
৫.৫.৭। আইনের স্বল্পতা ৬৬

পঞ্চম অধ্যায়

৬.০। পার্বত্য শান্তি চুক্তি ৬৯
৬.১। পেক্ষাপট পার্বত্য শান্তি চুক্তি ৬৯-৭০
৬.২। শান্তিচুক্তির বিভিন্ন দিক ৭০-৭১
৬.৩। শান্তিচুক্তি উত্তর পরিস্থিতি ৭১
৬.৩.১। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ৭১-৭৪
৬.৩.২। রাজনৈকি প্রক্রিয়া ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৭৪-৭৫
৬.৩.৩। পার্শ্ববর্তী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা ৭৬
৬.৩.৪। অবৈধ অস্ত্র, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

৭.০। উপসংহার ৭৯

৭.১। সাধারণ ৭৯

৭.২। এই অভিসন্দর্ভের গবেষণা প্রাপ্তিসমূহ ৭৯-৮৪

৭.৩। চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশ ৮৪-৮৫

০.৮। পরিশিষ্ট।

পরিশিষ্ট ১ঃ মানচিত্র-২ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি অবস্থান ৮৬

পরিশিষ্ট ২ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিধি ১৯০০-র সংশ্লিষ্টাংশ ৮৭-৯২

পরিশিষ্ট ৩ঃ মানচিত্র-৩ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব ৯৩

পরিশিষ্ট ৪ঃ মানচিত্র-৪ঃ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উপাদান। ৯৪

পরিশিষ্ট ৫ঃ শান্তি বাহিনীর ৫ দফা দাবী ৯৫-১০২

পরিশিষ্ট ৬ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন, মার্চ ৬, ১৯৮৯। ১০৩-১২৮

পরিশিষ্ট ৭ঃ রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার আইনের সংশোধনী, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৯৩। ১২৯-১৩১

পরিশিষ্ট ৮ঃ রাঙ্গামাটি জেলা স্থানীয় সরকার আইনের সংশোধনী, ফেব্রুয়ারী ০২, ১৯৯৭। ১৩২-১৩৫

পরিশিষ্ট ৯ঃ পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিবরণ ১৩৬-১৫৪

পরিশিষ্ট ১০ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন। ১৫৫-১৭১

পরিশিষ্ট ১১ঃ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর সংশোধনী। ১৭২-১৮০

পরিশিষ্ট ১২ঃ রাঙ্গামাটি ঘোষণা, ডিসেম্বর ১৯, ১৯৯৮ ১৮১-১৮৭

পরিশিষ্ট ১৩ঃ পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবিনামা ১৮৮

পরিশিষ্ট ১৪ঃ প্রজ্ঞাপনঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ (অন্তবর্তীকালিন) গঠন ১৮৯-১৯৩

পরিশিষ্ট ১৫ঃ মানচিত্র ৪ঃ অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট ১৯৪

০.৯। গ্রন্থপঞ্জী ১৯৫-২০৩

মানচিত্র-১ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান

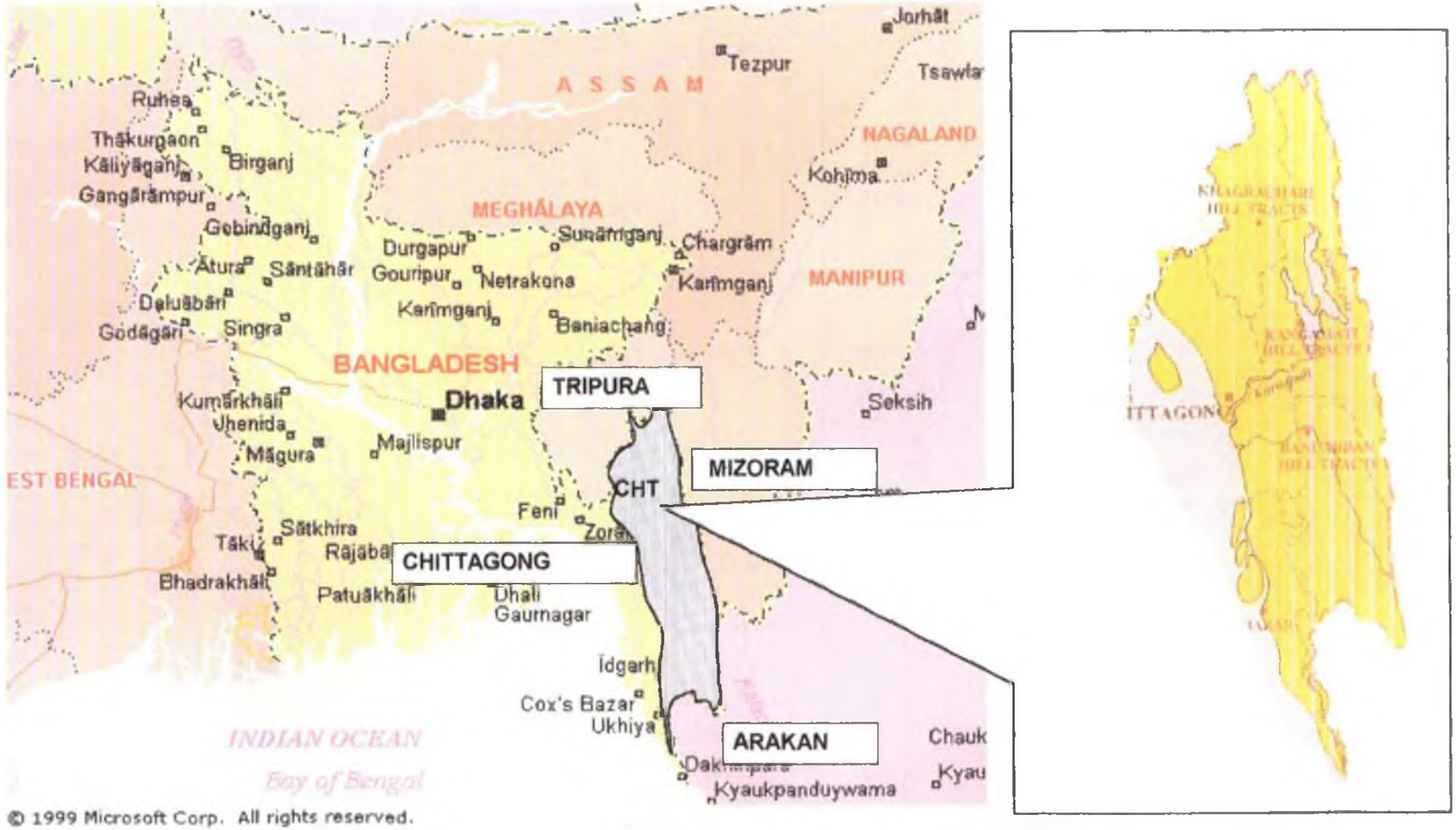

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

১.০ ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের একটি বিশ্লেষনঃ ভূমিকা

১.১। সাধারণ।

বাংলাদেশ দক্ষিন এশিয়ার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এ ভূ-খন্ডের ৫১৮৮ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত।[১] পাহাড়-জঙ্গল বেষ্ঠিত দুর্গম জনমানব শুন্য এই অঞ্চলে কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠেছে। যদিও অনেকেই ঐতিহাসিক তথ্য প্রমান দ্বারা প্রমান করার চেষ্ঠা করেছেন যে, পার্বত্য এলাকাটি সুপ্রাচীনকাল থেকেই বাঙ্গালী মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল।[২] কিন্তু বাংলাদেশের বৃহত্তর স্বার্থ এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে বলা যায় যে, মূল ভূমির কিছু কিছু বাঙ্গালী এবং পার্শ্ববর্তী দেশের মঙ্গোলীয় উপজাতি জনগোষ্ঠির একটা বড় অংশ বিভিন্ন কারণে এই অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে বসতি স্থাপন করে। সেই প্রেক্ষাপটে একক্ষভাবে কোন জনগোষ্ঠিকে এই অঞ্চলের অধিবাসী না বলে বরং উপজাতি ও মূল ভূ-খন্ডের বাঙ্গালী (অউপজাতি) উভয় সম্প্রদায়কেই পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিবাসী হিসাবে অখ্যায়িত করা সমচীন হবে।[৩] এই অঞ্চলের অধিবাসীগণ মুলতঃ উপজাতি জনগোষ্ঠি ঐতিহাসিকভাবে সব সময় বিশেষ করে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত ও বঞ্চিত হয়েছে।[৪] ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে জন্ম নিয়েছে অসন্তোষ ও ঘৃনা।

অপরদিকে ভূ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে পার্শ্ববর্তী দেশ চীন, ভারত ও মায়ানমারের স্বার্থ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ভারত ও চীন উভয় দেশের কাছেই স্পষ্ট ও গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠে। উভয় দেশই পার্বত্য চট্রগ্রাম যা বাংলাদেশকে তাদের স্ব স্ব প্রভাব বলয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে।[৫] পার্বত্য এলাকার বৌদ্ধ জনগোষ্ঠির প্রতি স্বাভাবিকভাবেই জাপানসহ অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মীয় দেশসমুহের একটা পছন্দ ও সমর্থন আছে। তাছাড়া আমেরিকাসহ

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য দেশও অর্থনৈতিকসহ বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। তারা অন্য কিছু না হলে human right কে ইস্যু করে বাংলাদেশের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু উপজাতি নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ, ভারত, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও চীনের সমগোত্রীয় উপজাতি গোষ্ঠিকে নিয়ে একটি বৃহত্তর উপজাতি দেশের স্বপ্নও দীর্ঘদিন থেকে লালন করে আসছে। এই সব কিছুই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি-অসন্তোষকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে রুপান্তরিত করার দেশীয় ও আন্তজাতিক উপদান হিসাবে কাজ করেছে। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতার শুরু থেকে বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি বিদ্রোহের সম্মূখীন হয়। ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনসহ ০৪টি দাবি নিয়ে তাদের সংগ্রাম শুরু করে।[৬] দীর্ঘ দুই যুগের বেশী স্থায়ী এই জঙ্গল যুদ্ধে বহু জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ও প্রচুর সম্পদের অপচয় হয়েছে। তবে বাংলাদেশ সরকার শুরু থেকে অত্যান্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন কার্যকরী নীতি ও পদক্ষেপের মাধ্যমে এই বিদ্রোহ প্রশমন ও শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্ঠা করেছে। সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও জনকল্যানমূলক পদক্ষেপের কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করেও কখনই স্থানীয় বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সক্রিয় সহযোগিতা পায়নি। পক্ষান্তরে দেশপ্রেমিক নিরাপত্তা বাহিনীর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সামরিক ও জনকল্যানমূলক অভিযানের ফলে তারা শুধুমাত্র প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি বরং কখনই প্রাধান্যও বিস্তার করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর ০২ তারিখে তারা বাংলাদেশ সরকারের সাথে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

সার্বিক বিবেচনায় এখনো বলা যায় না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সকল বিপদ কেটে গেছে। কেননা শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার শুরু থেকে একটি উপজাতি উপদল উহার বিরোধীতা শুরু করে। ডিসেম্বর ১৯৯৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে পার্বত্য চট্টগ্রামের পূর্ণ স্বায়িত্ব সাধনের দাবী নিয়ে United People's Democratic Front

Dhaka University Institutional Repository

(UPDP) নামে একটি দল আত্মপ্রকাশ করে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করে।[৭] তাছাড়া শান্তি চুক্তির আলোকে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলেও মুল সমস্যাগুলোর সমাধান না হওয়ায় চুক্তি সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য এলাকায় এখনও অশান্তি বিরাজ করছে।

শান্তি চুক্তির অবাস্তবায়িত কিছু কিছু বিষয় যথা পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি প্রশাসন ও ভুমি ব্যবস্হাপনা, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার ও ভবিষ্যতে মোতায়নে আঞ্চলিক পরিষদের ভুমিকা, অউজাতিদের অবস্হান ইত্যাদি বিষয়গুলি একদিকে জাতীয় স্বার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত অন্যদিকে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্ষকাতর বিধায় উহা বাস্তবায়ন করাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।[৮] এ অবস্হার প্রেক্ষিতে জনাব সন্তু লারমা তথা পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতি (পিসি জে এস এস) পাহাড়ে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছেন। অপরদিকে অউপজাতি জনগোষ্ঠির একটা বৃহত্তর অংশ শান্তি চুক্তির বিপক্ষে অবস্হান নিয়ে উপজাতিদের সকল আন্দোলন প্রতিহত করার প্রত্যয় প্রকাশ করেছে। সবকিছু মিলিয়ে পার্বত্য চট্রগ্রামে একটা অশান্ত পরিস্হিতি বিরাজ করছে যা আগামী দিন গুলিতেও চলমান থাকবে। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহও বিভিন্নভাবে তাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তাই দেশের সার্বিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্যে সরকারের এই ভূখন্ডের উপর বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

১.২। <u>গবেষনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য</u>।

এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ

ক। পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং এখানকার জনগোষ্ঠি সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ করা।

খ। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন যুগে পার্বত্য চট্রগ্রামের অবস্হা মূল্যায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

গ। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-প্রাকৃতিক ও সামরিক কৌশলগত অবস্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা ।

ঘ। বিভিন্ন বহিঃশক্তিসমূহ বিশেষ করে ভারত, চীন, মিয়ানমার, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা।

ঙ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

চ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমনে সরকারের গৃহিত ব্যবস্থাসমূহ বিশ্লেষন করা ।

ছ। ''পার্বত্য শান্তি চুক্তি'' সম্পর্কে একটা বাস্তব ধারনা লাভ করা।

জ। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশেষ পরিস্থিতির মুল্যায়ন করা।

১.৩ গবেষনার পদ্ধতি।

এই গবেষনা কর্মটি করার সময় Primary Source এবং Secondary Source এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন দূর্গম এলাকায় অবস্থান করা এবং ব্যাপকভাবে পাহাড়ের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমনের ফলে এ অঞ্চলের সকল গোত্রের মানুষের জীবন ও জিবিকা, ভূ-বৈচিত্র এবং উপজাতি বিদ্রোহের বিভিন্ন পর্যায় অত্যান্ত নিবিড়ভাবে দেখার ও অনুধাবন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সরজমিনে অর্জিত এই মুল্যবান অভিজ্ঞতা আমার এই গবেষনা কর্মটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাছাড়া Primary Source এর জন্যে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তজাতিক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকাতে প্রদত্ত বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান, সামরিক অধিনায়ক, রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবিদের স্বাক্ষাতকার থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া আমি ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন উপজাতি ও অউপজাতি নেতৃবৃন্দ ও উর্ধতনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তাদের

সাথে মত বিনিময় ও তাদের Dhaka University Institutional Repository। Secondary Source এর জন্য বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত গবেষকদের নিবন্ধ থেকে তথা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাছাড়া উপজাতি বিদ্রোহের উপর প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক এবং ইন্টারনেট থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১.৪। **গবেষনার গুরুত্ব**।

পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা, ভৌগলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বের মত গুরুত্বপূর্ণ, স্পর্ষকাতর ও নাজুক বিষয়গুলি ওতপ্রতভাবে জড়িত বিধায় এই গবেষনা কর্মটিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে এই গবেষনা কর্মের বিভিন্ন গুরুত্ব উল্লেখ করা হ'লঃ

ক। পার্বত্য চট্রগ্রাম সম্পর্কে একটা সাম্যক ধারণা লাভ;

খ। পার্বত্য চট্রগ্রামে বিভিন্ন দেশের ভু-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ সম্পর্কে ধারণা লাভ;

গ। উপজাতি বিদ্রোহ সম্পর্কে ধারণা লাভ;

ঘ। বিদ্রোহ প্রশমন ও দমনে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপ সম্পর্কে ধারনা লাভ;

ঙ। পার্বত্য শান্তি এবং চুক্তি সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং

চ। শান্তি চুক্তি উত্তর পার্বত্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

১.৫। **গবেষনার সীমাবদ্ধতা**।

পার্বত্য চট্রগ্রাম ও উপজাতি বিদ্রোহ সম্পর্কে আমার দীর্ঘদিনের সরজমিনের অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন এই গবেষনা কর্মের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে অপর দিকে তা কিছুটা হলেও উহাতে সীমাবদ্ধতার সৃষ্টি করেছে। কারণ স্বাভাবিক ভাবেই প্রাপ্ত সকল তথ্যই অবচেতন মনে হলেও আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে মূল্যায়ন করেছি। ফলশ্রুতিতে পরিহার করার চেষ্টা থাকায় পরেও বিভিন্ন বিষয় কিছুটা হলেও আমার নিজস্ব মতামত দ্বারা

প্রভাবিত হয়েছে। তাছাড়া আমার গবেষনা কর্মটির মধ্যে Dhaka University Institutional Repository দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে সময়ের পরিক্রমায় অনেক তথ্য উপথ্যের মৌলিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে যা যৌতিকভাবে সন্নিবেশিত করার জন্যে আমার সবার্ত্মক চেষ্টার পরেও হয়তো সেখানে কিছুটা ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করেছে।

পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর বিভিন্ন বহিঃ শক্তির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকলেও ভারতের স্বার্থ এখানে ব্যাপক ও সবচেয়ে বেশী। পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের (Seven Sisters) কয়েকটির সরাসরি সীমান্ত এবং অন্যান্য গুলির সীমান্ত ভৌগলিকভাবে যুক্ত যেখানে দীর্ঘদিন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে। তাই পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে ভারতের ভৌগলিক অখন্ডতাও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত বিধায় ভারতের প্রসঙ্গটি ব্যাপকভাবে আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু অভিসন্দর্ভটির কলেবর একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে রাখার জন্যে তা স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য শক্তির ভূমিকা সম্পর্কেও স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে।

শান্তি চুক্তির পরেও পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রতিদিনই নতুন নতুন উপাদান যোগ হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষেইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া। ফলশ্রুতিতে এই গবেষনা কর্মটিতে পার্বত্য চট্রগ্রাম পরিস্থিতির একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে নতুন কোন উপদান যে কোন সময় পার্বত্য চট্রগ্রাম পরিস্থিতিকে নতুন করে মূল্যায়নের অবকাশ সৃষ্টি করতে পারে।

১.৬। <u>গবেষনার ক্ষেত্র</u>।

এই অভিসন্দর্ভের গবেষনা করতে গিয়ে বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশের প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বের উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম বাংলাদেশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। পার্বত্য চট্রগ্রাম প্রশ্নে বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌ[illegible]। কিন্তু বিভিন্ন কারনে পার্শ্ববর্তী দেশসহ অন্যান্য দেশেরও এই অঞ্চলের প্রতি একটা বিশেষ নজর আছে। ফলশ্রুতিতে তারা বিভিন্নভাবে পার্বত্য উপজাতি বিদ্রোহকে ইন্দন প্রদান করেছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লিলাভুমি পার্বত্য চট্রগ্রামে উপজাতি ও অউপজাতি জনগোষ্টি বসবাস করে। এলাকাটি অর্থনৈতিকভাবে খুবই সম্ভাবনাময়। এই এলাকায় সম্পদ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। তবে ঐতিহাসিকভাবে পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। ভূ-কৌশলগত কারণে ভারতকে সব সময়ই বাংলাদেশের তথা পার্বত্য চট্রগ্রামের পরিস্থিতির উপর সব সময় নিবিড়ভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ পার্বত্য চট্রগ্রামের সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের মুল ভূখন্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন কয়েকটি প্রদেশ অবস্থিত। এসব প্রদেশসহ ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ৭টি রাজ্যে ২১৭টি উপজাতি জনগোষ্ঠি বসবাস করে যাদের অধিকাংশই দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীকার আদায়ের জন্যে সশস্ত্র আন্দোলন করছে।[৯] বাংলাদেশ ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ই পার্বত্য চট্রগ্রামের মাধ্যমে এসব বিদ্রোহ কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-কৌশলগত এই সুবিধা নিয়ে বিভিন্ন কারনে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার ভারতের এসব বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রদানসহ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করত। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক কারনেই এই ভুখন্ড থেকে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য বন্দ হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের গুনগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারত সরাসরি শান্তিবাহিনীকে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিতে শুরু করে। সংগত কারণেই বাংলাদেশও তার সাধ্যমত ভারতীয় বিদ্রোহীদের সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের উন্নতি ঘটার সূত্র ধরে ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর তারিখে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলশ্রুতিতে উপজাতি বিদ্রোহ অবসানের একটা

সম্ভবনা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু Dhaka University Institutional Repository যথেষ্ট উত্তেজনা ও জটিলতা বিরাজ করছে। শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও একটি সময় সাপেক্ষ ও জটিল প্রক্রিয়া। তাই এই এলাকায় ভবিষ্যতে নতুন করে পুনরায় পুর্বের মতই সমস্যা দেখাও দিতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সম্পর্কিত ভারতীয় বিভিন্ন স্বার্থ ও উপাদানকে এই গবেষনায় আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া শান্তি চুক্তির বিভিন্ন দিক ও চুক্তি উত্তর পরিস্থিতি বিশ্লেষন পূর্বক সম্ভাব্য ভবিষ্যতও এই গবেষনায় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই ভারত ব্যতীতও অন্যান্য দেশ যথা, চীন, মিয়ানমার, আমেরিকাসহ অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়গুলির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষন ও পর্যালোচনার জন্যে বিভিন্ন Primary Source এবং Secondary Source থেকে তথ্য ও উপাথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্যে এই অভিসন্দর্ভটি মোট ০৬টি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগলিক অবস্থান, জনবসতির ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ব্রিটিশ পূর্বযুগ, ব্রিটিশ যুগ, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে চীন, ভারত, মিয়ানমারসহ অন্যান্য দেশ ও সংস্থার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উপজাতি বিদ্রোহের শুরু এবং বিভিন্ন স্তরসহ অন্যান্য বিষয়াবলী আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমনে সরকারের গৃহিত বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সরকারের গৃহিত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং সামরিক ব্যবস্থা উভয় দিকই এই অধ্যায়ে উঠে এসেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে পার্বত্য শান্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শান্তিচুক্তি উত্তর পরিস্থিতিও এই অধ্যায়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে গবেষনাটির উপর সার্বিক মূল্যায়নসহ উপসংহার টানা হয়েছে।

<u>তথ্যসুত্র</u>।

১। মোঃ নুরুল আমিন, ''পার্বত্য চট্রগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষন'', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২,ফেব্রুয়ারী ১১৯২, পৃষ্টা-১৩৫।

২। খোদা বকশ খানৎ ''উপজাতিরা নয় বাঙ্গালী মুসলমানরাই প্রকৃত অদিবাসী'', পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, পৃষ্টা-৫৩।

৩। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম,পিএসসি ''পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর ভুমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন'', সেনাবার্তা, মার্চ ২০০০, পৃষ্টা-৫৩।

Dhaka University Institutional Repository

৪। মুনতাসীর মামুন, ‘‘পার্বত্য চট্টগ্রাম বিতর্ক’’, সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা, নভেম্বর ১২, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৯।

৫। Abu Taher Salahuddin, "Sino-Indian Relations: Problems, Progress and Prospects, BIISS Journal, Vol-15, NO-4, 1994, P-357.

৬। সরদার সিরাজুল ইসলাম, ‘‘সবার স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখেই শান্তির সন্ধান,’’ দৈনিক জনকণ্ঠ, ডিসেম্বর ১৮, ১৯৯৭।

৭। Sabir Mustafa, "Hope High in the Hills", Dhaka Courier November 14, 1997, P-09.

৮। বিগ্রেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), ‘‘চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গে’’ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৪, ২০০৩, পৃষ্ঠা-০৯।

৯। জয়নাল আবেদীন, ‘‘পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরুপ সন্ধান’’, টৌকস প্রিন্টার্স লিঃ পৃষ্ঠা-০৮।

Dhaka University Institutional Repository

২.০ পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিচিতি

২.১। **ভৌগলিক পরিচিতি**। বাংলাদেশে দক্ষিন-পুর্ব সীমান্তে পাহাড়-নদী, মানবসৃষ্ট হ্রদ, ক্ষুদ্র ঝরণা, তরুলতা ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরুপ ভু-খন্ডটি বর্তমানে বান্দারবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর জনপ্রিয় নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। ১৯৬০ সালের আগেই ইহা চট্টগ্রাম জেলার অংশ ছিল। একেবারে প্রাচীনকালে চট্টগ্রামের অংশ হিসেবেই ইহা বাংলায় হরিকেল জনপথের অন্তর্ভূক্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উত্তর অক্ষাংশের ২১° ২৫ থেকে ২৩° ২৪ এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশের ৯১° ৪৫ থেকে ৯২° ৫২ -এ অবস্থিত।[১]

বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়াতন ৫,০৯৩ বর্গমাইল হলেও ১৮৬০ সনে চট্টগ্রাম হতে পৃথক করে জেলার মর্যাদা প্রদান কালে এর আয়াতন ছিল ৬,৭৯৬ বর্গমাইল। ১৯০১ সনে এর আয়াতন হ্রাস পেয়ে ৫,১৩৮ বর্গমাইলে দাঁড়ায়। সবশেষে ১৯৪৭ সনে ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে যোগ দেয়। অর্থাৎ ৮৭ বছরে (১৮৬০-১৯৪৭) বছরে ১,৭০৩ বর্গমাইল এলাকা মুল পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে বাদ পড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রাম হিসেবে ৫,০৯৩ বর্গমাইল এলাকায় সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।[২]

পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল হলেও ইহার প্রাকৃতিক তথা বাস্তব আয়তন অনেক বেশী। পার্বত্যভুমি আর সমতলভূমির আয়াতন প্রাকৃতিক কারনে এক ধরনের নয়। যেমন পার্বত্য অঞ্চলে ভূমির উপর অবস্থিত একটি পাহাড় খন্ডের পাদদেশ, ঢাল, মধ্যবর্তী ভাঁজ, উপরিভাগ ও তলদেশের জমিসহ জ্যামিতিক পরিমাপ করলে প্রতি বর্গমাইল

Dhaka University Institutional Repository

এলাকা বেড়ে সোয়া দুই বর্গমাইলে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিকোন হতে পার্বত্য চট্রগ্রামের বাস্তব আয়তন হবে কমপক্ষে ১১,৪৫৯.২৫ বর্গমাইল। পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমিরুপের এই বিশেষ বৈশিষ্ট উপেক্ষা করেই একে সাধারণ সমভূমির মতো ৫০৯৩ বর্গমাইল আয়তন বিশিষ্ট বলে গণ্য করা হয়, যা দেশের মোট আয়াতনের এক-দশমাংশ।

পার্বত্য চট্রগ্রামের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, উত্তর ও উত্তর-পুর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য এবং পুর্ব-দক্ষিণে মায়ানমার (বর্মার) চিন ও আরকান প্রদেশ এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের কক্সবাজার ও চট্রগ্রাম জেলা অবস্থিত, (মানচিত্র-১, পার্বত্য চট্রগ্রামের অবস্থান)। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে পার্বত্য চট্রগ্রামের ২৩৬.৮০ কিঃ মিঃ এবং মায়ানমারের চীন ও আরকান প্রদেশের সাথে ২৮৮.০০ কিঃমিঃ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রয়েছে।[৩]

সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রাম ছোট বড় টিলা, পাহাড়, উপত্যকা ও নদী নালা-ঝর্ণায় পরিপূর্ণ। এখানে মানব সৃষ্ট বৃহত্তম হ্রদ কাপ্তাই হ্রদ অবস্থিত। পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রধান নদী কর্ণফুলী, সাংগু, শঙ্খ, মাতামুহুরী ইত্যাদি। পাহাড় এবং নদীগুলো উত্তর থেকে দক্ষিনমুখী। পাহাড়গুলোর উচ্চতা কোন কোন স্থানে ৩০০০ ফুটেরও উপরে। সর্বোচ্চ ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পাহাড়-শীর্ষ যথাক্রমে বিজয় ও কাওকাডাং এই অঞ্চলে অবস্থিত। মৌসুমী জলবায়ুর অর্ন্তগত বৃষ্টি-বিধৌত মাঝারী ধরণের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য চট্রগ্রামে গেরিলা যুদ্ধের জন্য আদর্শ স্থান।

২.২। **জনগোষ্টি**। পার্বত্য চট্রগ্রামে উপজাতি ও অউপজাতি উভয় শ্রেনীর লোক বাস করে। অনেকেই মনে করেন সর্বমোট ১৩টি উপজাতির সবাই বহিরাগত। কিছু কিছু উপজাতি লেখক ও বিদেশী সংস্থা কয়েকটি উপজাতিকে একই গোত্রীয় ধরে পার্বত্য চট্রগ্রামের মোট উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরো কম হিসাবে বর্ণনা করে থাকে।[৪] এই সমস্ত উপজাতি জনগোষ্ঠি

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন কারনে বিশেষতঃ নিরাপদ আশ্রয় লাভের সন্ধানে তিব্বত, চীন, মায়ানমার এবং ভারতের বিভিন্ন পাহাড়ী অঞ্চল থেকে অনধিক ৪০০ বছর আগে বাংলাদেশের ভূখন্ডে আসে। এদের মধ্যে তুলনামুলকভাবে চাকমারা নবাগত। নৃতাত্তিক বিচারে এরা সবাই মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির অর্ন্তভূক্ত। ১৩টি উপজাতিরই নিজস্ব কথ্য ভাষা আছে। দুই একটা উপজাতির লেখার ভাষা থাকলেও তার উল্লেখযোগ্য কোন বাস্তব ব্যবহার নেই। প্রায় ক্ষেত্রেই এক উপজাতি অন্য উপজাতির কথ্য ভাষা ভালমত বুঝতে পারে না। এক উপজাতি সদস্য অন্য উপজাতি সদস্যের সাথে কথা বলার সময় সাধারণত বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। উপজাতিদের মধ্যে জনসংখ্যা (৩০%), শিক্ষা (৭০%-৭৫%), আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থা, ইত্যাদিসহ সকল দিকেই চাকমা জনগোষ্ঠি অন্যান্যদের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর এবং তারা স্থানীয় বিভিন্ন দাবী দাওয়া দিয়ে অধিকসোচ্চার। ষোড়শ ও সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন সময় বিশেষ করে ১৭৮৪ সালের বার্মা যুদ্ধে চাকমা সম্প্রদায় আরাকানের মগদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় প্রবেশ করে এবং পরবর্তীতে বসতি গড়ে তোলে। চল্লিশ শতকের শেষ দিকে বহু উপজাতি বিশেষকরে চাকমা উপজাতির লোক ভারতে গমন করলে রাজনৈতিক কারনে ভারত সরকার তাদেরকে মিজোরাম ও ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় প্রদান করে। বহু পূর্ব থেকেই এ অঞ্চলে কিছু অউপজাতি লোক আসা-যাওয়া/বসবাস করলেও বিশেষ করে ১৯৫১ ও ১৯৬৬ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার এবং ১৯৭৫ সালের পরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক উৎসাহিত করায় তাদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।[৫] নিম্নে ছক-১ এ পার্বত্য এলাকার উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যার পরিমান দেখানো হ'লঃ

ছক -১ পার্বত্য এলাকায় জনসংখ্যার আনুপাতিক হার

গোষ্ঠী	১৯৫১	১৯৭৪	১৯৯১	বর্তমানে (প্রচলিত ধারণা)
উপজাতি	২৬১,৫৩৮ (৯০.৯১%)	৪৪৯,৩১৫ (৮৮.৪১%)	৫৮৩,৫৩৪ (৬০.৩১%)	প্রায় ৫১%
অউপজাতি	২৬,১৫০ (৯.০৯%)	৫৮,৮৮৪ (১১.৫৯%)	৩৮৩,৮৮৬ (৩৯.৬৯%)	প্রায় ৪৯%

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিকায়ন বিশেষতঃ অউপজাতিদের বসতি স্থাপনের ফলে উপজাতিদের সনাতন জীবন ধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। যাযাবর জীবন পরিহার করে তারা স্থায়ী বসতি স্থাপনে অভ্যস্থ হচ্ছে। তারা পরিপাট পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। জুম নির্ভর জীবিকার পরিবর্তে সমতলের মানুষের মত বিভিন্ন পেশায় আসতে শুরু করেছে। পার্বত্যবাসী উপজাতিরা অতি দ্রুত আধূনিকতা ও শহরের জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

১৯৯১ সনের ১২ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে অনুষ্ঠিত আদমশুমারী অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যা হলো ৯,৭৪,৪৪৫। এদের মধ্যে উপজাতি যাদের সংখ্যা হলো ৫,০১,০০০ এবং অউজাতীয় অর্থ্যাৎ বাঙ্গালী হলো ৪,৭৩,৩০১। মোট জনসংখ্যার ৫১.৪৩% হলো উপজাতি এবং ৪৮.৫৭% হলো অউপজাতি। ১৩টি উপজাতিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিবেচনা করলে অউপজাতিরাই পার্বত্য এলাকার একক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ১৩টি উপজাতি ভিত্তিক জনসংখ্যা হলো চাকমা ২,৩৯,৪১৭, মারমা ১,৪৬,৩৩৪, ত্রিপুরা ৬১,১২৯, মুরং ২২,০৪৯, তংচঙ্গা ১৯,২১১, বম ৬,৯৭৮, চাক ২,০০০,খূমি ১,৯৫০, লুসাইঃ ৬,৬২, ম্রো ১২৬, পাংখো ৩,২২৭ ও রাখাইন ৭০ জন। এছাড়া সাঁওতাল ২৫৩ এবং অন্যান্য ৫,০০৫ জন। উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমা হলো ৪৮.৫৭%, মারমা ২৯.১৯%, ত্রিপুরা ১২.১৯%, মুরং ৪.৩৯% ও তংচঙ্গা ৩.৮৩%। ১৩টি উপজাতির সম্মিলিত সংখ্যা সমগ্র বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র .৪৫% (দশমিক চার পাঁচ শতাংশ)।[৬] নিম্নে ছক-২ এ জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যার একটি তালিকা প্রদান করা হ'লঃ

ছক-২ঃ জেলা ভিত্তিক উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যার বিবরণ

অধিবাসী	জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা			সর্বমোট (%)
বাঙ্গালী + উপজাতি	খাগড়াছড়ি	রাঙ্গামাটি	বান্দরবান	৭,৯০,৪১৪
বাঙ্গালী	১.০৮.৯৭৯ ৩৬.৩০%	১,৩২,৮১৮ ৪০.৪৯%	৬৯,৪৭০ ৪২.৭৬%	৩,১১,২৬৭ ৩৯.৩৮%
উপজাতি	১,৯১,২৩৯ ৬৩.৬৯%	১,৯৫.১০৬ ৫৯.৪৮%	৯২,৮০২ ৫৭.১৮%	৪,৭৯,১৪৭ ৬০.৬২%

Dhaka University Institutional Repository

চাকমা	৯৬,৫[illegible] ৩২.১৭%	[illegible] ৪২,৮৩%	৪,৪২৬ ২.০৯%	২,৪১,৬১৬ ৩০.৫৭%
মারমা	৪৬,১৬৮ ১৫.৩৭%	৩৩,৬৬৮ ১০.২৪%	৫১,৩৯৪ ৩১.৬৬%	১,৩১,২৩০ ১৬.৬০%
ত্রিপুরা	৪৬,৪৪২ ১৫.৪৬%	৫,৩৪২ ১.৬১%	৬,৬৭১ ৪.০৯%	৫৮,৪৫৫ ৭.৩৯%
মুরং	-	১৭৬ .০৫%	১৬,৯৯২ ১০.৪২%	১৭,১৬৮ ২.১৭%
তংচঙ্গা	-	১০,৬৬১ ৩.২৩%	৫,৪৭৯ ৩.৩১%	১৬,১৪০ ২২.০৪%
বোম	-	১১৬ ০.৩%	৫৪৬৮ ৩.৩৬%	৫৫৮৪ ০.৭১%
রিয়াং	২০৩৪ ৬৬%	৪০০ .১২%	-	২৪৩৪ ০.৩১%
পাংখো	-	১.৬৬৮ .৫১%	-	১,৬৬৮ ০.২১%
খিয়াং	-	৮২৭ .২৪%	৫০১ .২৯%	১৩২৮ ০.১৭%
খুমি	-	-	১,০৯১ .৫৮%	৯৬৬ ০.১২%
চাক	-	-	৭৯৮ .৪৯%	৭৯৮ ০.১০%
খুসাই	-	৬৫৩ .১৯%	১৬ .০০৯%	৬৬৯ ০.৮%

(উৎসঃ আলীমুজ্জামান হারুন, "সাংবাদিকের চোখে পার্বত্য চট্রগ্রাম ও শান্তিবাহিনী", ঢাকা, মে ১৯৯১, পৃ-৪১)।

২.৩। **বহিরাতগদের আশ্রয়স্থল**। নৃতাত্ত্বিক বিচারে পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাসকারী উপজাতিও উপজাতিসমূহের সকলেই বহিরাগত। বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও কৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী এই সব উপজাতি সম্প্রদায়গুলো চট্রগ্রামের পার্বত্যাঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানকার উপজাতি জনগনের নির্ভুল ও সুনির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পরিচয় খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হলেও বেশিরভাগ উপজাতিই মংগোলিয় বংশোদ্ভুত, যারা মূলতঃ দক্ষিন চীনের ইউনান প্রদেশের আদি অধিবাসী। বর্তমানে ভারতের আসাম হতে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্রগ্রামে, বার্মায়, থ্যইল্যান্ডে, কামপুচিয়া-লাওস, ভিয়েতনাম থেকে দক্ষিন চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খন্ডে এই বংশোদ্ভুত জনগোষ্ঠির বসবাস আছে।

Dhaka University Institutional Repository

এই সব উপজাতিসমূহের বসবাস মানচিত্র ২.৭ (পরিশিষ্ট-১) এবং তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিম্নে দেখানো হ'লঃ

২.৩.১। **মারমা**। মারমারা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মগ নামে সমাধিক পরিচিতি। মারমাদের মত মগ নামে কোন জাতি বা উপজাতি নেই। তাই তারা মারমা নামে পরিচিত হতে পছন্দ করে। পূর্বে বাংলাদেশে মগ বলতে আরাকানী জলদস্যু ও লুটেরাদের বুঝানো হতো। মারমা শব্দটি ম্রাইমা শব্দ লেকে উদ্ভূদ। লক্ষনীয় যে সম্প্রতি বর্মা সরকার তাদের দেশের নাম বদলিয়ে মায়নমার রেখেছে। মারমা ম্রাইমা, মায়ানমার প্রভৃতি শব্দ সমগ্রেত্রীয় এবং এ থেকে বুঝা যায় যে, মগ তথা আধুনিক মারমারা বর্মা অর্থাৎ মায়ানমারের অধিবাসী। মুঘল আমলে আরকানী মগরা প্রায়ই বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী চট্রগাম- নোয়াখালী অঞ্চলে হানা দিয়ে নানা ধরনের অত্যাচার ও লুণ্ঠন করত বলে মুঘলরা মগদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। R.H.S Hutchinson এর প্রদত্ত তথ্য উদ্ধৃত করে সুগত চাকমা জানিয়েছেন যে, মুঘলদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে মারমা রাজা ১৭৫৬ সালে আরকানে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে পূনরায় ১৭৭৪ সালে তিনি এদিকে (অর্থ্যৎ তৎকালীন চট্রগ্রাম অঞ্চল) এসে প্রথমে রামুতে, ঈদগরে তারপর মাতামুহুরী উপত্যকায় এবং সবশেষে ১৮০৪ সালে বর্তমান বান্দরবান শহরে বসতি স্থাপন করেন।[৭] কক্সবাজার এবং পটুয়াখালীর খেপুপাড়া অঞ্চলেও মারমা বা মগদের বসতি আছে।

২.৩.২। **মুরং**। কয়েক শতাব্দী আগে সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরাকান অঞ্চল হতে আগত মুরংরা প্রধানতঃ বান্দরবান জেলায় বাস করে। অনেকের কাছে তারা ম্রো হিসেবে পরিচিত। কারো মতে অন্যান্য উপজাতিদের তুলনায় মুরংরা পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রাচীনতম অধিবাসী।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.৩। **ত্রিপুরা**। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলাতেই ত্রিপুরাদের উপস্থিতি থাকলেও তারা খাগড়াছড়িতে তুলনামুলকভাবে কেন্দ্রভূত। বাংলাদেশী ত্রিপুরাদের আধি নিবাস ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। বিভিন্ন কারণে অতীতে ত্রিপুরা রাজারা কখনো কখনো তাদের দক্ষিনের প্রতিবেশী অঞ্চল, বর্তমানের পার্বত্য চট্রগ্রামে আশ্রয় নিত। ১৯৬১ সালে ত্রিপুরা সিংহাসন নিয়ে ছত্রমানিক্যের সাথে বিরোধ দেখা দিলে গোবিন্দ মানিক্য নিজেই দীঘিনালায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই গোবিন্দ মানিক্য কিংবা তার আগের বা পরের রাজাদের অনুসারী কিংবা অনুসারীদের আত্মীয়স্বজন পার্বত্য চট্রগ্রামের দিকে চলে আসে।[৯]

২.৩.৪। **লুসাই**। লুসাই পাহাড়ে (বর্তমানে মিজোরাম রাজ্যে) বসবাসকারী উপজাতিরাই প্রধানতঃ লুসাই নামে পরিচিত। তবে অন্যান্য উপজাতিরাও সেখানে বাস করে। তারা প্রায় ১ শত ৫০ বছর আগে পার্বত্য চট্রগ্রাম অঞ্চলে এসেছিল।[১০] পার্বত্য চট্রগ্রামের সাজেক এলাকায় লুসাইরা কেন্দ্রীভূত।

২.৩.৫। **খুমি**। খুমিরা প্রধানতঃ বান্দরবানের মুদ, থানচি, রুমা ও লামা এলাকায় বসবাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুমিরা মায়ানমারের আরাকান অঞ্চল থেকে পার্বত্য চট্রগ্রামে আগমন করে।[১১] Captain T. H Lewn এর প্রদত্ত তথ্য উদ্ধৃত করে সুগম চাকমা জানিয়েছেন যে, আরাকানে খুমি ও ম্রোদের মধ্যে একটি প্রচন্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ জয়ী হয়ে খুমিরা ম্রোদের এদিকে (অর্থাৎ পার্বত্য চট্রগ্রাম) বিতাড়িত করে দেয় এবং পরে সম্ভবত তারাও অন্যাদের চাপে পড়ে পার্বত্য চট্রগ্রামে চলে আসে।

২.৩.৬। **বোম**। বোমরা প্রধানতঃ বান্দরবান জেলায় রুমা অঞ্চলে বসবাস করে। সুগত চাকমার মতে বোমরা ১৮৩৮-৩৯ সালের দিকে লিয়াংকুন (Liankung) নামক সর্দারের

নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবেশ করে Dhaka University Institutional Repository এবং তৎকালীন বোমাং রাজার বিনা অনুমতিতে বান্দরবানে বসতি স্থাপন করে।[১২]

২.৩.৭। **খিয়াং**। খিয়াংরা প্রধানতঃ রাঙ্গামাটি জেলায় কাপ্তাই ও চন্দ্রঘোনা অঞ্চলে বসবাস করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে খিয়াংরা আরাকানের উমাতানং (Umatanong) পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করত।[১২] তারা কবে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসেছিল তা স্পষ্ট নয়। তবে জনশ্রুতিতে আছে কোন এক সময় খিয়াংদের কোন এক রাজা এক যুদ্ধের সময় বার্মা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দিকে পালিয়ে আসেন এবং স্বদেশে ফেরার সময় ছোট রানীকে অন্তঃস্বত্তা অবস্থায় এখানে (পার্বত্য চট্টগ্রামে) ফেলে যান। খিয়াংদের ধারনা তারা এখানে ফেলে যাওয়া ছোট রানীর সাথে থেকে যাওয়া লোকদেরই বংশধর।[১৩]

২.৩.৮। **চাক**। চাকদের আধি পরিচয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে চাকদের আদিবাসের সাথেও আমরা পরিচিত হয়েছি। তাদের অদিবাস মায়ানমারের সীমান্তবর্তী চীনের য়ুনান প্রদেশে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলায় বাইশারি, নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিখ্যং, কোয়াংঝিরি, ক্রোক্ষাং, রাইখালী অঞ্চলে বসবাসকারী চাকরা মূলতঃ আরাকান থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। তবে তারা কবে চীন থেকে আরাকানে এবং আরাকান থেকে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যাচ্ছেনা। সম্ভবতঃ অতীতে কোন এক সময় আরাকান থেকে চাকদের একটি দল বাঘাখালী নদীকে অনুসরণ ও অতিক্রম করে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিল।[১৪]

২.৩.৯। **পাংখো**। পাংখোরা ভারতের লুসাই পাহাড় রা মিজোরাম হতে বাংলশাদেশে এসেছে।[১৫] পাংখোদের বিশ্বাস অতীতে তারা মিজোরামের পাংখোয়া নামক গ্রামে বাস করত। বর্তমানে তারা নাজেক এলাকায় কেন্দ্রভুত।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩.১০। **তংচঙ্গা**। চাকমারা তংচঙ্গাদের পৃথক উপজাতি বলে স্বীকৃতি দেয়না। তংচঙ্গারা চাকমাদেরই একটি উপশাখা হলেও তারা এখন আর তা স্বীকার করে না। তারা নিজেদের একটি পৃথক জাতিসত্ত্বার অধিকারী হিসাবেই মনে করে।

২.৩.১১। **চাকমাঃ** পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমারা সংখ্যাগুরু। শিক্ষা-দীক্ষায়, সরকারী চাকরি তথা সহায়-সম্পদে তারা অন্যান্য উপজাতীয়দের চেয়ে অগ্রগামী। চাকমাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বেই বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

২.৪ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা।

২.৪.১। **কৃষি সম্পদ**। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভূমির মাত্র ৫% সাধারণ কৃষির আওতাভূক্ত। তাই তিনটি পার্বত্য জেলাতেই খাদ্য ঘাটতি রয়েছে। ১৯৯০ সনে ৬০ হাজার একর জমিতে জুম পদ্ধতির চাষ হয়েছিল। সরকারের বিভিন্ন বিধিনিষেধ, NGO-দের উৎসাহও আধুনিকতার স্পর্শে এসে বর্তমানে ধীরে ধীরে জুম চাষের প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে। এখানকার নদী ও খালের তীরবর্তী সমতল অঞ্চলের প্রধান ফসল ধান। উঁচু ভুমিতে ইদানিং সীমিত পরিমানে রাবার, কফি, চা এবং তুলা চাষ শুরু হয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতায় (১৩৮ কোটি টাকায়) ১৯৭৯ সনে রাবার চাষ প্রকল্পের আওতায় ৮ হাজার বনভুমিতে রাবার বাগান গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে খাগড়াছড়িতে ৬টি এবং বান্দরবানে ৪টি রাবার বাগান রয়েছে এবং আরো কয়েকটি বাগান তৈরীর কাজ অগ্রধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে চলছে। এখানে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিলে বাংলাদেশ রাবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হবে। এছাড়া পেয়ারা, আনারস, কমলা-লেবু, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতি ফল-ফলাদিও প্রচুর পরিমানে এই অঞ্চলে জন্মে। অউপজাতীয়দের বসতি স্থাপনের ফলে বিরান ও পতিত ভূমিতে এখন উপরোক্ত ফসল ছাড়াও নানা ধরনের শাক-সবজি উৎপাদন শুরু হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে

শান্তি ফিরে আসলে পতিত Dhaka University Institutional Repository প্রভৃতি কৃষিজ দ্রব্যে ভরে উঠবে, যা পাহাড়ী জনগনের চাহিদা মিটিয়ে সমতলে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমিতে ফসল ও ফল চাষের মাধ্যমে ভূমির সর্ব্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা করা গেলে এই অঞ্চলে এক কোটি মানুষের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যা হবে এখানকার লোক সংখ্যার প্রয়োজনের চেয়ে দশগুন বেশী।[১৬]

২.৪.২। **মৎস্য সম্পদ।** পার্বত্য চট্রগ্রামে বাংলাদেশের বৃহত্তম মনুষ্য সৃষ্ট কাপ্তাই হ্রদ অবস্থিত। কাপ্তাইয়ের কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলায় প্রায় ৬ শত বর্গ কিঃ মিঃ জলমগ্ন হয়ে এ বিশাল হ্রদের সৃষ্টি হয়। প্রতি বছর এ হ্রদ হতে গড়ে বিভিন্ন প্রকারের প্রায় দশ লাখ টন মাছ সংগ্রহ করা হয়। যথোপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে এ হ্রদে বছরে ১০ লাখ টন মাছের চাষ করা সম্ভব। এ অঞ্চলে প্রায় ২০ হাজার ছোট-বড় পুকুর ও দীঘি আছে সেগুলো থেকে বার্ষিক আরো ১০ থেকে ১৫ হাজার টন মাছ সংগ্রহ করা সম্ভব।[১৭] তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রামে কয়েক হাজার ঝর্ণা, নালা এবং পাহাড়ী স্রোতধারা রয়েছে। এসব স্থানে পরিকল্পিত উপায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁধ দিয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র মৎস্য চাষের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকায় কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব।

২.৪.৩। **বনজ সম্পদ।** সুন্দর বনের পরে বাংলাদেশের বনজ সম্পদের প্রধান উৎস হলো পার্বত্য চট্রগ্রাম। বাংলাদেশের মোট বনাঞ্চলের ৬০ শতাংশই পার্বত্য চট্রগ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রায় অর্ধেক জমিই (৭০৪৩.৮৬ কিঃমিঃ) বন এবং ঝাঝারী জঙ্গলাকীর্ণ। ১৪শ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃর্ণ অভয়ারণ্য ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, গর্জন, লোহ কাঠ, চাপালিশ, তাকিজাম, শীলকড়ই প্রভৃতি কাঠ রয়েছে। এই বনভূমিতে সিভিট, গর্জন, চাপালাইশ, লেটুসর, নাগেশ্বর, টিক, জারুল, গামার, চাতিম, বেত, বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষ রয়েছে। সম্প্রতি সরকারী বন বিভাগ পার্বত্য জেলায় টিক, মেহগনি,ইউক্লিপিটাসসহ অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

মুল্যবান বৃক্ষের বাগান গড়ে তুলেছে। গত দশকে প্রায় ১৩,১৯৬ একর পতিত জমি বৃক্ষায়নের অধীনে আনা হয়েছে। অন্যদিকে প্রায় ৬.৩১৮ একর পতিত জমিতে কাগজের মন্ড তৈরীর উপযোগী নরমা কাঠের গাছ লাগানো হয়েছে। কর্ণফুলী কাগজ ও বেয়ন মিল তাদের সমুদয় কাঁচামাল অর্থ্যাৎ কাঠ ও বাঁশ পার্বত্য চট্রগ্রাম হতেই সংগ্রহ করে থাকে। উপরোক্ত দুটি বৃহদায়তন মিল ছাড়াও পার্বত্যাঞ্চলের বনজ সম্পদ নির্ভর আরো শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত করার উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ হতে রপ্তানীকৃত কাঠের সিংহভাগই পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে আসে। সম্প্রতি সরকারের পার্বত্য চট্রগ্রামে চা চাষের একটি বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

২.৪.৪। **<u>পানি বিদ্যুৎ</u>**। পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ী নদীসমূহে বাঁধ দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ২৫০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হলেও বর্তমানে মাত্র ১৬০ মেঃ ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। মাতামুহুরী, সাংগু, মাঙ্গনী প্রভৃতি নদীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে। সাংগু নদীতে জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন ধরনের জরীপ চালিয়ে অজ্ঞাত কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। ফলে পাহাড়ী নদ-নদীকে অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার করার সুযোগ হতে বাংলাদেশ নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে।

২.৪.৫। **<u>খনিজ সম্পদ</u>**। পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে এ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন খনিজ সম্পদ আহরণ কিংবা উত্তোলন সম্ভব না হলেও এর ভৌগোলিক অবস্থান, ভূমির স্তর ও রুপ, ভূ-তাত্বিক পরিবেশ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে উজ্জল করেছে। বিশেষতঃ পার্বত্য চট্রগ্রামের প্বার্শবর্তী ভারতীয় ও বর্মী (মায়নমার) ভূ-খন্ডে খনিজ তেলসহ নানাবিধ খনিজ সম্পদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে এখানেও একই ধরণের খনিজ সম্পদের মওজুদ থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। পার্বত্য চট্রগ্রামের বিভিন্ন স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

হাইড্রোকার্বন (অর্থাৎ প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম), কঠিন শিলা, চুনাপাথর প্রভৃতির ব্যাপক মওজুদ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। খাগড়াছড়ি জেলায় সমতুং-এ ০.১৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ইতোমধ্যেই আবিস্কৃত হয়েছে। উচ্চমান সম্পন্ন মিথেন মিশ্রিত কঠিন শিলা কাপ্তাই ও আলীকদমে পাওয়া গেছে। রামুতে প্রাকৃতিক গ্যাস, আলীকদমে প্রোট্রেলিয়াম এবং লামায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে খাগড়াছড়ি জেলায় মানিকছড়ি ও লক্ষ্মীছড়ি এবং রাঙ্গামাটি জেলায় কায়েকটি স্থানে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পাথরের বিরাট মওজুদ রয়েছে।[১৮]

২.৪.৬। **পর্যটন শিল্প**। পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রতি ইঞ্চি ভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। উপরোক্ত ক্ষেত্রসমূহের উজ্জল অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ছাড়াও পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রতিটি গ্রাম, মৌজা, শহর-গঞ্জে বিশ্বমানের পর্যটন স্থান গড়ে উঠতে পারে, যা পার্বত্য চট্রগ্রামসহ সারা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।[১৯] সরদার সিরাজুল ইসলামের মতে বিশ্বের সব চাইতে আকর্ষণীয় আরেক ভূ-সর্গকেও (পার্বত্য চট্রগ্রামকে) বিদেশী পর্যটকদের জন্য ব্যবহার করা যাচ্ছে না। পার্বত্য এলাকায় শান্তি স্থাপিত হলেও আর্থিক কর্মকান্ডের প্রথম ফল উক্ত এলাকার জনগনই ভোগ করবে। [২০]

তথ্যসূত্রঃ

১। সুগত চাকমা, ''পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি'', ট্রাইবলে অফিসার্স কলোনী, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৩, পৃষ্টা-১৫।

২। জয়নাল আবেদীন, ''পার্বত্য চট্রগ্রামঃ স্বরুপ সন্ধান'', চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ ঢাকা ১৯৯৭, পৃষ্টা-১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩। Brigadier General Sayed Mohammad Ibrahim, "Insurgency and Counter Insurgencey: The Bangladesh Experience in Regional Perspective" Military Papers, Issue-4, March 1991, p-3.

৪। Ina Hume, "CARE Bangladesh, Background Study for Household Livelihood Security Assesment in The CHTs, Bangladesh", Feburary 1999.

৫। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম, পিএসসি, "পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন", সেনবার্তা, মার্চ-২০০০, পৃষ্ঠা-৫৩।

৬। Bangladesh Poulation Census: 1991 Zilla Series: Khagrachari, Bandarban, Rangamati, Publighed in Nov 1992.

৭। সুগত চাকমা, পুর্বোক্ত সূত্র-১, পৃষ্ঠা-৪০।

৮। Dr. Mijanur Rahaman Shelley, "The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", Centre for Development Research, Dhaka, 1992, P-53.

৯। জয়নাল আবেদীন, পুর্বোক্ত সূত্র-২, পৃষ্ঠা-৫০।

১০। Dr. Mijanur Rahaman Shelley, Ibid, P-57.

১১। Dr. Mijanur Rahaman, Ibid, P-58.

১২। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত নোট-২, পৃষ্ঠা-৫১।

১৩। Dr. Mijanur Rahaman, Ibid, P-62.

১৪। প্রদীপ চৌধুরী, "খিয়াং উপজাতি", গিরিনির্জর, বান্দরবান, ৩য় সংখ্যা-১৯৮৩।

১৫। সুগত চাকমা, পুর্বোক্ত নোট-১, পৃষ্ঠা-৬৪।

১৬। Dr. Mijanur Rahaman, Shelley, Ibid, P-64.

১৭। Dr. Mohammad Abdur Rob, Bangladesh Quarterly, Published by Department of Films and Publications, PRB, Dec 1995.

১৮। Dr. Mohammad Abdur Rob, Ibid.

Dhaka University Institutional Repository

১৯। জয়নাল আবেদীন, পূর্বোক্ত নোট-২,পৃষ্টা-২৩।

২০। সরদার সিরাজুল ইসলাম, ''পার্বত্য-অপার্বত্য'', দৈনিক জনকণ্ঠ, ডিসেম্বর ১৮,১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৩.০ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপট।

৩.১। বিভিন্ন যুগে পার্বত্য চট্টগ্রাম।

৩.১.১। **ব্রিটিশ পূর্ব যুগ।** প্রাকঐতিহাসিক সময় থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বিদ্যমান ছিল। এমনকি জানা ইতিহাস মতে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগ পর্যন্ত, পার্বত্য চট্টগ্রাম নামক কোন অঞ্চলের অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ও শাষণ রক্ষার জন্য ১৮৬০ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলকে জেলা হিসাবে ঘোষনা করে এর নাম দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম (অর্থ্যৎ পার্বত্য অঞ্চলসহ) বাংলার হরিকল জনপথের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কখনো কখনো চট্টগ্রাম সাময়িকভাবে আরাকান কিংবা টিপরাদের দখলে চলে গেলেও পুনরায় তা বাংলাদেশের শাষকদের অধীনে চলে আসে। ঐ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন উপজাতির বসতির অস্তিত্বও পাওয়া যায়নি। ব্রিটিশ পূর্ব বাংলাদেশে মুসলিম শাসন ৫৫৩ (১২০৪-১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ) বছর স্থায়ী হয়েছিল। চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আসে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার (১৫২৬ সাল) আনুমানিক দেড়শ বছর পরে। তৎকালে শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রায় সমগ্র বিশ্বে রাজতন্ত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন রাজাদের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদার শ্রেনীর উদ্ভব ঘটে। তারা সুলতান, বাদশা, সম্রাট এবং নবাব-সুবেদারদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে তাদেব জমিদারী শাসন করতেন। কোন কোন অঞ্চলে জমিদাররা রাজা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেও তাদের জমিদারীভূক্ত অঞ্চল কখনো রাজ্যে বা রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি বা পরিচিত পায়নি। মুসলিম শাসন আমলে চাকমা জমিদার তথা রাজারা মুসলিম শাসকদের প্রতি পুর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে পার্বত্য অঞ্চলের অংশ বিশেষ শাসন করত। এসব সমান্ত রাজাদের ওপর বাংলার মুসলিম শাসকের এতো বেশী প্রভাব ছিল যে, তারা তাদের চাকমা নাম পরিত্যাগ

Dhaka University Institutional Repository

করে মুসলিম নাম ধারণ করেছিলেন। সুগত চাকমা তার নাম চাকমা পরিচিতি শীর্ষক গ্রন্থে চন্দন খান, জলীল খান, শেরমুক্ত খান, জান বক্স খান, শুকলাল খান প্রমুখ মুসলিম নাম ধারনকারী চাকমা রাজাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ১৯৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতিতেও চাকমা রাজারা নিজেদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষনা করেননি।[১]

ইংরেজদের পুতুল মির জাফর আলী খানের পরিবর্তে তার জামাতা মীর কাশেম আলী খানের ১৭৬০ সালে বাংলার মসনদে আরহনের শর্ত মোতাবেক চট্রগ্রাম জেলা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পণ করেন। সে সুবাদে আজকের পার্বত্য চট্রগ্রাম চট্রগ্রামের তথা বাংলার অংশ হিসেবে ইংরেজদের শাসনাধীন হয়। চাকমা রাজারা ইংরেজদের আনুগত্য মেনে নেয়। ইংরেজরা প্রশাসনিক সুবিদার জন্য ১৮৬০ সালে চট্রগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্রগ্রাম নামে নতুন একটি জেলা গঠন করেন। তবে চাকমারা পার্বত্য অঞ্চলকে চট্রগ্রামের মুল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন করার নীতির বিরোধিতা করে। ১৮৫৭ সালে জান বক্স খান এ পরিবর্তন মেনে নেয়।[২] সমগ্র ইংরেজ শাষনামলে চাকমা রাজারা নীতিগতভাবে ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

৩.১.২ **<u>ব্রিটিশ শাষনামল</u>**। ব্রিটিশ শাসনামলের সর্বাধিক বিতর্কিত ও সম্রাজ্যবাদী কৌশলের নীল নকশা হলো "পার্বত্য চট্রগ্রাম বিধি-১৯০০" (The Chittagong Hill Tracts Regulation-1900) যার সংশ্লিষ্টাংশ পরিশিষ্ট-১ এ দেয়া হ'ল। এই বিধির বলে পার্বত্য অঞ্চলের প্রকৃত ক্ষমতা সুপারিন্টেনডেন্ট বা জেলা প্রশাসকের হাতে চলে যায়। উপজাতীয় প্রধানরা কেবল খাজনা আদায় এবং ছোটখাট শালিসী দায়িত্ব পায়। এ প্রসঙ্গে এস. মাহমুদ আলী বলেন যে, "With this Act the British arrogated arbitary power over CHT, its people and land"[৩] অর্থাৎ এই আইনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্রগ্রাম, এর জনগণ ও ভুমির উপর ব্রিটিশদের সেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিধি বলে জেলা প্রশাসককে (যিনি একজন বহিরাগত

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজ) উপনিবেশিক শক্তির স্বার্থের অনুকূলে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে অবাধে কাজ করার আইনসম্মত অধিকার দেয়া হয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতিদের যাতায়াতের সুযোগ সীমিত করা হয়। তাদের সেখানে প্রবেশাধিকার জেলা প্রশাসকের বিবেচনা ও ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এই বিধি পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের অভিভাসন কিংবা ভুমি ক্রয়ের অধিকার রহিত করেনি "The regulation did not specifically bar Bengali immigration or land rights, but gave the British the authirioty to impose restrictions when it considered it"[৪]। তবে তা সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে জায়গা-জমি ক্রয় ও বসবাস করার অবাধ অধিকার সংকুচিত করে। তাছাড়া সার্বিক বিচারে এই শাসন বিধি সাধারণ উপজাতীয়দেরও মর্যাদাহীন ও অধিকারহারা করেছিল। তারা ভুমির মালিক না হয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজদের স্বার্থেই কিছু উপজাতি লোককে কারবারী, হেডম্যান, দেওয়ান, রাজা ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়েছিল যাদের কোন নির্বাহী ক্ষমতা ছিল না। এমনি তথা কথিত রাজাও ছিলেন প্রতীকী, নির্বাহী ক্ষমতাবিহীন ব্রিটিশদের আজ্ঞাবহ। এই বিধি বলে জেলা প্রশাসক রাজাকেও মনোনয়ন দিতেন। ভূমি বন্দোবস্তী এবং ইজারা ছাড়াও কৃষিকাজ, পশুপালন ও চরন কিছুই করমুক্ত ছিল না। মুলতঃ ইহা ছিল উপজাতীয় জনগনকে নির্বিঘ্নে শাসন এবং অবাধে কর আদায়ের মাধ্যমে শোষন করার সাম্রজ্যবাদী কৌশল মাত্র। তাছাড়া সমতল অঞ্চলে পরিচালিত তৎকালীন ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলনের ঢেউ যাতে পার্বত্য অঞ্চলসমূহে পৌছতে না পারে এবং সীমান্ত অঞ্চল যেন সর্বদাই শান্ত এবং নিরাপদে থাকে সেই উদ্দেশ্যে পার্বত্যঞ্চলসমূহকে সমভূমির জনগনের (যারা ছিল কট্টর ব্রিটিশ বিরোধী) নাগালের বাইরে রাখার উদ্দেশ্যেও এই বিধি চালু করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, লর্ড কর্ণওয়ালিশের পর লর্ড হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসন বিলোপ করে বাংলার শাসন সরাসরি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে নেবার পরেও পরবর্তী ১২০ বছর অর্থ্যাৎ ১৮৮২ সালে লুসাই পাহাড় (বর্তমানে মিজোরাম) দখল না করা পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল ব্রিটিশ সাম্রজ্যের পূর্ব-সীমান্ত। ঐ সীমান্ত (অর্থ্যৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম) রক্ষার সমস্যা মিজোরাম দখলের ফলে শেষ হওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষিতে বাঙ্গালী পুলিশ ও অন্যান্য পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রেরণের প্রয়োজনও শেষ হয়ে যায়। তাই এ অঞ্চলের কর আদায়ের জন্য বাঙ্গালীদের উপর নির্ভর না করে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[৫] এই বিধি প্রর্বতনের আগে ১৮৮১ সনে কর আদায় ব্যাবস্থাকে আরো জোরদার ও সুসংগত করার জন্য পার্বত্য চট্রগ্রামকে তিনটি অঞ্চলে (সার্কেল) ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি অঞ্চলে উপজাতীয়দের মধ্য হতে একজন করে রাজা মনোনীত করা হয়। এগুলো হ'ল মংরাজার অধীনে ৬৫৩ বর্গমাইল নিয়ে মানিকছড়ি কেন্দ্রীক মং সার্কেল, বোমাং রাজার দায়িত্বে ১৪৪৪ বর্গমাইলের সমন্বয়ে বান্দরবান কেন্দ্রীক বোমাং সার্কেল এবং ১৬৫৮ বর্গ মাইল এলাকায় রাঙ্গামাটি কেন্দ্রীক চাকমা সার্কেল।[৬] বিধি ৩৪ খ ধারা অনুযায়ী সমতলবাসীরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বনায়ন, ৩৪গ ধারা অনুযায়ী শিল্পায়ন, ৩৪ঘ ধারানুযায়ী আবাসিক এবং ৩৪ঙ ধারানুযায়ী ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ভূমির মালিক হতে পারত। তবে বিধির ৫২ ধারানুযায়ী কোন অউজাতীয় জেলা প্রশাসকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পার্বত্য চট্রগ্রামে প্রবেশ কিংবা বসবাস করতে পারতো না। এছাড়া ৫১ ধারানুযায়ী জেলা প্রশাসক যে কোন অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে বহিষ্কার করার অধিকারী ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তার সাম্রজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯০০ সনের এই বিধিকে ১৯২০,১৯২৫,১৯৩৩ ও ১৯৩৫ সনে বিভিন্ন ধারা, বিধি, আইন ও নোটিশের মাধ্যমে প্রয়োজনানুযায়ী সংশোধন করে। ১৯২০ সনের সংশোধনীতে পার্বত্য চট্রগ্রামকে ''পশ্চাদপদ অঞ্চল'' বলে ঘোষনা করা হলেও ইহার উন্নয়নে সমগ্র ব্রিটিশ শাসনামলে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এই ধরনের বিধির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার মূলতঃ অউপজাতি ও উপজাতিদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে, যাতে পাহাড়ী ও সমতলের জনগনের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে না পারে। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর পরই সর্বভারতীয় অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনের কথা বাদ দিলেও ১৯৩২ সনে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন ব্রিটিশদের হৃদযন্ত্রে কম্পন তোলে। অস্ত্রাগার লুন্ঠনকারীরা যদি সন্ত্রাসের পথে নামে তবে পার্বত্য চট্রগ্রম তাদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ফলে রাজনৈতিক চেতনা-বিবর্জিত

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতিদের মধ্যে হয়ত ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের বীজ বপিত হতে পারে। তাই সমতলবাসীদের আগমন নিয়ন্ত্রিত করাকে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার সহজ পন্থা বলে বিবেচনা করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলার বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামীদের প্রভাব হতে দুরে রাখার জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯০০ সনের শাসনবিধি সংশোধন করে সমতলবাসীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করার সুযোগ সংকোচিত ও নিয়ন্ত্রন করে তা জেলা কমিশনারের ইচ্ছাধীন করে। এতে বলা হয়, "No person other than a Chakma, Mogh or a member of any hill tribe indigenous to Chittagong Hill Tracts, the Lushai Hills, the Arakan Hill Tracts or the state of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion" ভবানুবাদঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের, লুসাই পহাড়ের, আরাকান পার্বত্য অঞ্চলের অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমা, মগ কিংবা অন্য কোন অধিবাসী ব্যাতীত যে কোন ব্যক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে বা সেখানে বসবাস করতে পারবে না, যদি তার জেলা প্রসাশকের কাছ হতে প্রাপ্ত অনুমতি পত্র না থাকে। ব্রিটিশ বিরোধী গণআন্দোলনের সূতিকাগার বাংলার পূর্বাংশের পাহাড়ী অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের উপজাতিদের আগমনকে উৎসাহিত করে এবং এদেশীয় অ-উপজাতিদের প্রবেশাধিকার সংকুচিত করে ব্রিটিশ সরকার পাহাড়ী অঞ্চলে ব্রিটিশ গণআন্দোলন অনুপ্রবেশ রোধের জন্যেই এ ধরনের বৈষম্যমূলক বিধির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন বা বহিভূত এলাকা হিসাবে ঘোষনা করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভূ-খন্ড বাংলাদেশ অঞ্চলের জনগনের জন্যে অবাধ উন্মুক্ত না রেখে বহিয়াগত বিদেশী আরকানী, লুসাই, টিপরা উপজাতিদের স্বাগত জানানো নৈতিকভাবে আইনসংঘত হতে পারে না। অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলেই প্রথমদিকে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতিদের আগমনকে উৎসাহ যোগাত। তাই ১৮৯০ সনের মধ্যে পার্বত্য অঞ্চলের যে ৩,০০০ হেক্টর জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা হয়, তার অর্ধেকের মালিক ছিল বাঙ্গালী।[৭] তখন বাঙ্গালীদের আগমনের বিরুদ্ধে পার্বত্য উপজাতিরা কোন অসন্তোষ প্রকাশ কিংবা আন্দোলন

Dhaka University Institutional Repository

করেছে এমন কোন রেকর্ড [redacted] নেই। এ প্রসঙ্গে আরো একটি সত্য হ'ল যে, ১৯০০ সনের শাষন বিধি শুধু বাঙ্গালীদের জন্যেই বৈষম্যমূলক নয়, এতে পার্বত্য চট্রগ্রামে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর উপজাতিদের জাতিগত স্বত্ত্বা ও অধিকারকেও অস্বীকার করা হয়েছে। সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রামকে মাত্র তিন জন সার্কেল প্রধান বা রাজার মধ্যে ভাগ করে চাকমা, মং ও বোমাংদের অন্য ১০টি উপজাতির উপর কর্তৃত্ব করার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এ ব্যবস্থার কারনে ব্রিটিশ সরকার পার্বত্য অঞ্চলে নির্বিঘ্নে শাসনকার্য পরিচালনায় সক্ষম হয়।

ব্রিটিশদের দীর্ঘ ১৮৭ (১৭৬০-১৯৪৭) বছরে ইতিহাসে পার্বত্যবাসীদের বিচ্ছিন্ন কিংবা বহির্ভূত এলাকার আবরনে তাদেরকে বিশ্ব হতে দুরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে তারা আধুনিক জীবনে আসতে পারেনি। বিট্রিশ শাসনের সর্বশেষ বর্ষে অর্থ্যাৎ ১৯৪৭ সালে পার্বত্য অঞ্চলে কোন মহাবিদ্যালয় ছিল না। সারা পার্বত্য চট্রগ্রামের মধ্যে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটিতে একটি স্কুল ছিলা। সর্বমোট ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। কোথাও কোন জুনিয়র হাই স্কুল ছিল না। কোন ভকেশনাল বা কারিগরী বিদ্যালয় ছিল না। শিক্ষিতের হার ছিল মাত্র ২% থেকে ৩%। সমুদয় পার্বত্য অঞ্চলে কোন বৃহদায়তন, ভারী কিংবা মাঝারী, এমনকি সরকারী উদ্যোগে কুটির শিল্প কারখানাও ছিল না। কোন হাসপাতাল, কিংবা চিত্তবিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়নি। কোথাও কোন পাকা সড়ক ছিল না। টেলিফোন, বিদ্যুৎ তখনো পার্বত্য চট্রগ্রামে পৌছানো হয়নি। অর্থাৎ ব্রিটিশরা উপজাতীয়দের সেই প্রাচীন যুগেই রেখে দিয়েছিল।

৩.১.৩। **পাকিস্তান আমল**। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে উপমাহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটো পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে পার্বত্য চট্রগ্রাম সাবেক পাকিস্তানের পূর্বাংশে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত হবার কথা। কিন্তু তৎকালে মুসলিম প্রধান অঞ্চল না হবার যুক্তি দেখিয়ে কংগ্রেসীরা চেয়েছিল পার্বত্য চট্রগ্রাম ভারতভূক্ত হোক। পার্বত্য

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের চাকমা উপজাতিভুক্ত কংগ্রেস কর্মীরা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতভুক্ত করার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু এ ধরনের প্রস্তাবের পেছনে উপজাতি জনগনের কোন সায় ছিল না। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সৃষ্ট তিনটি উপজাতি সার্কেলের রাজারা পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বৃহত্তর আসামের অংশ বিশেষ (অর্থাৎ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা) এবং কোচবিহারের সমন্বয়ে একটি ফেডারেশন সংগঠনের প্রস্তাব দিয়েছিল। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ই এ প্রস্তাব প্রত্যাখান করে।[৮] এখানে লক্ষনীয় যে, উপজাতি কোন নেতা কিংবা সার্কেলের রাজাগণ অথবা অন্যকোন গোষ্ঠী তখন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার দাবী করেনি।তাই চাকমা উপজাতিভুক্ত কংগ্রেস কর্মীরা ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা এবং মায়মারা বান্দরবানে বার্মার পতাকা উত্তোলন করার[৯] পর কোন উপজাতির পক্ষ হতে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানী পুলিশ ভারত ও বার্মার পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানের পতাকা উড়িয়ে দেবার পরে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদও হয়নি। ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্ত হবার পেছনে ভূমি বিনিময় সংক্রান্ত কারনও ছিল। ভারতের বর্তমান পাঞ্জাব অঞ্চলের ফিরোজপুর জেলার সদর ও জিরা মাহকুমা দুটো ভারতকে প্রদানের বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের অন্তভুক্ত করা হয়।[১০] তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের পাকিস্তান ভূক্তির অন্যতম কারন ছিল কলিকাতা বন্দরের ওপর পাকিস্তানের দাবী। কেননা এই বন্দর ও নগর গড়ে তুলতে পূর্ব-বাংলার জনগনের সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছিল। উপমাহাদেশ বিভক্তির সময় নেহেরু-গান্ধীদের চাপের মুখে ব্রিটিশ বাংলাও ভাগ হয়ে যায়। তৎকালীন বাংলার রাজধানী কলিকাতার জনসংখ্যা হিন্দু-মুসলিম প্রায় সমান সমান হওয়া সত্বেও পুরো কলিকাতা ভারতকে দেওয়া হয়। বঞ্চিত মুসলমানদের সান্তনা পুরস্কার হিসেবে চট্টগ্রাম বন্দরের পশ্চাদভূমি বিবেচনা করে অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হওয়া সত্বেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানভূক্ত করা হয়।[১১] পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানভুক্ত হবার ফলে স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিধি ও নীতি ধীরে ধীরে অপসৃত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

Dhaka University Institutional Repository

উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে সীমিত পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামকে তেমন সুবিধা প্রদান করা হয়নি।[১২] বরং এ অঞ্চলকে পাকিস্তানের বিশেষতঃ পুর্ব-পাকিস্তানের শাসন কাঠামোতে আনা ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার এক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ প্রবর্তিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ফ্রন্টিয়ার পুলিশ রেগুলেশন আইন ১৮৮১ বাতিল করে উপজাতিদের সমন্বয়ে সৃষ্টি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনীর বিলুপ্তি ঘটান হয়।[১৩] ১৯৫৫ সনে প্রাদেশিক সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খর্ব করে[১৪] এবং এর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে ১৯৬৪ সনে [১৫] আইয়ুব খানের বুনিয়াদী গণতন্ত্রসম্বিলিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের মাধ্যমে। মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমতলের রাজনৈতিক স্রোত ধারায় মিশে যাওয়ায় সমতলের শাসন বর্হিভূত অঞ্চল (Excluded Area) এর মর্যাদারও স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামে চোখে পড়ার মতো কমপক্ষে দুটো উন্নয়মূলক প্রকল্প যথা কাপ্তাই পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চন্দ্রঘোনাস্ত কাগজ কল বাস্তবায়িত হয়। । পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিমার্ণের জন্য কাপ্তায় বাঁধ নিমার্ণের ফলে কর্ণফুলির উজানের প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ বর্গ মাইল নিচু ভূমি স্হায়ীভাবে পানি মগ্ন হয়ে যায়।[১৬] এতে কিছু অউপজাতিসহ প্রায় ১৮ হাজার পরিবারের লক্ষ্যাধিক উপজাতি (বিশেষত চাকমা) ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাকিস্তান সরকার ৫ কোটি টাকা ব্যয় করে ৫ হাজার ৫ শতটি পরিবারকে ১১ হাজার একর জমিতে পূর্ণবাসন করে। ৬২৯৩টি পরিবারকে মৎস্য শিকারের সরঞ্জমাদী ক্রয়ের জন্যে ৪৩ লাখ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ১১ লাখ টাকা ব্যায়ে ভ্যালী সেচ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।[১৭] তখন সরকার প্রদত্ত এই সুযোগ সুবিধা বহু চাকমাই গ্রহন করেনি। তারা তাদের সনাতন জীবন ছেড়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাধাধরা জীবনে প্রবেশ করতে চায়নি বলে ষাটের দশকের মাঝামাঝি প্রায় ৪০ হাজার উপজাতি ভারতে এবং ২০ হাজার আরাকানে চলে যায়। ভারত তাদেরকে গ্রহণ করে মিজোরাম, আসাম ও অরুনাচল প্রদেশে স্হায়ীভাবে পূর্ণবাসিত করে। বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

তারা ভারতের নাগরিক।[১৮] পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত বাঙ্গালীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামে উপজাতিদের তেমন কোন ভূমিকাই ছিলনা। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চাকমা রাজা ত্রিবিদ রায় এবং বোমাং রাজার ভাই পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নেয়। স্বাভাবিকভাবেই তদের অনুগত অধিকাংশ চাকামা এবং অন্যান্য উপজাতি ভুক্ত উল্লেখাযোগ্য সদস্য মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তির সাথে যোগ দেয়। দেশ স্বাধীন হবার পর চাকামা রাজা ত্রিবিদ রায় পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু তার অনুসারী চাকমাসহ অন্যানারা পার্বত্য চট্রগ্রামেই থেকে যায়।

৩.১.৪। **বাংলাদেশের পেক্ষাপট**। স্বাধীনতার পর সশস্ত্র বিপ্লবী দল পার্বত্য চট্রগ্রামে আশ্রয় নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। এই সমস্ত সন্ত্রাসীদের দমনের জন্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানে প্রথমে পুলিশ এবং পরবর্তীতে সেনা নিয়োগ করা হয়। এই সময় কিছু পাহাড়ী নেতৃবৃন্ধ তথাকথিত আঞ্চলিক সায়ত্বশাসনের অবাস্তব দাবি তুলে সদ্য স্বাধীন দেশের আঞ্চলিক অখন্ডতার বিরুদ্ধে সরাসরি চেলেঞ্জ ছুড়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ আমলে প্রর্বতিত উপজাতিদের অবৈধভাবে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা যখন একটির পর একটির বিলুপ্তি ঘটায় তখন তার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রতিবাদও করেনি। কিন্তু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশের প্রত্যাবর্তনের যথাক্রমে ১৯ (২৯ জানুয়ারী) ও ৩৬ (১৫ ফেব্রুয়ারী) দিনের মাথায় জনাব চারু বিকাশ চাকমা ও জনাব মংপ্রু সাইনের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্রগ্রামের দুটি উপজাতি প্রতিনিধি দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের সাথে দেখা করে বিভিন্ন দাবী জানায়, সেগুলো প্রায় স্বায়ত্বশাসনের দাবীর মতই ছিল। পরবর্তীতে জনাব মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমারা তথাকথিত আঞ্চলিক সায়ত্বশাসনের দাবি সম্বলিত যে স্মারকলিপি শেখ মুজিবের কাছে হস্তান্তরের চেষ্টা করে তা দেখে শেখ মুজিব সঙ্গত কারণে বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হন। পর্যায়ক্রমে কিছু উপজাতি নেতৃবৃন্ধ জনাব লারমার নেতৃত্বে নিজেদের একটি পৃথক জাতি সত্বা (জুম্মু জাতি) দাবী করে এই অঞ্চলের স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে অস্ত্র তুলে নেয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে একটি পুলিশ টহল দলের উপর এ্যাম্বুশ করার মাধ্যমে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। এই উপজাতি বিদ্রোহীরা আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগীতাও লাভ করে। এভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি সদ্য স্বাধীন দেশ একটি দীর্ঘ স্থায়ী বিচ্ছিন্নতাবাদী দমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।[১৯]

তথ্য সূত্রঃ

১। জয়নাল আবেদীন, ‘‘পার্বত্য চট্রগ্রামঃ স্বরুপ সন্ধান’’, আমেনা বেগম, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্টা-২৭ ও ২৮।

২। S. Mahmud Ali, The Fearful State, P-169.

৩। S. Mahmud Ali, Ibid, P-174.

৪। S. Mahmud Ali, Ibid, P-174.

৫। জয়নাল আবেদীন, পুর্বোক্ত নোট-১, পৃষ্টা-৩০।

৬। S. Mahmud Ali, Ibid, P-199.

৭। S. Mahmud Ali, Ibid, P-171.

৮। S. Mahmud Ali, Ibid, P-176.

৯। "Life is not our's: Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", The Report of the CHT Commission, May 1991, P-122.

১০। S. Mahmud Ali, Ibid, P-176.

১১। S. Mahmud Ali, Ibid, P-13.

১২। "LIfe is not our's, Ibid, P-13.

১৩। "LIfe is not our's, Ibid, P-13.

১৪। S. Mahmud Ali, Ibid, P-177.

১৫। "LIfe is not our's, Ibid, P-13.

Dhaka University Institutional Repository

১৬। S. Mahmud Ali, Ibid, P. 100.

১৭। দৈনিক জনতা, ঢাকা, এপ্রিল ৬, ১৯৯১।

১৮। জয়নাল আবেদীন, পুর্বোক্ত নোট-১, পৃষ্টা-৩৮।

১৯। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম, পিএসসি, ''পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন'', সেনাবার্তা, মার্চ ২০০০।

২০। জয়নাল আবেদীন, পুর্বোক্ত নোট-১, পৃষ্টা-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৪.০ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব

৪.১। **সাধারণ**। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব রয়েছে। এই অঞ্চলটি চট্টগ্রাম জেলা ও সমুদ্র বন্দর এবং শুভপুরের যে সরু স্থান (Shubhapur Neck) যা কক্সবাজার-চট্টগ্রাম এলাকাকে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযুক্ত করেছে তার নিরাপত্তায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাছাড়া পার্বত্য এলাকা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত অঞ্চল যেখানে প্রায় দেড় কোটি লোকের বসবাস তার রণকৌশলগত পরিধি (Strategic Depth) প্রদান করে। পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিয়ে সম্পন্ন এলাকাটি একটি সরু, লম্বা ও সহজ ভেদ্য অঞ্চলে রুপান্তরিত হয়ে যায়।[১] ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শেষভাগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত) এস উবানের নেতৃত্বে ভারতের স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স মিজোরাম থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করে রাঙ্গামাটি দখল করে কাপ্তাই বাঁধ দখলের হুমকি প্রদান, চট্টগ্রাম-আরাকান সড়কের অনেকগুলি ব্রীজ উড়িয়ে দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ধ্বংস এবং দখলের জন্যে প্রয়োজনীয় গেরিলা আক্রমনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। একইভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ ও মিত্র বাহিনী অনেকগুলি বড় ধরণের অভিযান পরিচালনা করেছিল। যার অংশ হিসাবে কুমিল্লায় ফিল্ড মার্শাল স্লিম (FM Slim) এর কমান্ড পোষ্টসহ এয়ার ফিল্ড, হাটহাজারী এয়ার ফিল্ডসহ এই অঞ্চলে বহু সামরিক স্থাপনা এখনো বিদ্যমান।[২] প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ এশিয়ান মহাসড়ক ও ফাইবার অপটিক কেবল নেটওয়ার্কও এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার সম্ভবনা রয়েছে। উভয় প্রকল্পই বাংলাদেশের আগামী দিনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডসহ সকল ধরনের সামরিক কর্মকান্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের জন্যেও প্রকল্প দুইটি কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে। Indian Locked বাংলাদেশর একমাত্র বিকল্প প্রতিবেশী রাষ্ট্র মায়ানমারও এই অঞ্চলের পার্শ্বে

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত। তাই পার্বত্য অঞ্চলের সম্মুখে চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থান, বঙ্গোপসাগর ও পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা সমুদ্র সৈকতসহ কক্সবাজার-টেকনাফ অঞ্চল, গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উপস্থিতি, লোক সংখ্যার পরিমান প্রভৃতি কারনে পার্বত্য চট্রগ্রাম এই অঞ্চলের তথা সমগ্র বাংলাদেশের জন্য ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উপরোক্ত কারণেই বাংলাদেশের অংশ হিসাবে পার্বত্য চট্রগ্রামকে রক্ষা করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। পরিশিষ্ট-৩ হিসাবে প্রদত্ত মানচিত্র-৩ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

৪.২। **<u>আঞ্চলিক ও আন্তজাতিক কারণসমূহ</u>**। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ যেমনঃ চীন, মায়ানমার ও ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রমের জন্যে পার্বত্য চট্রগ্রামের রণ কৌশলগত মূল্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোই তাদের নিজস্ব সীমান্তের সামরিক পরিকল্পনা ও উপস্থিতি পুণরায় নতুন করে সাজিয়েছে। তারা বড় বড় প্রতিরক্ষামূলক অব কাঠামো নির্মাণ শুরু করেছে। তারা সকলেই ব্যাপকভাবে কার্যকরী উলম্ব ও পার্শ্বীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাও তৈরী করেছে। তারা সীমান্তবর্তী এলাকায় তাদের নিরাপত্তা পোষ্ট ও অবস্থানকে বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা নিয়েছে। পরিশিষ্ট-৪ এ মানচিত্র-৪ এ পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তজাতিক কারণগুলির ধারনা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তী স্তবকগুলিতে এই আঞ্চলের বিভিন্ন দেশের/সংস্থার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা হ'ল।

৪.৩। **<u>পার্বত্য চট্রগ্রাম ও ভারত</u>**।

৪.৩.১। **<u>ভূ-কৌশলগত স্বার্থ</u>**। উপমাহাদেশের বৃহৎ শক্তি যারা আগামী দিনে বিশ্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার জন্যে চেষ্ট করছে সেই ভারতের কাছে পার্বত্য চট্রগ্রামের সামরিক ও কৌশলগত গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতীয় কর্মকর্তা এবং কাউন্টার ইন্সারজেন্সী

Dhaka University Institutional Repository

বিশারদগন পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থানের পরিবেশকে ভারতের স্বার্থ, এমনকি তাদের আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষায় হুমকি বলে মনে করেন। মওসুমী বনভূমির অন্তর্ভূক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম মাঝারী ধরণের গেরিলাযুদ্ধ চালানোর এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অভয়াশ্রমের জন্য আদর্শ স্থানীয় বিধায় পাকিস্তান আমলে ভারতের নাগা ও মিজো বিদ্রোহের গোপন ঘাঁটি এখানে গড়ে উঠে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রামু, বলিপাড়া, আলী কদম, দীঘিনালা, মাওদোক, থানচিতে মিজো গেরিলাদের ঘাটি ছিল।[৩] সুতারাং ভারত সরকার পাকিস্তান আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে সব সময়ই ছিল উদ্বিগ্ন। ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জে এর দীক্ষিত ১৯৯৬ সালে একটি বাংলাদেশী দৈনিক সংবাদপত্রর প্রদত্ত স্বাক্ষাতকারে বলেছিলেন যে, সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে ব্যবহার করে পাকিস্তান ভারত বিরোধী যে তৎপরতা চালাচ্ছিল তাতে তারা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি আরো বলেন যে, একটি স্বাধীন বাংলাদেশ হয়তো এসব সমস্যার সমাধান দেবে। এ ধরণের একটি ধারণা আমাদের সব মহলেই গড়ে উঠেছিল।[৪] প্রকৃতপক্ষে ৭১-পূর্ব পরিস্থিতিতে মিজো ও নাগা বিদ্রোহীদের বাগে আনতে ভারত সরকার পাকিস্তানের পূর্বাংশে এমন পরিবর্তনের প্রতীক্ষায় ছিল। ১৯৭১ সনে মিত্রবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি নাগা-মিজো বিদ্রাহীদের ঘাঁটি অনুসন্ধান এবং সেগুলো ধ্বংশ করার কাজেও তৎপর ছিল। তখন ''অপারেশন ঈগল'' নাম দিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়ে নাগা-মিজোদের ঘাঁটি ধ্বংস করে। স্বাধীনতার পরে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও সমরকুশলীদের এ আঞ্চল সম্পর্কে চিন্তা হয় যে, ভবিষ্যতে যদি ভারতের প্রতি বৈরী মনোভাপন্ন কোন সরকার বাংলাদেশে অধিষ্ঠিত হয় তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম পুনরায় উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্টিসমূহের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হতে পারে। এই আশংকা মুক্ত হওয়ার জন্যে ১৯৭২ সনের ১৯শে মার্চ প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী এবং মরহুম শেখ মুজিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তির নবম অনুচ্ছেদ বলা হয় যে, "Each of the high contracting parties shall refrain from any aggression aganist the other party and shall not allow the use of its territoty for

committing any act that may cause military damage for or consititute a threat to the security of the other high contracting party" অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরকারী কোন দেশই তার ভূমি এমন কোন কাজে ব্যবহৃত হতে দেবে না, যাতে অন্য দেশ সামরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, কিংবা তার নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি হতে পারে। এই নিশ্চয়তার সহজ মানে হলো ভারতের কোন অঞ্চলের কোন বিদ্রোহ গোষ্ঠি বা তৃতীয় কোন দেশকে বাংলাদেশের মাটিতে ঘাঁটি, আশ্রয় কিংবা অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেবার কাজে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হবে না। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭৩/৭৪ সালের দিকে ভারতই চাকমা উপজাতি বিদ্রোহীদের আশ্রয় প্রশয় প্রদান করে। পক্ষান্তরে ভারত মনে করে যে, বাংলাদেশে ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে ফ্রন্ট লাইন পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়েছে। "Several insurgents groups of North-East India, such as United Liberation Front of Assam (ULFA), the Liberation Peoples Army (P.L.A), United Liberation Front of Manipur (UNLF) and the National Socialist Council of Nagaland (NSCN) are known to enjoy sanctuary and traning facilities in Bangladesh"[৫] (উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেকগুলো সন্ত্রাসী দল যেমন আসাম সম্মিলিত মুক্তিফ্রন্ট, গণমুক্তিফৌজ, মনিপুর মুক্তিফ্রন্ট, নাগাল্যান্ড জাতীয় সমাজতন্ত্রীক পরিষদ বাংলাদেশে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ পাচ্ছে বলে জানা যায়)। বাংলাদেশ নতুন দিল্লীর এ অভিযোগ ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করে আসছে। এদিকে ভারতের মাটি পার্বত্য এলাকার বিপদগামী দেশদ্রোহীদের নিরাপদ আশ্রয় ও অস্ত্র প্রশিক্ষণের ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলের মানচিত্রের দিকে নজরদিলে দেখা যায় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের কুক্ষিগত হলে কিংবা প্রভাবে থাকলে বাংলাদেশের ওপর ভারতের সামরিক ও মানস্তিক চাপ ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে বেড়ে যাবে। বার্মার সাথে বাংলাদেশের যে ২৮৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ স্থল সীমান্ত রয়েছে প্রকান্তরে তা ভারতীয় সীমান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সম্পূর্ণরুপে ভারতীয় ডানার ভেতর চলে যাবে। অন্যদিকে বার্মার সাথে ভারতীয় সীমান্ত আরো দক্ষিণমুখী হয়ে মিজোরাম রাজ্যে হতে কমপক্ষে আরো ২৮৮ কিঃ মিঃ দীর্ঘ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে বার্মার অর্থনীতি, রাজনীতি, আন্তর্জাতীয় ও বৈদিশিক নীতির উপর ভারত আরো কার্যকরভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। সম্ভাব্য এমন পরিস্থিতে চট্রগ্রাম বন্দর ভারতের একেবারে নাগালের মধ্যে চলে আসবে। পার্বত্য চট্রগ্রামের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত হতে বঙ্গোসাগরের দুরত্ব হবে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ। অর্থ্যাৎ পার্বত্য চট্রগ্রামহীন বাংলাদেশ বিশেষতঃ বহিঃ বিশ্বের সাথে সংযোগের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র চট্রগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা ও কর্তৃত্ব কিছুতেই আজকের অবস্থায় থাকবে না। ইহা সম্পূর্ণরুপে ভারতের প্রভাবের কাছে সমর্পিত হবে। তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রামের মতো সমুদ্র-নিকটবর্তী অঞ্চলের ওপর ভারতের কর্তৃত্ব স্থাপন হলে চীনের সাথে সম্ভাব্য যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ভারত পুর্বেই নিরাপদ করিডোর তৈরী করে রাখতে পারবে। ভারতীয় সমর কৌশলের বেসামরিক বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রোরা মালহোত্রা ১৯৯১ সনে ডিফেন্স স্ট্যাটেজি এনালিসিস ম্যাগাজিনে লিখেছেন যে, ভবিষ্যতে চীন-ভারতের মধ্যে যুদ্ধে ভৌগলিক ও কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশ হবে (যুদ্ধের জন্য) চমৎকার ক্ষেত্র। তিব্বতের চুম্বিভ্যালী হতে যদি চীন দক্ষিণে আক্রমণ করে তাহলে খুব সহজেই শিড়িগুড়ি করিডোরের পতন ঘটবে। ফলে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সমগ্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় বাংলাদেশই হবে ঐ সাতটি রাজ্যের সাথে যোগাযোগ রক্ষার একমাত্র ভরসা। অর্থ্যাৎ তখন ভারতীয় সৈন্য ও সামরিক যানবাহন ও সরঞ্জাম সরবরাহের একমাত্র রুট হবে বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিন-পুর্বাঞ্চল চীন থেকে মোটামুটি বেশ দুরে এবং কিছুটা হলেও পর্বতময় হওয়ায় ইহা হবে ভারতের সম্ভাব্য সরবরাহ লাইনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক নিরাপদ ও সহজতম। বাংলাদেশ পূর্ব সীমান্ত, অর্থাৎ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি স্বাধীনতা যুদ্ধ কবলিত, যা সরু Shilliguri Corridor ব্যাতীত মুল ভারত হতে বিচ্ছিন্ন। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত পশ্চিম বঙ্গের কলিকাতা বন্দর হলো উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র সরবরাহ লাইন যা খুবই ব্যায় সাপেক্ষ এবং বর্তমানে কলিকাতা বন্দর মরে যাচ্ছে। ফলে ভবিষ্যতে চট্রগ্রাম বন্দর ভারতের আর্থিক ও সামরিক স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।এ অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব-করার জন্যে ভারত তার নকশালবাড়ীর বাঘডুগরায় উত্তর-

পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় বিমান Dhaka University Institutional Repository প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি সামরিক বিমান ঘাঁটি স্থাপন করেছে। ভারতের প্রায় ০৭টি ডিভিশন নিয়মিত বাহিনী এ অঞ্চলে মোতায়েন আছে। এ অঞ্চলে ভূ-কৌশলগত স্বার্থগত কারনেই ভারত এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৪.৩.২। **আর্থ- রাজনৈতিক স্বার্থ**। ভূ-কৌশলগত স্বার্থ ছাড়াও ভারতের কাছে পার্বত্য চট্রগ্রামের অর্থ-রাজনৈতিক গুরুত্বও অপরিসীম। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মধ্যে একটি স্বাধীনচেতা প্রতিবেশী যার প্রায় শতভাগ একই নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির লোক এবং একই ভাষায় কথা বলে তাকে নিজস্ব শক্তি বলায় না রাখতে পারলে ভবিষ্যতে ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থেরও ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রায় ১৩ কোটি লোকের এই বৃহৎ বাজার দেশটির উপর আর্থ-রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রাখার জন্যে পার্বত্য চট্রগ্রাম ভারতের কাছে একটা বড় নিয়ামক। পার্বত্য চট্রগ্রামে ভারতীয় স্বার্থের আরো কিছু দিক আছে বলে বিশেষজ্ঞ মহল মনে করেন। নিজস্ব বলয়ের মধ্যে থাকলে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ও আন্তজার্তিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে কখনোই ভারত বিরোধী শিবিরের সাথে হাত মিলাবে না। ফলশ্রুতিতে ভারত শুধুমাত্র অঞ্চলিক শ্রেষ্টত্বই অর্জন করবে না বরং বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাছাড়া যদি পার্বত্য চট্রগ্রামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা কিংবা উহার উপর কার্যকরী প্রভাব রাখা যায় তবে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, অরুণাচল ইত্যাদি সমুদ্র সংযোগবিহীন ভূমিবেষ্টিত রাজ্যসমুহে বিরাজমান বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডসহ সমগ্র পুর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পর্বতসংকুল সুদীর্ঘ আড়াই হাজার কিঃমিঃ পথ ঘুরে কলকাতা বন্দর হতে আনা-নেয়া হয়। এতে পরিবহন খরচ অত্যাধিক বেড়ে যায় এবং প্রচুর সময়ও নষ্ট হয়। বর্তমানে পূর্বাঞ্চলে যে সামগ্রী প্রেরণ পরিবহণ ব্যয় আড়াই টাকা, চট্রগ্রাম বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেলে ঐ পরিবহন ব্যয় হবে মাত্র দশ পয়সা। ভারতের মিজোরাম হতে চট্রগ্রাম বন্দরের দুরত্ব মাত্র ৬০ কিঃমিঃ। ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বদক্ষিণ প্রান্ত হতে ফেনী উপকূলবর্তী

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গোপসাগরের দুরত্ব মাত্র দশ কিঃমিঃ। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বদক্ষিণ সীমান্ত নাইকংছড়ি হতে বঙ্গোসাগরে দুরত্ব কোন স্থান দিয়ে মাত্র ৫ কিঃ মিঃ। এই কারনে ভারতের কর্তা ব্যক্তিরা মনে করেন যে, পশ্চাদপদ পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমন এবং যুদ্ধ পরিস্থিতি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে চট্রগ্রাম বন্দর তথা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ভারতের নিয়ন্ত্রনে কিংবা কার্যকরী প্রভাব বলয়ে আনা একান্ত অপরিহার্য।[৬] তাছাড়া ভারত বাংলাদেশে থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্রয়ের জন্যেও বিভিন্নভাবে চেষ্টা তদবির করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে তথা পার্বত্য চট্রগ্রামে ভারতের সার্বিক স্বার্থ সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্যে National Today প্রত্রিকার নিম্নের প্রতিবেদনটি উল্লেখ করা যেতে পারে। "To carry only tea from its 800 to 900 tea gradens in the north-east to the present sea port for export, India has to spend an additional amount of approximately Rs. 5000 to 7000 crore annually in transportation alone. With payment of tranist fariff to Bangladesh, she can save about Rs.4000 crore in 1996. Strategically speaking, there is also the lack of control for India on the "seven sisters", which has a detrimenal effect and led to separatist movement and insurgency. They are getting Chinese support".[৭]

৪.৪। **পার্বত্য চট্রগ্রাম ও চীন**। চীন এশিয়ার একমাত্র পরাশক্তি হলেও ভৌগলিক অবস্থানের কারনে ভারত মহাসাগরের উপর তার তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই। পক্ষান্তরে আন্তজাতিক পরিমন্ডলে তার প্রতিযোগী দেশ ভারত সেখানে উল্লেখ করার মত নিয়ন্ত্রন ও উপস্থিতি বজায় রেখেছে। চীন এশিয়ার সবচাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।[৮] তার দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বিশাল সামরিক ক্ষমতা তাকে এই মনোভাব পোষনে উৎসাহিত করেছে। চীন হলো বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম পারমানবিক অস্ত্র মজুদকারী দেশ। চীনের পক্ষে প্রধানত দুটি পথ আছে ভারত মহাসাগরে পৌঁছানোর। প্রথমটি হলো ভুটানের সীমান্তবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব তিব্বতের নিকটবর্তী কুম্বে উপত্যকা (Cumbe Valley) থেকে

Dhaka University Institutional Repository

শুরু করে দার্জিলিং-শিলিগুড়ির (প্রায় ১০ কিঃমিঃ) দক্ষিণ দিক হয়ে বাংলাদেশের দিনাজপুরে প্রবেশ এবং শেষ পর্যন্ত মংলা বন্দর (৫০০/৬০০ কিঃমিঃ) অথবা চট্টগ্রাম বন্দর (৭০০/৮০০ কিঃমিঃ) এ পৌছানো। দ্বিতীয় পথটি হলো মায়ানমারের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের নিকটবর্তী ইয়ান্নান (Yannan) থেকে শুরু করে প্রথমে সোজা দক্ষিন-পশ্চিম দিকে তারপর পশ্চিম দিকে মায়ানমার ও উত্তর-পূর্ব ভারতের অসমতল পার্বত্য অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রায় ৭০০ কিঃমিঃ হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ এবং সবশেষ চট্টগ্রাম বন্দর কিংবা দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর হতে কম দুরত্বের যে কোন একটি জায়গায় প্রবেশ (মানচিত্র-৪)। সবচেয়ে কম দুরত্ব ও বন্ধুত্বপূর্ণ মঙ্গোলীয় অধিবাসীর উপস্থিতির কারনে দ্বিতীয় পথটি চীনের দিকে অধিকতর নিরাপদ ও শ্রেয়।[৯] চীন ইতিমধ্যেই ভারত মহাসাগরের উপর তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য মায়ানমারের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ইয়ান্নান প্রদেশ থেকে উত্তর মায়ানমার পর্যন্ত তিনটি রাস্তা তৈরী করেছে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামও চীনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এই এলাকাকে নিজেদের প্রভাব বলয়ের মধ্যে রাখার জন্যে স্বাধীনতার পরে পার্বত্য চট্টগ্রামে যখন শান্তি বাহিনী গঠিত হয়েছিল তখন চীন গোপনে তাদের সহায়তা করেছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন। জনসংহতি সমিতি মূলত চীন নিয়ন্ত্রিত কমিউনিষ্ট ভাবধারার অনুসারী ছিল এবং এর প্রতিষ্ঠাতা জনাব মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা এক সময় চীন পন্থী ন্যাপ ভাষানীর অনুসারী ছিলেন। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের পর স্বাভাবিক ভাবেই চীনের উদ্দেশ্য হয় উপমহাদেশে ভারতের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য রোধ করা।[১১] সে কারণে চীন ১৯৬৫ সালে এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের বিপক্ষে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল। ভারত-চীন বৈরীসুলভ সম্পর্ক, চীন ও ভারত উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা, ভারত মহাসাগরে প্রবেশের পথ এবং তার উপর কর্তৃত্ব স্থাপন, বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক, চিকেন নেক নামে পরিচিত ১৮ কিঃমিঃ সরু সিলিগুড়ি করিডোরের মাধ্যমে প্রায় ১,৫০,০০০ বর্গ কিঃমিঃ আয়তনের ভারতের সাতটি রাজ্যের উপস্থিতি, প্রভৃতি পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র এই অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো বেশী জটিল ও হুমকিস্বরুপ করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.৫। **পার্বত্য চট্টগ্রাম ও মিয়ানমার**। মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত রয়েছে প্রায় ১৭০ কিঃমিঃ। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ উপজাতিরাই মাত্র কিছু যুগ আগে মায়ানমার থেকে এসেছে। এই সকল উপজাতিদের সঙ্গে মায়ানমারের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্রের খুবই শক্তিশালী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মের বন্ধন রয়েছে।[১২] তারা অনেকে আবার বড় ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িত। রোহিঙ্গা, সান, চিন, কারান প্রভৃতি উপজাতিরা মিয়ানমারে সরকার অপসারণকারী আন্দোলনের সাথে জড়িত। মায়ানমারের অনেকগুলো বিদ্রোহ গ্রুপ যথা Rohinga Solidarity Organization (R.S.O), Arakan Solidarity Organization (A.S.O) সহ আরো কয়েকটি দলের বান্দরবান জেলার গৃহীন অরন্যে ঘাটি আছে।[১৩] নিজেদের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মায়ানমারের এই অঞ্চলের দিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। গত কয়েক বৎসরে মায়ানমার তার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক ও উন্নত করার জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। তারা তাদের প্রতিরক্ষা খাতের বাজেট দুই মিলিয়ন ইউএস ডলারে উন্নীত করেছে এবং ৪,০০,০০০ সৈনিকের বিশাল এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলেছে। চীন ও ইসরাইলের সাহায্য ও বদান্যতায় মায়ানমার নৌ বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি ও নৌ-ঘাঁটি তৈরী শুরু করেছে। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী Sittwe ও ভারতীয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে অবস্থিত বৃহৎ কোকো দ্বীপে (Coco Islands) তার ঘাঁটির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করে আরো শক্তিশালী করেছে। ১৯৭৬ সালে বার্মিজ কমিউনিষ্ট পার্টি পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের শুরু দিকের দিন গুলোতে প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। তাছাড়া রোহিঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়টি দীর্ঘ দিন ধরে এই দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ক্রমাগত উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। তবে নিজস্ব আভ্যন্তরীণ সমস্যা এবং দারিদ্রতার কারণে এই মুহূর্তে মায়ানমার বাংলাদেশের জন্য কোন হুমকি স্বরুপ নয়।[১৪] কিন্তু তারপরেও দূর্গম পাহাড়ী অরক্ষিত সীমানার কারনে উভয় দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সহজেই এক দেশ থেকে আর একদেশে যাতায়াত করতে পারে বিধায় ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনা/সংঘর্ষ হওয়ার সম্ভাবনাকে

Dhaka University Institutional Repository

উড়ায়ে দেয়া যায় না। এ [redacted] সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৮৯ সালে যখন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিজুপাড়া B O P আক্রমন করেছিল।[১৫]

৪.৬। **পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর আমেরিকার স্বার্থ**। বর্তমান এক কেন্দ্রীক বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে আর্বিভূত হয়েছে। অর্থনৈতিক ও, সামরিক শক্তিসহ সকল দিক বিবেচনায় তারা বিশ্বে অপ্রতিদন্দ্বী। দীক্ষন এশিয়ায় রাশিয়া কিংবা ভারতের চেয়ে চীনকে তারা সম্ভাব্য প্রতিদন্দ্বি মনে করে। তাই যুক্তরাষ্ট্র চীনকে মোকবেলা করার জন্যে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করছে। তারা বর্তমানে অখন্ড ভারত নীতি (United India Policy) সমর্থন করে এবং ভারতে প্রচুর বিনিয়োগও করছে।[১৬] তারা ভারতীয় স্বার্থে বাংলাদেশকে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনে চাপ প্রয়োগ এবং উহাকে স্বাগত জানিয়েছিল।[১৭] তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর আমেরিকার ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত আছে। আমেরিকার তৈল ও গ্যাস কোম্পানীগুলো পার্বত্য চট্রগ্রামে বিনিয়োগে আগ্রহী এবং এসব কোম্পানীগুলো পার্বত্য অঞ্চলে আপাতত স্থিতিশীল পরিবেশ রক্ষার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানানোর এটাও একটি অন্যতম কারণ। ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার United Meritime Ltd কোম্পানী (UMC) এ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ব্লক নং-২২ এ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনাও করেছিল।[১৮] তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের কেয়ার্ন এর্নাজি দেশের ১৫ ও ১৬ নং ব্লকে অনুসন্ধান কালে বঙ্গোপসাগরে দুটি গ্যাস কুপ আবিষ্কৃত হয়। এই সকল কোম্পানী আমেরিকায় খুবই প্রভাবশালী এবং অনেক ক্ষেত্রে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করতে পারে। যদি কোন কারণে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় তবে তারা সরকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগ করার জন্যে পার্বত্য চট্রগ্রামের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।[১৯] তারা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস রপ্তানির জন্যেও বিভিন্নভাবে প্রচার ও চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সম্প্রতিকালে আমেরিকান একটি কোম্পানী চট্রগ্রাম বন্দরে একটি প্রাইভেট কনটেইনার

Dhaka University Institutional Repository

টার্মিনাল নির্মানের ব্যাপারে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করে আসছে। সুতারাং দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং তার সংলগ্ন এলাকায় আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূ-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত আছে।

৪.৭। **পার্বত্য চট্রগ্রাম ও অন্যান্য দেশ এবং সংস্থা।** পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে শান্তি প্রিয় জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের শাক্তিশালী দেশ ও কিছু আন্তর্জাতিক সংস্থার সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম প্রদান দেশ জাপান বিভিন্ন আঙ্গিকে উপজাতিদের অর্থনৈতিক সাহায্য সহায়তা করছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, সাম্প্রতিক পৃথিবীতে প্যান মঙ্গোলিয়ান (Pan Mongolian) অথবা প্যান বৌদ্ধদের (Pan Buddhist) পুর্নজাগরনের জন্যে জাপান এই কাজ করছে। তাছাড়া তারা পরবর্তী পৃথিবীতে দক্ষিন-পূর্ব এশিয়ায় তার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারত মহাসাগরের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। ভারত মহাসাগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ভারতের কর্তৃত্ব হ্রাস এবং ভারসাম্যতা অর্জনের জন্যে অষ্ট্রেলিয়াও পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রতি দৃষ্টি রাখছে। তাই সে মানবাধিকারসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বাংলাদেশের উপর নানান ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন পার্বত্য চট্রগ্রামের ঘটনা প্রবাহের প্রতি সজাগ ও উপজাতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। বাংলাদেশ সরকার ডিসেম্বর ২২, ১৯৯৮ সালে দাতা গোষ্ঠির নিকট দুইশত (US$225) মিলিয়ন ডলার উন্নয়ন পরিকল্পনা উপস্থাপন করলে দাতা গোষ্ঠির প্রতিনিধিরা তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। তারা যুক্তি দেখায় যে, এ পরিকল্পনা জনসংহতি সমিতি ও অন্যান্য জুম্মু সংগঠনের সাথে আলোচনা ও সম্মতি না করে প্রনয়ণ করা হয়েছে।[২০] ইউরোপীয় ইউনিয়ন জনসংহতি সমিতির সাথে তাল মিলিয়ে অউপজাতিদের পার্বত্য চট্রগ্রামের বাইরে পূর্ণবাসনের জন্যে আর্থিক সাহায্য দিতে সম্মত আছে। এ সব ছাড়াও বেশ বড় একটি গুজব রয়েছে যে, ভারতের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চল, পার্বত্য চট্রগ্রাম এবং মায়ানমারের উত্তর ও উওর-পশ্চিমাঞ্চলের মঙ্গোলিয়ান জনগোষ্ঠি একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। বাস্তবে যদি তা সত্যি হয় তাহলে ভবিষ্যতে ঐ রাষ্ট্রটি বাংলাদেশের চেয়ে কয়েকগুন বড় হবে। এই

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলের উপজাতিরা ১৮২৬ সালের Yandabo চুক্তির মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশ-মায়ানমারের মধ্যে সীমান্ত ভাগাভাগি কখনই মনে প্রানে মেনে নিতে পারেনি। এটাও স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান যে, ভবিষ্যতের ঐ রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকারীরা পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে। আবার কিছু গোয়েন্দা সংস্থার মতে চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম ও মায়ানমারের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে একটি পৃথক স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা হচ্ছে। তাদের মতে সি আই এস এই বিষয়ের উপর কাজ করছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্রগ্রামের উপর আমেরিকা ও কিছু মুসলিম দেশসহ অন্যান্য অনেকগুলি দেশের কৌতহল ও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।[২১] প্রকৃতপক্ষে, এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বই এই সবকিছুর পেছনে কাজ করছে, যা সরাসরি এই অঞ্চলে শক্তিশালী সেনা উপস্থিতির পক্ষে রায় দেয়।

তথ্য সূত্রঃ

১। Dr. Muhammad Abdur Rob, The Charto Sangbad, P-26.

২। A Handout of 33 Infantry Division, Nov 2003, Comilla.

৩। S. Mahmud Ali, The Fearful State, P-182.

৪। দৈনিক জনকণ্ঠ, ঢাকা, এপ্রিল ২, ১৯৯৬।

৫। The Frontline, Madrass, India, July 2, 1993.

৬। জয়নাল আবেদীন, "পার্বত্য চট্রগ্রামঃ স্বরুপ সন্ধান, আমেনা বেগম, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃষ্টা-১৬।

৭। Nation Today, Aug-Sep-1996.

৮। Lt Col (Now Maj Gen) Aminul Karim, "Power Politics in the Indian Ocean Region After the Cold War", BIISS Journal, Vol-16, No-4, 1995,P-521.

৯। Dr. Muhammad Abdur Rob, Iibid, P-26.

Dhaka University Institutional Repository

১০। Md. Nurul Amin, "Separatist Movement in the CHT", Vol-7, No-02, Islamabad, 1988/89, P-141.

১১। Nilufar Chowdhury, "Sino-India Guest For Rapprochment Implication for South Asia" BIISS Paper No-9, 1989, P-14.

১২। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, ''বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতি আদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯, পৃষ্টা-১২৭।

১৩। প্রথম আলো, জুন ০৪, ২০০১।

১৪। ডঃ মোহাম্মদ আব্দুর রব, Ibid, P-26.

১৫। Lt Col G M Quamrul Islam, psc, "Insurgency in the Neighbouring Countries and its Effect on Bangladesh", A Dissertation for MDS, Section 2003, P-27.

১৬। South Asia After the Cold War, Sandy Harden, Asain Survey, Vol-34, No-10, Oct 1995, P-884.

১৭। The Daily Star, December 5, 1997 (US Welcome CHT Accord).

১৮। দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ৫, ১৯৯৭।

১৯। A.B M.A.G. Kibria, Ex Inspactor General of Police, "The CHT in Security Perspective", Weekly Holiday, Feb 20 & 27, 1998.

২০। Life is not ours, update-4, 2000, P-66,

২১। Dr. Muhammad Abdur Rob, Ibid, P-26.

Dhaka University Institutional Repository

৫.০ উপজাতি বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ প্রশমনে সরকার গৃহিত ব্যবস্থা

৫.১। **সূচনা পর্ব**। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ শুরু হলেও এই বিদ্রোহের একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও রয়েছে, যার ব্যাপ্তি ব্রিটিশ-পূর্ব আমল পর্যন্ত বিস্তৃত। ডঃ মনতাসীর মামুন বলেছেন যে, ব্রিটিশ-পাকিস্তান আমলে তাদের যে অত্যাচার হয়েছে তা থেকে তাদের (পাহাড়ীদের) কাহিনী শুরু।[১] যদিও পুর্বে চট্রগ্রাম পুর্তগীজ জলদস্যুদের প্রায় অধীনে ছিল, কিন্তু ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে চট্রগ্রাম পূর্ণভাবে মোগলদের অধিকারে আসে।[২] ব্রিটিশরা ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্রগ্রামকে জেলায় রুপান্তিত করে। ১৯০০ সালে ব্রিটিশরা তাদের কায়েমী স্বার্থী দীর্ঘস্থায়ী করার জন্যে ''পার্বত্য চট্রগ্রাম রেগুলেশন-১৯০০'' বা ''বহির্ভূত এলাকা আইন ১৯০০'' প্রনয়ণ করে প্রকৃত নির্বাহী ক্ষমতা একজন সুপারিনটেনডেন্ট বা জেলা প্রশাসকের হাতে প্রদান করে।[৩] তারা এ আইন করে পার্বত্য চট্রগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে যা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ও ১৯৬৫ সালে গৃহিত শাসনতন্ত্রে বহাল রাখা হয়।[৪] ১৯৬২ সালের প্রনীত পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে উহাকে ''পৃথক শাসিত অঞ্চল '' শব্দের পরিবর্তে ''উপজাতীয় অঞ্চল'' শব্দ ব্যবহার করা হয়। ফলশ্রুতিতে এই এলাকার উপজাতিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতা ও মনোভাবকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। তাই অধ্যাপক নুরুল আমিন মনে করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে পার্বত্য চট্রগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু হলেও এর সূত্রপাত হয়েছিল পাকিস্তান আমলে এবং মুল কারণ নিহিত ছিল উপজাতিয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অপেক্ষাকৃত অগ্রসর বাঙ্গালিদের শোষনের মধ্যে। ষাট দশকে নির্মিত কাপ্তাই বাঁধ উপজাতি জনগোষ্ঠির জীবনে নিয়ে আসে অবর্ননীয় দুঃখ-দুর্দশা, বেকারত্ব আর অস্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক অবস্থা। কাপ্তাই বাঁধ উপজাতিদের প্রচলিত জুম চাষের অপূরনীয় ক্ষতিসাধন করে।

Dhaka University Institutional Repository

এই বাঁধ ৪০০ বর্গমাইল এলাকা অর্থাৎ পুরো পার্বত্য এলাকার শতকরা ৪০ ভাগ চাষযোগ্য জমি জলামগ্ন করে তোলে। ফলে ১৮০০ পরিবারের প্রায় ১ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৫] এ প্রসঙ্গে সরদার সিরাজুল ইসলাম বলেন যে, আমাদের মনে রাখা দরকার ১৯৫৪ সালে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প শুরু হলে এতে পার্বত্য এলাকার আবাদী জমির প্রায় ৫৪ হাজার একর জমি পানির নিচে চলে যায়। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পার্বত্য এলাকার এক-চতুর্থাংশ মানুষ (প্রায় ১ লাখ লোক)। যাদের যথাযথ পূর্ণবাসন পাক সরকার করতে ব্যর্থ হয়। যে পরিবারের ৬ একর জমি ছিল তারা পেয়েছে ২ একর। ৩ হাজার পরিবারকে কোন আবাদী জমি না দিয়ে পাহাড়ী অনাবাদী জমি দেয়া হয়। পূর্ণবাসনের জন্যে প্রয়োজন ছিল ৫৪ হাজার একর জমির, কিন্তু আবাদের জমি পাওয়া যায় মাত্র ২০ হাজার একর। ফলে ৩৪ হাজার একর উপযুক্ত জমি বিকল্প হিসাবে দেয়া যায়নি। ৩৭৩৪ টি পরিবারকে পূর্ণবাসন করা হয় অনেক দুরে মারিস্যা এলাকায়। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য তৎকালীন সরকার ১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেও তা শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে পৌছায়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের পূর্ণবাসনে তৎকালীন পাক সরকারের ব্যর্থতাই উপজাতিদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ যা শেষ পর্যন্ত তাদের অস্ত্র তুলে নিতে অনেকাংশে বাধ্য করেছে। এমনকি তারা স্বাধীনতার দাবী পর্যন্ত তুলেছিল।[৬] তাছাড়া ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত চন্দ্রঘোনা কাগজ কল এবং ১৯৫৭ সাল থেকে শুরু ও ১৯৬৩ সালে সমাপ্ত কর্ণফূলী বহুমূখী প্রকল্প উপজাতিদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। শুধুমাত্র কর্ণফুলি বহুমূখী প্রকল্প প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) কৃষক পরিবার এবং ৮,০০০ (আট হাজার) জুম চাষী পরিবারকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু সরকার তাদের জন্যে কার্যকরী কোন বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছিল।[৭] ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭ সালের পর দ্বিতীয় দফায় বহু উপজাতি পরিবার বিশেষ করে চাকমারা ভারতে চলে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিনের শোষিত ও বঞ্চিত উপজাতিদের দুঃখকষ্ট এতই গভীর হয়েছিল যে কাপ্তাই বাঁধের ফলে প্রত্যক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পরে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.২। **উপজাতি বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ**। স্বাধীনতার পর সরকার জাতি গঠনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রনয়ণ ও ভারতীয় মডেলের সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তারা পার্বত্য উপজাতিদের জাতীয় বৃহত্তর স্রোতে আনতে ব্যর্থ হয়েছিল। বাংলাদেশে কমপক্ষে ৩৩টি উপজাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত। এরই মধ্যে প্রায় ২০টি উপজাতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠির আশা আকাঙ্খার অংশীদার হয়ে বৃহত্তর জাতীয় স্রোতে মিশে গেছে। পার্বত্য চট্রগ্রামে যে ১৩টি উপজাতি বিদ্যমান জাতীয় কর্মকান্ডের বৃহত্তর পরিমন্ডলে স্বভাবতই তারাও হবে গর্বিত অংশীদার।[৮] কিন্তু বিভিন্ন কর্মকান্ড থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারা আজও তা পারেনি। তাই সদ্য স্বাধীন দেশে সেই ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারী এবং ১৫ ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে জনাব চারুবিকাশ চাকমা ও জনাব সংগ্রু সাইনের নেতৃত্বে দু'টি উপজাতিয় দেশ বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য বিভিন্ন দাবী জানায় যেগুলো প্রায় স্বায়ত্বশাসনের মত ছিল।[৯] তাদের দাবীগুলি ছিল নিম্নরুপঃ

ক। পার্বত্য-চট্রগ্রামের নিজস্ব আইন সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন;

খ। ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরুপ বিধি বাংলাদেশের সংবিধানে সংযোজন করা;

গ। উপজাতীয় রাজাদের দফতরগুলোর সংরক্ষন করা এবং

ঘ। সংবিধানে ১৯০০ সালের রেগুলেশনের সংশোধন নিরোধ সংক্রান্ত বিধি রাখা এবং পার্বত্য চট্রগ্রামে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ বন্দ করা।

সরকার স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ করে তদানিন্তন ''এক সাংস্কৃতি'' ও ''এক ভাষানীতির'' কারনে পাহাড়ীদের চার দফা মেনে নিতে পারেনি। পরবর্তীতে এই অসন্তোষকে পুঁজি করে জনাব মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা সশস্ত্র আন্দোলন এবং জুম্ম জাতীয়তাবাদের

Dhaka University Institutional Repository

আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহ শুরু করে। তারা ১৯৭২ সালের ১৬ মে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য এলাকায় দুটি আসনেই নির্বাচিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ জানুয়ারী সশস্ত্র শাখা শান্তি বাহিনী গঠন করা হয়। তারপর থেকে একটি সশস্ত্র আন্দোলনের জন্যে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে অস্ত্র সংগ্রহসহ অন্যান্য প্রস্তুতি শুরু করা হয়। ১৯৭৩ সালে শান্তি বাহিনী গঠিত হলেও প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবুরের মৃত্যুর পর এই সংগঠনের গেরিলা তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এভাবে সদ্য স্বাধীন দেশ একটি দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাস দমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে তদানিন্তন পশ্চিম পাকিস্তানীরা পুর্ববঙ্গের প্রতি যে বৈষম্যমুলক আচরণ করে তাতে এ অঞ্চলের জনসাধারনের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের একটা প্রবল ঢেউ ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পাহাড়িয়া উল্লেখযোগ্য কোন ভুমিকা নেয়নি। বরং ভারত বিরোধী কাজকর্মে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষকে পাকিস্তান সরকার যেভাবে ব্যবহার করছিল, তাতে কেন্দ্রের সঙ্গেই পাহাড়ীদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যাক পাহাড়ী তাতে যোগ দিলেও বেশী সংখ্যক পাহাড়ী ও তাদের দুই নেতা রাজা ত্রিবিদ রায় ও অংশু প্রু চোধুরী পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করে। প্রথমজন জাতিসংঘসহ বর্হিবিশ্বে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার ও দ্বিতীয়জন ডঃ মালেকের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহন করেন। তবে অধিকাংশ পাহাড়ী কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন এবং নিরপেক্ষ ছিল। মুক্তিয়েুদ্ধ বিজয় লাভের পরে পাকিস্তানপন্থীরা অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামের গহীন জঙ্গলে আশ্রয় লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত সামরিক অভিযানে বাংলাদেশ বিরোধী এসব ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস করা হয়।[১০] মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সরকার ও এরশাদ সরকারের আমলে শান্তি বাহিনীর আক্রমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ে ভারতের সাহায্যে শান্তি বাহিনী নতুন শক্তি সঞ্চয় করে। কৌশলগত কারনেই ভারত শান্তি বাহিনীকে সহায়তা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর [redacted] সম্পর্কের অবনতি হওয়ার ফলে ভারত বাংলাদেশকে অভ্যন্তরীনভাবে হুমকির সম্মুখীন রাখার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশ যাতে রুশ ব্লক হতে সরে না যায় এবং ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাতে বাংলাদেশ থেকে সহযোগিতা না পায় এই দুই কারণে এ সময় ভারত অনুরুপ নীতী গ্রহণ করে।[১১]

৫.৩। **পার্বত্য চট্রগ্রামের সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ।** শুরু থেকে পর্যায়ক্রমে সন্ত্রাস দমন যুদ্ধের কৌশল হিসেবে সরকার অসামরিক প্রশাসন ও নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের দমনের পাশাপাশি এলাকায় ব্যাপক আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নয়নের দিকে জোর দিতে থাকে। এই কার্যক্রম পরবর্তীতে বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও সমন্বিত হয়। তবে মুলত সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের ফলে এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হওয়ার সাথে সাথে মুল জনসাধারনের মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তথাকথিত বিচ্ছিন্নবাদীরা একেবারেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে ১৯৯২ সালের ০৮ আগষ্ট তারা একতরফাভাবে অস্ত্র বিরতি ঘোষনা করে। এই ঘটনা একদিকে পৃথিবীতে চলমান এ ধরনের যুদ্ধের একটা ব্যতিক্রমী ঘটনা এবং পাশাপাশি সরকার তথা সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের সার্বিক সাফ্যেলেরই প্রমাণ।[১২] সরকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করাসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমুলক পদক্ষেপ জোরদার করে। যার ধারাবাহিকতায় পার্বত্য সমস্যাকে রাজনৈতিক হিসেবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা (যা সেনা অধিনায়কদের দ্বারা শুরু) পরিচালনা, পার্বত্য চট্রগ্রাম স্থানীয় জেলা পরিষদ গঠন, সন্ত্রাসীদের সাথে আরো খোলা মনে আলোচনা, এক পর্যায়ে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির স্বাক্ষর এবং পার্বত্য চট্রগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার দ্বার উন্মোচিত হয়। পরবর্তী স্তবকে সরকারের রাজনৈতিক ও সামরিক পদক্ষেপ এবং উপজাতি বিদ্রোহীদের আন্দোলনের গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.১। **মুজিব আমল**। স্বাধীনতার পর থেকেই নানা সমস্যায় জর্জরিত এ দেশের প্রতিটি সরকারই খুব আন্তরিকতার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমন ও দমনের জন্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সমস্যার যে একটি শান্তিপূর্ণ স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সরকার ও দল তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছে। আমাদের বৃহত্তর দলগুলোর মধ্যে এখনও অনেক বিষয়ে অনৈক্য থাকলেও বাংলাদেশর সবকটি সরকার এবং দল অন্তত পক্ষে একটি জাতীয় সমস্যার ব্যাপারে যে ঐক্যমতে পৌছাতে পেরেছে, তা হ'ল পার্বত্য চট্রগাম সমস্যা।[১৩] পার্বত্য চট্রগ্রামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করার জন্যে ১৯৭৩ সালে পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়।[১৪]

৫.৪.২। **জিয়ার আমল**। ১৯৭২ সালে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী থাকলেও ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিকট যে স্মারকলিপি দেয়া হয় তার ভাষা অনেকটা নমনীয় ছিল। তারা স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে ছাড়ও দিয়েছিলেন।[১৫] পার্বত্য চট্রগ্রামের ঐতিহাসিক পটভুমির আলোকে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করেন। প্রথমতঃ তিনি উপজাতিদের বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে মূল জনস্রোতের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন। তাছাড়া তিনি পার্বত্য রানী বিনীতা রায়কে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টা (পূর্ণমন্ত্রী) নিয়োগ করেন। এই সময় পাহাড়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডও জোরদার করা হয়। পাশাপাশি তিনি পরিকল্পিতভাবে পার্বত্য এলাকায় সমতল এলাকার জনগনকে বসতি স্থাপনের সুযোগ করে দেন। যার ধারাবাহিকতায় আজ পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি ও অউপজাতি জনসংখ্যা প্রায় সমান সমান। পার্বত্য চট্রগ্রামের আজকের জনসংখ্যার যে অনুপাত তা দেশের অখন্ডতা ও

সার্বভৌমত্বে অবশ্যই সুদুর Dhaka University Institutional Repository বাধ্য। এ প্রসঙ্গে একজন অবসর প্রাপ্ত জেনারেলের বক্তব্য তুলে ধরা যেতে পারে। "পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশের জন্যে ভু-কৌশলগত এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই কোন দিন কোন জাতীয় বিপদের সময়, জনগোষ্ঠি যেন প্রতিরক্ষা কর্মকান্ডে অসহযোগিতা না করে সেটা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে খেয়াল করতে হবে।[১৬] তবে অউপজাতিদের পাহাড়ে বসতি স্থাপনের প্রক্রিয়া অধিকাংশ উপজাতি বিশেষকরে জনসংহতি সমিতি সহজভাবে গ্রহন করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে তাদের সশস্ত্র কার্যক্রম বহুগুনে বেড়ে যায়। তারা ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সময়কালে নতুন স্থাপন করা অউপজাতি বসতির উপর প্রচুর সশস্ত্র আক্রমন ও জান মালের ক্ষয়ক্ষতি করে।

৫.৪.৩। **এরশাদ আমল**। এর পর আসে প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমল। এ সময় প্রথম দিকে বিক্ষুব্ধরা স্বায়ত্বশাসনের দাবী উচ্চরণ করলেও সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের জন্যে পর্যায়ক্রমে তারা নমনীয় হতে থাকে। প্রথম দিকে তারা মার্কসীয় ধ্যান-ধারনায় দীক্ষিত এবং নিজস্ব বিশ্বাসে অনমনীয় ছিল। ৯০-এর দশকে এসে তারা তাদের দীক্ষা বদলায় বলে প্রতীয়মান হয়। একই সময়কালে জনসংহতি সমিতি তথা শান্তিবাহিনীর অভ্যন্তরে মতানৈক্যও সৃষ্টি হয়। তারা মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রীতিকুমার চাকমার নেতৃত্বে একটি অংশ স্বল্প মেয়াদে গেরিলা যুদ্ধ করে লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে অবস্থান নেয়। তবে দলের তৎকালীন চেয়াম্যান মানবেন্দ্র নারায়ন লারমার নেতৃত্বে দলের বড় অংশ মাত্রায় দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ করে লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই অন্তর্কলহের সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনী প্রীতি গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করে, যার ফলে ১৯৮৫ সালে এপ্রিল মাসের ২৯ তারিখে এই গ্রুপের দুইশত ত্রিশ জন সদস্য রাঙ্গামাটি ষ্টোডিয়ামে আত্মসমর্পন করে। তাদের সংগে সরকারের একটা চুক্তি হয় যার বেশিরভাগ শর্তই পূরণ করা হয়নি।[১৭] তবে এই ঘটনায় শান্তি বাহিনী বিষনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জেনারেল এরশাদ পার্বত্য সমস্যাটিকে একটি রাজনৈতিক ও

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে তার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। ৮৬'র অক্টোবর থেকে ৮৮'র ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শান্তি বাহিনী সরকারের সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ রাখে এবং শান্তি আলোচনায় অংশ নেয়। ১৯৮৭ সনের ১৭ ডিসেম্বর জনসংহতি সমিতি আনুষ্ঠানিকভাবে ৫-দফা দাবী সরকারের নিকট উথাপন করে যা পরিশিষ্ট ৫-এ উপস্থাপন করা হ'ল। মানবেন্দ্র লারমা এবং শন্তু লারমার সাথে ৫/৬ বার বৈঠক হয়। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বরে খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে এ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ বৈঠক হয়েছিল। তখন শান্তি বাহিনীর আগ্রহে এবং কৌশলে আলোচনার ধারা রহিত হয়।শান্তি বাহিনী পাহাড়ে স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা নেই এবং তাদের দাবী গ্রহনে বাধ্য করার জন্যে বিভিন্ন সময় শরণার্থী সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা প্রথম পর্যায়ে সফল হলেও ৮৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাংগা বিস্তার এবং শরণার্থী সৃষ্টি করার চেষ্টা কাঙ্খিত মাত্রায় অর্জন করতে পারেনি।[১৮] জেনারেল এরশাদ শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনা করেন। ফলে বেশ কিছু সদস্য আত্মসমর্পনও করে। তাদের আর্কষনীয় চাকরীসহ বেশ কিছু সুযোগ সুবিধাও দেয়া হয়। এই পর্যায়ে ১৯৮৯ সালে সরকার ''পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন '৮৯'' প্রনয়ণ করেন (পরিশিষ্ট ৬,৭ ও ৮)। তার ভিত্তিতে প্রথমবারের মত জুন '৮৯ তে তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচন হয় এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের উপমন্ত্রীর মর্যাদা, দফতর-বাসস্থানে জাতীয় পতাকা ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। শান্তি বাহিনী উক্ত নির্বাচনে বিরোধিতা করেও সফল হতে পারেনি।পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার আইনের আওতায় রাঙ্গামাটি জেলার ক্ষেত্রে প্রণীত আইন ও তার সংশোধনী পরিশিষ্ট ৬,৭ ও ৮-এ দেয়া হ'ল। তবে নিজস্ব কৌশলগত কারনে তাদের প্রমান করা প্রয়োজন ছিল যে জেলাভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার পরিষদ দিয়ে কাজ হবে না এবং তারা সুন্দরভাবে তা করেছিল। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ বাস্তবায়ন হয়নি।[১৯] এ সময়েও পার্বত্য চট্টগ্রামে আর্থ-সামাজিক ও ভৌত কাঠামো উন্নয়নে ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪.৪। **খালেদা আমল-১**। জেনারেল এরশাদের ধারাবাহিকতায় বিগত বিএনপি সরকারের আমলেও ১৯৯২ সাল থেকে তদানিন্তন যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহমেদের নেতৃত্বে (যার অন্যতম সদস্য ছিলেন জনাব রাশেদ খান মেনন) গঠিত কমিটি শান্তিবাহিনীর সাথে সমঝোতা শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ১৯৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বরে সামান্য সংশোধিত আকারে তারা পূর্বের পাঁচ দফা দাবীই পেশ করে। পূর্বের দাবী হতে প্রাদেশিক শব্দটির পরিবর্তে আঞ্চলিক শব্দটি যোগ করে এবং তিনটি পার্বত্য জেলার অস্তিত্ব মেনে নেয়। অর্থাৎ সেখানেও তারা স্বায়ত্বশাসনের দাবী তোলে। এ পর্যায়ে তারা ১৩ বার বৈঠক করেছে যার কয়েকবার হয়েছে ভারতে।[২০] ৯২-৯৪ সময়কালে শান্তি বাহিনী তাদের দাবী-নামা সংশোধন করতে বাধ্য হয়। প্রথমদিকে মন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে পূর্ণ কমিটির সঙ্গে শান্তি বাহিনীর বৈঠক হতো। পরের দিকে সংসদ সদস্য জনাব মেননের নেতৃত্বে উপ-কমিটি শান্তি বাহিনী প্রতিনিধি দলের সংগে মিলিত হত। শান্তি বাহিনী চাচ্ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন, ভুমির উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব, পূর্ণ সেনা প্রত্যাহার এবং নব্য বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালিদের প্রত্যাবর্তন। কিন্তু সরকার এগুলোকে সংবিধানের সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা সরেজমিনে বিদ্যমান পরিস্থিতির নিরিখে অবাস্তব বিবেচনা করে। তখন কোন পক্ষই ছাড় দিতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, বিবিধ কৌশলগত কারনে শান্তি বাহিনী ১৯৯২ সাল থেকে স্বউদ্দ্যোগে পাহাড়ে অস্ত্র বিরতি (Casefire) পালন করে।[২১] তাই রাজনৈতিক সরকার শান্তিবাহিনীর অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব দীর্ঘ চার বৎসর মেনে নিয়েছিল। তবে অত্যন্ত ধৈর্যের সংগে বিএনপি সরকারের পুরা আমলটাই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৫.৪.৫। **হাসিনা আমল**। এরপর ক্ষমতায় আসে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ। এই সরকারের নিকট থেকে শান্তি বাহিনীর দাবী দাওয়া আদায় করে নেওয়া অপরিহার্য হয়ে উঠে। ৮৪ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ তের বছর তারা তিনবার কৌশলগত মার খেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তাছাড়া যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাদের পররাষ্ট্র নীতিতে যে পরিবর্তন হয় তার প্রতিফলন শান্তি বাহিনীর বিষয়েও ঘটে। তখন বাংলাদেশের উপর থেকে পররাষ্ট্র বিষয়ক বা ভূ-কৌশলগত চাপ কিয়দাংশ কমানো দিল্লীর সুচিন্তিত অভিমত।[২২] ফলশ্রুতিতে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের একটা অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর তারিখে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৫.৫। উপজাতি বিদ্রোহ দমনে গৃহিত সামরিক ব্যবস্থাসমুহ।

৫.৫.১। **সাধারণ**। স্বাধীনতার পর সশস্ত্র বিপ্লবী দল পার্বত্য চট্রগ্রাম এলাকায় আশ্রয় নিয়ে তাদের কার্যক্রম চালাতে থাকে। এই সমস্ত সন্ত্রাসীদের দমনের জন্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও প্রথমে পুলিশ এবং পরবর্তীতে ১৯৭৪ সালের দিকে সেনাবহিনী নিয়োগ করা হয়। পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ উপজাতি নেতৃবৃন্দ ১৯৪৭ সালে ভারতের সংগে থাকার চেষ্টা এবং ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে । ১৯৭২ সালের ২৯ জানুয়ারি এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি যথাক্রমে দু'টি উপজাতীয় দল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করে পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য বিভিন্ন দাবী জানায় যেগুলো প্রায় স্বাযত্তশাসনের মতই ছিল। পরবর্তীতে তারা জনাব মানবেন্দ্র নারায়ন লার্মার নেতৃত্বে নিজেদেরকে একটি পৃথক জাতিসত্তা (জম্মু জাতি) বিবেচনা করে এই অঞ্চলের স্বায়ত্তসাশনের দাবিতে অস্ত্র তুলে নেয়। ১৯৭৪ সালের গোড়ার দিকে একটি পুলিশ টহল দলের উপর এ্যাম্বুশ করার মাধ্যমে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে। এই সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের (Insurgent দের) দমনের জন্যে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে অসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় পার্বত্য এলাকায় সেনা নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়। এভাবে সদ্য স্বাধীন দেশের একটা নবীন সেনাবাহিনী শুরু থেকেই দীর্ঘস্থায়ী সন্ত্রাস দমন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সার্বিক বিবেচনায় পার্বত্য চট্রগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে একটি সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ হয়েছে। এটা ছিল একটা যুদ্ধ বিধায় প্রচুর

Dhaka University Institutional Repository

গোলাগুলিসহ সন্ত্রাস দমন যুদ্ধের অন্যান্য দিক যথা নানারাকম নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্হা, সন্ত্রাসীদের জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন ও নির্মূল করা ইত্যাদি ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হয়েছে। এ যুদ্ধে স্বাভাবতই নিরাপত্তা বাহিনী ও শান্তিবাহিনীর অনেক সদস্য হতাহত হয়েছে। অনেক উপজাতি এবং অউপজাতি জনসাধারণ বিভিন্নভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্হ হয়েছে।

৫.৫.২। **সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড (আভিযানিক)**।

ক। **সন্ত্রাস দমনঃ** পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর মুল কাজ ছিল সন্ত্রাসীদের দমন করা, যার প্রেক্ষিতে তারা বিভিন্ন ধরনের অভিযান যথা-টহল, হানা, ফাঁদপাতা, অবরোধ ও তল্লাশী ইত্যাদিসহ গোয়েন্দা কার্যক্রম, মনস্তাত্বিক কার্যক্রম ইত্যাদি কর্মকান্ড অত্যান্ত নিষ্ঠার সাথে পরিচালনা করছে। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তারা তথাকথিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কখনোই প্রাধান্য বিস্তার করতে দেয়নি। বরং তাদের মনোবল ভঙ্গ করাসহ আনেক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল।

খ। **নিরাপত্তা প্রদান করাঃ** সেনাবাহিনীর অপর দায়িত্ব ছিল এলাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণ (উপজাতি ও অউপজাতি), সরকারী ও বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জন্যে স্বাভাবিকভাবে কাজ করার পরিবেশ তৈরী করা। এ জন্যে স্হায়ী পোষ্ট/ক্যাম্প নির্মাণ, এলাকা টহল, চলাচলের রাস্তার নিরাপত্তা প্রদান, চেক পোস্ট স্হাপন, বিভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে চরম নিরাপত্তাজনতি ঝুঁকি থাকার পরেও পার্বত্য জেলায় আইন শৃঙ্খলাজনিত ঘটনা খুব কমই হয়েছে।

গ। **আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঃ** নিরাপত্তা বাহিনী আয় বৃদ্ধিজনক কার্যক্রম যথা বিভিন্ন ধরনের সমিতি ও সংঘের প্রতিষ্ঠা ও এগুলোকে সহযোগিতা

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান, হাঁস-মুরগী-গরু-[illegible] ইত্যাদি এবং উন্নয়নমূলক যথা রাস্তা-ঘাট নির্মাণ ইত্যাদি, শিল্প-সংস্কৃতি মূলক যথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনা করা, সাংস্কৃতি দল প্রতিষ্ঠা ও তাদের সহযোগিতা প্রদান, খেলাধুলার আয়োজন ও সামগ্রী বিতরণ, ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ/সংস্কার ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনা করেছে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত পার্বত্য এলাকার উন্নয়নের তুলনামূলক বিবরণ ছক-৩ এ দেখান হ'ল, যার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সেনাবাহিনীর দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল।

ছক-৩ঃ পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের বিবরণ

বিষয়	১৯৪৭ সালে	১৯৭০ সালে	১৯৯৬ সালে
মহাবিদ্যালয়	শূন্য	০৭	১৩
উচ্চ বিদ্যালয়	শুন্য	২৩	১০৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০	৪২১	১০৬৫
শিক্ষার হার	২.০৩%	৭.১০%	৫৭%
কারিগরী প্রতিষ্ঠান	শুন্য	শুন্য	০৩
সড়ক	শুন্য	২৮ কিঃ মিঃ	৭৯৯৮ কিঃ মিঃ
তারালাপনী	শুন্য	০৩ টি জেলায় মাইক্রোওয়েভ চালু	০৩টি জেলায় এন ডব্লিউ ডি এবং ২৫টি থানায় মাইক্রোওয়েভ চালু।
হাসপাতাল	শুন্য	০৬	২৪
ষ্টেডিয়াম	শুন্য	শুন্য	০৩
কারখানা (ছোট বড়)	শুন্য	শুন্য	১৩২৮
বেতার	শুন্য	শুন্য	০১

নোটঃ উন্নয়ন কার্যক্রমে পদ্ধতি ও সার্বিক ফলাফল সম্পর্কে দ্বিমত আছে। তবে বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিচালিত কার্যক্রম এবং তার সাফল্যকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন)।

ঘ। <u>অসামরিক প্রশসানকে সহায়তা প্রদান</u>ঃ সেনাবাহিনী নিরাপত্তা প্রদান ছাড়াও পুলিশ, বন বিভাগসহ অসামরিক প্রশাসনের সকল শাখাকেই বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছে। সরকারের নির্দেশে বিভিন্ন সময়ে তারা মুলাবান কাঠসহ অবৈধভাবে সংগৃহীত বনজ সম্পদ রক্ষা, জোত মার্কিং, পুলিশ ও অসামরিক প্রশাসনের অবর্তমানে তাদের বিভিন্ন কর্মকান্ড যথা নির্বাচন, চিকিৎসা সহায়তা, উন্নয়ন কর্মকান্ড,

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও প্রদান ইত্যাদি সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা ও সমন্বয় করেছে। তাছাড়া যে সমস্ত দুর্গম স্থানে সরকারের বেসামরিক প্রশাসন পৌঁছতে পারেনি সেখানে নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরাই সরকারের উপস্থিতি ও কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

৫.৫.৩। **সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড (নিজস্ব)ঃ**

ক। **ক্যাম্প জীবন** ঃ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দমনের জন্যে সেনাসদস্যদের পাহাড়ের বিভিন্ন ক্যাম্পে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থাকতে হয়েছে। প্রতি মূহূর্তে সন্ত্রাসীদের হামলার আশংকা, ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার ভীতি ও সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে দুর্গম এলাকায় অবস্থান করতে হয়েছে তাদের। পার্বত্য চট্রগ্রামের জেলা ও থানা সদর থেকে শুরু করে ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় সেনা সদস্যগণ পারিবারিক জীবন, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ, নিজেদের সমাজ ও সামাজিকতা ইত্যাদি উপেক্ষা করে অবস্থান করেছে। অধিকাংশ ক্যাম্পে বিদ্যুৎ ও গোসল করার পানিও থাকে না। ১০০০/১২০০ ফুট নীচ থেকে খাওয়ার পানি আনতে হয়। অনেক সেনা সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শান্তিবাহিনীর হাতে যত সেনা সদস্য নিহত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যায় মারা গেছে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়ে।

খ। **প্রশাসনিক** ঃ দীর্ঘদিন নূন্যতম সুযোগ সুবিধার মধ্যে পার্বত্য চট্রগ্রামে থাকার দরুন সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথা আন্তবাহিনী যোগাযোগ ব্যবস্থা, চিঠিপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা, খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের উপায়, ক্যাম্প স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন, অস্ত্র-গোলাবারুদসহ নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদিতে বাস্তবতার আলোকে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। উল্লেখিত ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থাসমূহের সাথে এ সমস্ত অভিজ্ঞতার সফল সমন্বয় ও

সংযোজন আমাদের Dhaka University Institutional Repository সেনাবাহিনীকে শান্তি ও যুদ্ধকালিনি সময়ে অধিক কার্যকর করে তুলবে।

গ। **প্রশিক্ষণ** ঃ যে কোন সেনাবাহিনীর একটা অন্যতম কাজ হল অনবরত প্রশিক্ষণ চালু রাখা। আমাদের সেনা সদস্যরা হাজার প্রতিকূলতা ও ব্যস্ততার মাঝেও পার্বত্য চট্রগ্রামের ক্যাম্পে ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রসংগে ক্যাপসুল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখ কারার দাবী রাখে। তাছাড়া তারা বৈরী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে আভিযানিক, মনস্তাত্ত্বিক, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও যথেষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি করে। পার্বত্য চট্রগ্রাম থেকে সাধারণ যুদ্ধ পরিস্থিতিতে (Low Intensity Operational Environment) করণীয় সম্পর্কে তারা বাস্তব শিক্ষা (On Job Training) লাভ করেছে।

৫.৫.৪। **সেনা কর্মকান্ডের মূল্যায়ন** ঃ

ক। **একটি সফল অভিযান** ঃ পার্বত্য চট্রগ্রামের সন্ত্রাস দমন অভিযান যে কোন মানদন্ডে বিশ্বের একটি সফলতম অভিযান। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের নাগল্যান্ড, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয়, আসাম,পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের বিদ্রোহ, মিয়ানমারের রোহিংগাসহ অন্যান্য বিদ্রোহ, শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহ দমন ও অভিযানের পর্যালোচনা করলেই এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। নিরাপত্তা বাহিনী সশস্ত্র আন্দোলনকে কখনও নিয়ন্ত্রিত মাত্রার বাইরে যেতে দেয়নি বলেই এখানকার উপজাতি সংগ্রামীরা আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছে। সরকারের উদার ও খোলামন এবং আন্তরিকতায় ফলে তারা বাস্তবতা মেনে নিয়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

খ। **নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা** ঃ সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে, কিছু বিচ্ছিন্ন নিরাপত্তাজনিত ঘটনা ব্যতীত আমাদের সেনাবাহিনী

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘ সময় ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিরাপদ ও স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। সেনাবাহিনীর নির্দেশিত চলাচল ও নিয়ন্ত্রণের কারনে নিরাপত্তাজনিত তেমন কোন অঘটন ঘটেনি । তবে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের বাইরে কাজ করার জন্যে কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সেনা সদস্যরা সেগুলোকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে থানচি থানার নির্বাহী অফিসার উদ্ধারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

গ। **পার্বত্য চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা ও শান্তি মিশনঃ** জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাফল্য দেশের জন্যে একটি গর্বের বিষয়। ইরান-ইরাক, কম্বোডিয়া, মোজাম্বিক, বসনিয়া, সোমালিয়া, হাইতি, সাহারাসহ সকল শান্তি মিশনেই বাংলদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে । বিশেষ করে সোমালিয়া ও কম্বোডিয়া যেখানে উন্নত দেশের সেনারা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে আমাদের সেনা সদস্যরা খুবই সফলজনকভাবে তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে আভিযানিক দায়িত্ব পালনের ফলে আমাদের সেনাবাহিনীর মধ্যে Low intensity War/ Environment-এ যুদ্ধ করার উপযোগী মনমানসিকতার সৃষ্ট হয়েছে। বিচ্ছিন্নবাদীদের সন্ত্রাসমুলক কর্মকান্ডের সময় কি ধরনের সংযম ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাজ করতে হয়, তা তারা বুঝেছে এবং অন্যান্য উপদানের সাথে সেই শিক্ষা ঐ সমস্ত মিশনে প্রয়োগ করেছে। ফলে তারা হয়েছে কৃতকার্য।

৫.৫.৫। **অপপ্রচার ও অপকৌশল**। পৃথিবীর অনান্য বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলনের মতই পার্বত্য চট্টগ্রামেও সেনাবাহিনী ও সরকারকে হেয় করার জন্যে নানা ধরনের অপপ্রচার ও অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এসবের মূলে ছিল কিছু এনজিও ও মিশনারি। এ ক্ষেত্রে দেশের কতিপয় পত্র পত্রিকা, বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি রাজনৈতিক দলের সহযোগিতাও ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ফলশ্রুতিতে কখনো কখনো সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি প্রশ্নের সম্মুখীন এবং বিদেশী দাতা দেশ ও সংস্হাগুলোর নিকট সরকারকে বিব্রতকর অবস্হার মধ্যে পড়তে হয়েছে। তাদের অপপ্রচারের মূলদিকগুলো ছিল অনেকটা নিম্নরুপঃ

ক। **মানবাধিকার সংক্রান্ত**। পার্বত্য চট্রগ্রামের সেনাবাহিনীর সদস্যরা ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংঘন করেছে বলে প্রায়ই অভিযোগ উঠেছে। দু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত সেনবাহিনী উল্লেখ্যযোগ্য কোন মানবাধিকার লংঘন করেনি। তাছাড়া এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্যে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বক্ষেত্রেই কঠোর শাস্তিমুলক ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীলংকায় তামিলদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীদের কার্যক্রম, মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর সেনাবাহিনীর অত্যাচার, ভারতের কাশ্মীরসহ অন্যান্য স্হানে সেনাবাহিনী কর্তৃক গৃহিত ব্যবস্হা ইত্যাদির পাশাপাশি আমাদের সেনাবাহিনীর সদস্যগণ উত্তপ্ত পরিস্হিতি ও উস্কানিমুলক কর্মকান্ডের মধ্যেও ধীর মস্তিস্কে কঠোর সংযম ও পরিপক্কতার সাথে কাজ করেছে। Counter Insurgency'র স্বীকৃত নিয়ম হিসেবেই এ এলাকার উপজাতি এবং অউপজাতি জনগণকে একটি নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করতে হয়েছে, যা করা হয়েছিল সাহায্য সহযোগিতা থেকে সন্ত্রাসীদের বিচ্ছিন্ন করা, সন্ত্রাসীদের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড থেকে জনজীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অবৈধ চাঁদাবাজদের অত্যাচার থেকে সাধারণ উপজাতি ও অউজাতিদের রক্ষা ও সন্ত্রাসীদের আয়ের উৎস্য বন্ধ করা ইত্যাদি কারণের জন্যে। শুধুমাত্র পার্বত্য চট্রগ্রামেই নয়, পৃথিবীর যেখানে সন্ত্রাস যুদ্ধ চলছে, সেখানে পাল্টা সন্ত্রাস যুদ্ধের স্বীকৃত ব্যবস্হা হিসেবে এই ধরনের নিয়ন্ত্রন ও পন্থা অনুসরণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পার্বত্য চট্রগ্রামের চেয়েও কঠোর ও কঠিন নিয়ন্ত্রন ব্যবস্হা গ্রহণ করা হয়েছে। সঠিক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্হা যুদ্ধসহ সকল ধরনের জরুরী অবস্হা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার পূর্বশর্ত। দুঃখের বিষয় যে, সন্ত্রাস দমন যুদ্ধের এই জটিলতাকে

অনেকেই উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তামুলক ব্যবস্থাবলীকে মানবাধিকার লংঘন বলে অখ্যায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

খ। **অর্থনৈতিক সংক্রান্ত**। অনেকেই বলে থাকেন যে, পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর পিছনে অপ্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ সব সময়ই ব্যয়বহুল অভিযান । তারপরেও প্রকৃত ঘটনা হ'ল, পৃথিবীর যে কোন স্থানের সন্ত্রাস দমন যুদ্ধের তুলনায় পার্বত্য চট্রগ্রামে আভিযানের খরচ অনেক কম হয়েছে। প্রচলিত নিয়মের বাইরে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত কোন সুযোগ সুবিদা পায়নি। তাছাড়া খরচের সিংহ ভাগই এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে ব্যয় করা হয়েছে।

৫.৫.৬। **জনগোষ্ঠির নৈতিক সহযোগিতাঃ** দেশের সকল সরকারই পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর কর্মকান্ডের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ ও অর্থ প্রদান করেছে। সম্পূর্ণ ধারণা না থাকার দরুন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ সেনাবাহিনীর কার্যক্রমের সমর্থনে ততো সোচ্চার হতে পারেনি। অথচ বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সমর্থন ও সহযোগিতা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মনোবোল রক্ষা ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করারা পূর্বশর্ত। সম্প্রতি কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বারবার (কারগিল) প্রায় যুদ্ধরত ভারত ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জন্যে নিজস্ব সরকার ও জনসাধারণের সমর্থন ও সহমর্মিতা আমরা দেখেছি। আহত নিহত সৈনিকদের পরিবারের সাহায্যের জন্যে ভারতের প্রখ্যাত খোলোয়াড় ও চিত্রতারকারা ফুটবল খেলেছে, প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বসহ জনগণ ব্যাপক হারে রক্তদান করেছে, কতো কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। এ ধরনের সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদের সেনা সদস্যদের জন্যেও খুবই প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫.৭। **আইনের স্বল্পতা।** পার্বত্য চট্টগ্রামে কার্যকরভাবে সেনা অভিযান পরিচালনার জন্যে পর্যাপ্ত আইন কানুনের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত স্বাভাবিক আইন কানুনের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীকে ''এ্যাকটিভ সার্ভিসে'' মোতায়েন এবং কাজ করতে হয়েছে। পৃথিবীর প্রতিটি দেশ যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা বিদ্যমান, যেখানেই সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জন্যে প্রণয়ন করা হয়েছে বিশেষ আইন। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকাসহ প্রত্যেকটি দেশই তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্যে বিশেষ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৪২ সালে বৃটিশ ভারতের তৎকালীন গর্ভণর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত একটি অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে কতগুলো এলাকা ''ডিস্টার্বড এরিয়া'' হিসেবে ঘোষনা করে মোতায়েনকৃত সেনা ও পুলিশ সদস্যদের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ''অশান্ত এলাকা'' সমূহের জন্যে বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করেন। ১৯৫৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সংসদ উপদ্রুত এলাকাসমূহ অর্থাৎ আসাম, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল ও মিজোরামের জন্যে একটি এবং ০৮ ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে বিচ্ছিন্নতাবাদে আক্রান্ত পাঞ্জাব প্রদেশের জন্যে একটি বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ করে। পর্যাপ্ত আইনের অভাবের মধ্যে থেকেও নিজস্ব মেধা ও বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা একমনকি, কখনো কখনো দেশের স্বার্থে নিজের জীবন ও চাকুরীর ঝুঁকি নিয়ে আমাদের সেনা সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাস দমনের জন্যে কাজ করেছে এবং সফল হয়েছে। যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে প্রদত্ত শাস্তি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মাথা পেতে নিয়েছে।

তথ্য সূত্রঃ

১। মুনতাসীর মামুন, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম বিতর্ক'', সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা, নভেম্বর ১২, ১৯৯৭, পৃষ্টা-৯।

Dhaka University Institutional Repository

২। প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আহসান, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা'', পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্টা-৪১।

৩। S. Mahmud Ali, The Fearful State, Power, Pepole and Internal War in South Asia: ZED Books, London, New Jersy-1993, P-174.

৪। S. Mahmud Ali, Ibid, P-175 and 176.

৫। মোঃ নুরুল আমিন, ''পার্বত্য চট্রগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষন'', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃষ্টা ১৩৯।

৬। সরদার সিরাজুল ইসলাম, ''পার্বত্য-অপার্বত্য সবার স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখেই শান্তির সন্ধান'', দৈনিক জনকণ্ঠ, ডিসেম্বর ১২, ১৯৯৭

৭। Professor Emajuddin Ahmed, "The Monster on the Hills-II," Dhaka courie, Feb 13, 1998.

৮। প্রফেসর ডঃ এমাজউদ্দিন আহমেদ, ''পার্বত্য চট্রগ্রামে অ-উপজাতীয়দের অবস্হা,'' পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্টা-৪৪।

৯। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম, পিএসসি, ''পার্বত্য চট্রগ্রামে সেনাবাহিনীর ভুমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন'', সেনাবার্তা, মার্চ ২০০০, পৃষ্টা-৫৩।

১০। আনিসুজ্জামান, ''পার্বত্য চট্রগ্রাম প্রসঙ্গে'', দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ২৯, ১৯৯৭, পৃষ্টা-৫।

১১। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহীম, ''পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মুল্যায়ন'', মাওলা ব্রাদাস, ঢাকা, ২০০১, পৃষ্টা-১০২।

১২। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম, পিএসসি, পুর্বোক্ত নোট-৯, পৃষ্টা-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শরীফ আজিজ, পিএসসি, ‘‘পার্বত্য চট্রগ্রাম শান্তি চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্টা-৩৮।

১৪। আনিসুজ্জমান, পুর্বোক্ত নোট-১০, জনকন্ঠ, ১৩ ডিসেম্বর ১১, ১৯৯৭।

১৫। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, জনকন্ঠ, ডিসেম্বর ১১, ১৯৯৭।

১৬। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, বীরপ্রতীক এএডব্লিউসি, পিএসসি, ‘‘পার্বত্য চট্রগ্রাম পরিস্হিতিঃ একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন’’, দৈনিক ইত্তেফাক, নভেম্বর ২৯, ১৯৯৭, পৃষ্টা-৫।

১৭। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, পূর্বোক্ত নোট ১৬।

১৮। পূর্বোক্ত।

১৯। সরদার সিরাজুল ইসলাম, ‘‘পার্বত্য-অপার্বত্য’’, দৈনিক জনকন্ঠ, ডিসেম্বর ১৮ ১৯৯৭।

২০। সরদার সরাজুল ইসলাম, পূর্বোক্ত নোট -১৯।

২১। মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম, পূর্বাক্ত নোট ১৬।

২২। পূর্বোক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬.০ পার্বত্য শান্তি চুক্তি

৬.১ **প্রেক্ষাপট পার্বত্য শান্তি চুক্তি**। ১৯৯৭-৯৮ সালে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে যতগুলি শিরোনাম সবচেয়ে বেশি এসেছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল পার্বত্য চট্রগ্রাম নিয়ে। কেননা সেই স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে সকল সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্ঠা ও বিভিন্ন পদক্ষেপের চুড়ান্ত পর্যায় একটা চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনার সৃষ্টি এবং বাস্তবে শান্তি চুক্তির স্বাক্ষর। তদানিন্তন সরকার সম্পূর্ণ বিষয়টিকে খুবই স্পর্ষকাতর ও নাজুক যা প্রচারে অযথা বিভ্রান্তি ও বির্তকের সৃষ্টি হয়ে সম্পুর্ণ প্রক্রিয়াটিই বিলম্বিত/বিফল হতে পারে মনে করে সম্ভাব্য চুক্তির বিষয়বস্তু গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবে চুক্তির ফলে আরোপিত বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে দেশ এবং আন্তজাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়। বস্তুতঃ তখন পুরো দেশের জনগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিকদল দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক দল চুক্তির পক্ষে অপর দল বিপক্ষে বক্তৃতা, বিবৃতি ও অন্যান্য কর্মসূচি প্রদান করতে থাকে। যার ফলে প্রায় অজানা পার্বত্য চট্রগ্রামের দীর্ঘদিনের উপজাতি বিদ্রোহের প্রতি দেশীয় ও আন্তঃজাতিক দৃষ্টি আর্কষিত হয়। একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তখন পার্বত্য চট্রগ্রামের বিষয়টি ঐ পর্যায়ে এসেছিল। সেই জাতীয় পার্টির সময় ৮ বার, খালেদা জিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রীকালে মুল কমিটির সাথে ৬ বার এবং উপকমিটির সাথে ৭ বার সহ মোট ১৩ বার এবং শেখ হাসিনার সময় ৬ বার অত্যন্ত ধৈর্য ও সততার সাথে বৈঠকের মাধ্যমে উহাকে তখনকার পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছিল। তাছাড়া সেই সময়কার দেশীয় ও আন্তঃজাতিক বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলিতে বিরাজমান উপদানও এই প্রক্রিয়ার অনুঘটক হিসাবে কাজ করেছিল। দেশের উভয়দল তখন পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি এবং বাস্তবতার নিরিখে আলোচনা করে একটি গ্রহনযোগ্য সমাধানে উপণীত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সকাল আনুষ্ঠানিক সাড়ে ১০টার সময় সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের লাবিতে এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির আহবায়ক সরকারী দলের চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জনাব জোতিবিন্দ্র বোধপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) সই করেন। ফলশ্রুতিতে দীর্ঘদিনের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা একটা পর্যায়ে উপনিত হয়। দীর্ঘ দেড় যুগ স্থায়ী রক্তক্ষয়ী পার্বত্য উপজাতি সশস্ত্র বিদ্রোহের অবসানের একটা সম্ভাবনা দেখা দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা দেশের সার্বিক স্বার্থে এই উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমন করা খুবই জরুরী। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। মুঘল-ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমল থেকে শুরু ও বিরাজমান থাকলেও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে উহার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। এই উপজাতি বিদ্রোহের মানবিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক সামরিক এবং কূটনৈতিক দিক ছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক কারনে বাংলাদেশের জন্যে উক্ত সমস্যার তখন একটা গ্রহনযোগ্য সমাধান খুবই প্রয়োজনও ছিল।

৬.২। **শান্তি চুক্তির বিভিন্ন দিক**। ১৯৯৭ সালের ০২ ডিসেম্বর তারিখে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। শান্তি চুক্তিটির একটা বাংলা রুপ পরিশিষ্ট-৯-এ প্রদান করা হ'ল। শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা আছে। স্বাভাবিকভাবেই সরকার পক্ষ এবং তাদের সমর্থক বুদ্ধিজীবিদের মতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান অবস্থা এবং দেশীয় ও আন্তঃজাতিক প্রেক্ষাপটে সর্বোত্তমভাবেই চুক্তিটি সম্পর্ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে একটা বড় অংশ স্বাক্ষরের বৈধতা ও প্রক্রিয়া, সংবিধানিক বাধ্যবাদকতা, পার্বত্য চট্টগ্রামে অউপজাতিদের ভবিষ্যত অবস্থা, ভবিষ্যত রাজনৈতিক প্রভাব/রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা/দেশের সার্বভৌমত্ব, ইত্যাদির আলোকে উহার সমালোচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপচার্য প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া উক্ত চুক্তিকে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ ধারার পরিপন্থি হিসাবে অভ্যায়িত করেছেন।[১] জাতীয় পার্টির সভাপতি সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ শান্তি চুক্তি সম্পর্কে অত্যান্ত মূল্যবান কথা বলেছিলেন। তার মতে, ''আমি শান্তি প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাই; কিন্তু বর্তমান শান্তি চুক্তিকে সমর্থন করিনা। আমাদের বক্তব্য অনুসারে, সংশোধনী গ্রহন করিয়া, সংসদে পাস করা হলেই, জাতীয় পার্টি এই চুক্তিকে সমর্থন জানাবে।[২] তবে বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এই শান্তি চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে শান্তি আর শান্তি চুক্তি এক নয়। দীর্ঘদিন অশান্ত পার্বত্য চট্রগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটা সবার কামনা। তবে শান্তি চুক্তিটি একদিকে যেমন শান্তির বার্তা বয়ে এনেছে, অন্যদিকে তেমনি অশান্তির আশংকাও ধুমায়িত হচ্ছে।[৩] পৃথিবীর অবশ্য কোন জিনিসই একসঙ্গে সবার জন্যে শান্তি বয়ে আনতে পারে না। এক পক্ষের জন্যে যেটা কল্যানের অপর পক্ষের জন্যে সেটা অকল্যানকরও হতে পারে। তাছাড়া দীর্ঘ কালের একটি জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে উভয়পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড় দিতে হয়। তাই স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তিটি সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে নিরপেক্ষ মুল্যায়ন ও বিবেচনার দাবী রাখে।

৬.৩। **শান্তি চুক্তি উত্তর পরিস্থিতি**।

৬.৩.১। **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া**। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সরকারের সাধারণ ক্ষমা ঘোষনার প্রেক্ষিতে চারটি পর্বে প্রায় দুই হাজার (১৯৪৭ জন) শান্তিবাহিনীর সদস্য অস্ত্র জমাদান পূর্বক স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তাদের সকলকে পূর্ণবাসনের জন্যে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া অনেককে যোগ্যতা অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীসহ বিভিন্ন পেশায় চাকুরীও প্রদান করা হয়েছে। তবে বিভিন্ন উৎসের তথ্য মতে প্রায় পাঁচ থেকে দশ হাজার সশস্ত্র শান্তি বাহিনীর সদস্য ছিল।[৪] তবে প্রকৃত সংখ্যা হয়তো এই দুই তথ্যের মাঝামাঝি একটি হবে। সেহুতু বলা যায় যে, সম্ভবত সকল শান্তিবাহিনীর সদস্য তাদের অস্ত্র জমা দান করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধসহ ইতিহাস [illegible] যে পবিত্র শপথ ও চুক্তির পরেও সকল সশস্ত্র যোদ্ধাগন তাদের অস্ত্র জমা দেয় না।[৫] শান্তি চুক্তির পর উপজাতি শরণার্থীরা পার্শ্ববর্তী দেশ হতে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের অধিকাংশকেই পূণর্বাসন করা হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছু কিছু সমস্যা এখনও সমাধান করা যায়নি। নিরাপত্তা বাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০০টি ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়েছে। অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে ক্যাম্প প্রত্যাহারের এই প্রক্রিয়াও চালু থাকবে। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। প সংক্রান্ত সরকারী প্রজ্ঞাপন পরিশিষ্ট-১৪-এ দেয়া হ'ল। পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন, মে ২৪, ১৯৯৮, পরিশিষ্ট-১০ এ দেয়া হ'ল। চুক্তির শর্ত মোতাবেক পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন আবর্তনসহ প্রায় বিষয়ই আইনে সংযোজন করা হয়েছে।[৬] এ প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর সংশোধনী, মে ২৪, ১৯৯৮ পরিশিষ্ট ১১-এ দেয়া হ'ল। একজন উপজাতিকে মন্ত্রী করে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। ভুমি কমিশন গঠন করা হয়েছে যদিও তার কার্যক্রম এখনও শুরু করতে পারেনি। পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক টাস্ক ফোর্সও গঠন করা হয়েছে।[৭] পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। দেশীয় অর্থায়নে স্বাস্হ, শিক্ষা, পুষ্টি, অর্থনৈতিক অবস্হা, রাস্তাঘাট-যাতায়াতসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাপক ভিত্তিক বিদেশী উন্নয়ন কর্মকান্ডও শুরু হয়েছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে একটি উপজাতি দল কর্তৃক তিনজন বিদেশী উন্নয়নকর্মীকে অপহরণ করে মুক্তিপন আদায়ের ঘটনার পর থেকে বিদেশীরা পার্বত্য অঞ্চলে কাজকর্ম প্রায় বন্দ করে দেয়।[৮] তবে কেয়ার, করিতাস, ডব্লিউ এফ পিসহ কিছু বিদেশী সংস্থার কাজ হালকাভাবে সব সময়ই চালু আছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিদেশী সংস্হা পার্বত্য অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম জোরদার/শুরু করার পরিকল্পনা পুনঃব্যক্ত করেছে। সরকার স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটির মাধ্যমে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও সমন্বয়

Dhaka University Institutional Repository

করছে। সুতারাং দেখা যাচ্ছে [redacted] বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালু আছে। তাছাড়া ইতিমধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্যে বেশ কিছু পদক্ষেপও সম্পূর্ন/গ্রহণ করা হয়েছে। শান্তি চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যে ১৯৯৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর তারিখেই রাঙ্গামাটিতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন ডাকা হয় যেখানে রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র গৃহিত হয় যা পরিশিষ্ট-১২ এ দেয়া হ'ল। তবে শান্তি চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন এখনও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তা মেনে নিতে হবে। ইদানিং শান্তি চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবীতে সন্তু লারমা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের পথে দীর্ঘ সূত্রতারওপর আলোকপাত করে যে কয়েকটি অমীমাংসীত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তার প্রায় সবগুলোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর বিষয়। বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রামের পাহাড়ী-অপাহাড়ী বিস্ফোরনমূখী সমস্যা প্রধানত ভূমি অধিকার আর ভুমি সমস্যার মধ্যেই নিহিত। উপরোল্লিখিত দুটি বিষয় এতই জটিল যে চুক্তির বর্তমান অবস্থায় এ সব হঠাৎ করে বাস্তবায়ন করা কোন সরকারের পক্ষেই সহজ হবেনা।[৯] পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন ঐতিহাসিক কারনেই বেশ জটিল অবস্থায় রয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত পাহাড়ী-অপাহাড়ী আর বহিরাগতদের চিহ্নিতকরনের জটিল সমস্যা। সত্তর দশকের গোড়ার দিকে মুলত দেশের দক্ষিন-পশ্চিমাঞ্চলের নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় পার্বত্য এলাকায় খাস জমির ওপর পূর্ণবাসন করা হয়েছিল। বর্তমানে সমগ্র পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠিই অউপজাতি যাদের বৃহদাংশই দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় প্রজন্মের। তাদেরকে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করা অত্যন্ত জটিল হবে। সম্পাদিত চুক্তিতে বহিরাগত নির্ধারণ ফরমুলা ত্রুটিপূর্ণ যা অধিকাংশ অউপজাতিকে চুক্তিবিরোধী করে তুলেছে।[১০] তাছাড়া সামরিক বাহিনীর বর্তমান এবং ভবিষ্যত অভিযান ও অবস্থান সম্পর্কিত বিষয়টিও জটিল এবং সংবেদনশীল। কেননা বিশ্বের যে কোন পদ্ধতির সরকার পরিচালিত সার্বভৌম দেশে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা এবং বহিঃ শত্রু হতে প্রতিরক্ষা উভয় পরিস্থিতিতে সামরিক তথা প্রতিরক্ষা বাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন এবং একক সিদ্ধান্তে নিয়োজিত হয়, কোন আঞ্চলিক অথবা স্থানীয়

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের পরামর্শের প্রয়োজন হয় না।[১১] অতএব দেখা যাচ্ছে যে চুক্তির অবাস্তবায়িত বিষয়গুলি একদিকে শুধু জটিল ও স্পর্শকাতরই নয় বরং তা বাস্তবায়নও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং খুবই জটিল। এই আঙ্গিকে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পার্বত্য অঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে বাস্তবধর্মী ও গ্রহনযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এখানে সকল পক্ষের আরো কিছু ছাড় দেয়ার প্রশ্ন চলে আসতে পারে। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির অন্যতম নেতা এবং আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য জনাব রুপায়ন দেওয়ানও মনে করেন যে, চুক্তির সব বিষয় বাস্তবায়ন একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।[১২]

৬.৩.২। **রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি**। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৯৯৮ সালে খাগড়াছড়িতে প্রথম পর্ব অস্ত্র জমা দান অনুষ্ঠানের দিন একদল উপজাতি প্রকাশ্যে শ্লোগান দিয়ে চুক্তির বিরোধিতা শুরু করে।[১৩] তখন প্রীতিকুমার চাকমার স্বাধীনতা দল (Pritikumar Liberation Group-PLG) নামক একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয় যারা রাঙ্গামাটি ও পার্বত্য চট্রগ্রাম সীমান্তবর্তী এলাকায় বিভিন্ন ধরনের নাসকতামুলক কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে এক সম্মেলনের মাধ্যমে জন্ম নেয় United People's Democratic Front (UPDF) এবং তারা পার্বত্য চট্রগ্রামের পূর্ণ শায়ত্বশাসনের দাবীতে আন্দোলন শুরু করে।[১৪] এমনিভাবে উপজাতি জনগোষ্ঠির একটা অংশ পুর্বের ন্যায় দাবী-দাওয়া নিয়ে পাহাড়ে অশান্তি সৃষ্টির চেটা শুরু করে। এ প্রসঙ্গে দশম কাউন্সিলে (২১-২২ মে, ২০০০) গৃহিত পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবিনামা উল্লেখ্য যা পরিশিষ্ট-১৩-তে দেয়া হ'ল। তারা ইতিমধ্যে পাহাড়ের বিভিন্ন স্থানে সশস্ত্র অবস্থান ও আধিপত্য জোরদার করেছে। তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্যে জনসংহতি সমিতি ''সদক'' নামে অপর একটি সশস্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করে। এলাকার অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে তারা প্রতিনিয়ত সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত হয়।[১৫] শান্তি চুক্তির পর গত ছয় বছরে উপজাতিদের মধ্যে সংঘাত এবং সেনা ও অউপজাতিদের সাথে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষে প্রায় ৩ শতাধিক মানুষ প্রান

Dhaka University Institutional Repository

হারিয়েছে, আর উপজাতিদের হাতে অপহরণ হয়েছে ৬ শতাধিক লোক। সরকারী এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, এ সময় নিরাপত্তা বাহিনী, United People's Democratic Front (UPDF),জনসংহতি (সদক), উপজাতি ও অউপজাতিদের মধ্যে প্রায় ৩৮২ বার বিভিন্ন ধরনের সংঘাত হয়েছে যার ফলশ্রুতিতে প্রচুর হতাহত হয়েছে যা যথাক্রমে ছক-৪ ও ছক-৫ এর মাধ্যমে দেখানো হ'ল। বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা আরো কয়েকগুণ বেশী।

ছক-৪ঃ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ছয় বছরে সংঘটিত সংঘর্ষের বিবরণ

ক্রঃ নং	সংঘটন	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩ নভেম্বর পর্যন্ত	মোট	মন্তব্য
১।	ইউপিডিএফ ও জনসংহতি (সদক) বনাব নিরাপত্তা বাহিনী	৬	১২	৯	১৯	২২	২৬	৯৪	
২।	ইউপিডিএফ বনাব (সদক)	৮	১৯	৩২	৩৮	৩৪	৪৫	১৭৬	
৩।	উপজাতি বনাব অউপজাতি	১৭	১৪	১২	২৪	২২	২৩	১১২	
মোট ঃ		৩১	৪৫	৫৩	৮১	৭৮	৯৪	৩৮২	

সুত্রঃ দৈনিক আজকের কাগজ, ডিসেম্বর '০২, ২০০৩

ছক-৫ঃ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ছয় বছরে হতাহত ও অপহরনের বিবরণ

ক্রঃ নং	ধরণ	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	মোট	মন্তব্য
১।	নিহত	১২	২৬	৩৯	৩৪	৫৪	৬৭	২৪৩	
২।	আহত	৮৩	৫৩	৩৮	৫৪	৬৮	৮৬	৩৮২	
৩।	অপহরণ	১৯	৩৫	৭	১৩৩	১৩৩	-	৩২৭	
মোট ঃ		২২৫	১১৪	৮৪	২২১	২৫৫	১৫৩	৯৫২	

সুত্রঃ দৈনিক আজকের কাগজ, ডিসেম্বর ০২, ২০০৩

প্রকৃতপক্ষে শান্তি চুক্তির পরে বিশেষ করে দূর্গম এলাকা থেকে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহারের পর আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। UPDF ও PCJSS ছাড়াও পার্বত্য এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট ছোট অস্ত্রধারী বাহিনী ও দল। প্রতিপক্ষের উপর হামলা, হত্যা, লুন্ঠন, অপহরণ চাঁদাবাজি ইত্যাদি হয়ে উঠেছে পাহাড়ের নিত্তনৈমত্তিক ঘটনা। শুধু পাহাড়ীরাই নয়। তিন জেলায় মধ্যে খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান বেশ কিছু বাঙ্গালী অস্ত্রধারী সংগঠনও গড়ে উঠেছে।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

৬.৩.৩। **পার্শ্ববর্তী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা**। পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী ভারতের রাজ্যসমূহ এবং মিয়ানমারের অংশে বহু বিচ্ছিন্নতাবাদী/বিদ্রোহী দল সক্রিয় আছে। শান্তি চুক্তি উত্তর পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনীর ক্যাম্প প্রত্যাহার এবং অরক্ষিত দূর্গম আন্তঃজাতিক সীমান্ত এলাকার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বিশেষ করে বান্দরবানের রোয়াংছড়ি ও থানচি উপজেলার প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী এলাকায় মায়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী কয়েকটি সন্ত্রাসী গ্রুপ কার্যক্রম চালাচ্ছে।[১৭] সরকারী বিভিন্ন প্রতিবেদনও সীমান্তবর্তী এলাকায় বিদেশী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতার সত্যতা পাওয়া যায়।[১৮]

৬.৩.৪। **অবৈধ অস্ত্র, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কর্মকান্ড**। পার্বত্য চট্রগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সাথে সাথে মাদক দ্রব্য আবাদ ও ব্যবসা, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসাসহ অন্যান্য ক্ষতিকর কর্মকান্ডও বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের অন্যতম নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী Golden Triangle যথা লাওস, কম্বোডিয়া, ও থাইল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী হওয়ার দরুন পার্বত্য চট্রগ্রাম আন্তজাতিক চোরাকারবারীদের নেশাজাত দ্রব্য বহনের নিরাপদ পথে রুপান্তিত হয়েছে। অত্যন্ত লাভজনক বিধায় স্থানীয় অধিবাসীরাও পাহাড়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যপকহ্যারে আফিম, গাজা ইত্যাদির চাষ শুরু করেছে। তিনটি পার্বত্য জেলা যথা বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে অত্যাধূনিক সামরিক অস্ত্র অবৈধভাবে প্রবেশ করছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতিয় সন্ত্রাসী, থাইল্যান্ডের কারেন বিদ্রোহী আরাকানি রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র গোপনে বাংলাদেশে এসেছে।[১৯] অস্ত্র চোরাচালান সংক্রান্ত বিভিন্ন রাস্তা/ট্রানজিট পয়েন্ট পরিশিষ্ট-১৫-এ দেখানো হ'ল। ১৯৯৭ সালের একটা সূত্রমতে গত ২১ বৎসরে বাংলাদেশী বায়ফ ও এজেন্ট দ্বারা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকার অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা করা হয়েছে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৭ সালে [redacted] শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি এখনো যথেষ্ট জটিল এবং অস্থির যার সমাধান হতে আরো অনেক বছর লাগবে।

তথ্য সূত্রঃ

১। প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিয়া, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে'', পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ওসার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেন্ডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্টা-২৫ ও ২৬।

২। হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ডিসেম্বর ৫, ১৯৯৭।

৩। ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল বাছেত, ''শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে'',পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেন্ডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃষ্টা-২১।

৪। যায়যায় দিন, অক্টোবর ২৭, ১৯৯৮, পৃষ্টা-৯।

৫। M M Rezaul Karim, "Peace or a New Conflict?" Dhaka Courier, Dec-12, 1997, P-17.

৬। রুপায়ন দেওয়ান, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া '', দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০২, ২০০৩

৭। পুর্বোক্ত।

৮। আব্দুল কাইয়ুম, ''পাহাড়ীদের উন্নয়ন ও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া'', দৈনিক প্রথম আলো, জুন ১৮, ২০০৩।

৯। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এম সাখাওয়াত হোসেন (অবঃ), ''চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি প্রসঙ্গে'', প্রথম আলো, ডিসেম্বর ২৪, ২০০৩।

১০। পুর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১১। পুর্বোক্ত

১২। রুপায়ন দেওয়ান, পুর্বোক্ত, নোট ৬।

১৩। আব্দুল কাইয়ুম, পুর্বোক্ত, নোট ৮।

১৪। Ali Murtaza, Dhaka Courier, Mar 12, 1999, P-13.

১৫। দৈনিক আজকের কাগজ, ডিসেম্বর ০২, ২০০৩।

১৬। সাগর সরওয়ার, "অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামঃ গড়ে উঠেছে ছোট ছোট সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ," দৈনিক ইত্তেফাক, জুন ২১ং ২০০৩।

১৭। পুর্বোক্ত।

১৮। ১৯৯৯ সালের ৭ জুলাইতে জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে জুরাছড়ি উপজেলার নির্বাহি অফিসারের প্রতিবেদন।

১৯। জসীম চৌধূরী সবুজ, সীমান্ত পথে আসা অবৈধ অস্ত্রের ট্রানজিট পয়েন্ট চট্টগ্রাম, দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর '০৩, ২০০৩।

২০। প্রফেসর আব্দুল মান্নান, "পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী থাকতে হবে", দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ২৫, ১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

৭.০ উপসংহার

৭.১। **সাধারণ**। বাংলাদেশের দক্ষিন পূর্বাঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপথের নাম পার্বত্য চট্রগ্রাম। দেশের মোট আয়তনের মাত্র এক দশমাংশ এলাকা হলেও পাহাড়-জঙ্গল, ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদীতে ঘেরা প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা পার্বত্য চট্রগ্রাম সমতল ভুমির বাংলাদেশের ভূ-বৈচিত্র ও সার্বিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ভৌগলিক অবস্থান এবং বিভিন্ন দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তজাতিক উপাদনের প্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বও অপরিসীম। এ অঞ্চলের উপর পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমার, ভারত ও চীন-এর যেমন স্বার্থ বিদ্যমান তেমনিভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ অন্যান্য দেশ ও সংগঠন/ সংস্হার বিভিন্ন ধরনের স্বার্থও সংশ্লিষ্ট। এ অঞ্চলে মুলতঃ উপজাতি জনগোষ্ঠিই বাস করলেও কালের পরিক্রমায় বর্তমানে প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠি অউপজাতীয় লোক। তাছাড়া পাহাড়ীদের মানবেত দুঃখ কষ্টের কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমি থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পত তা প্রকাশ্য সশস্ত্র বিদ্রোহের রুপ নেয়। তারপর দীর্ঘ প্রায় তিন যুগের মত রক্তক্ষয়ী উপজাতি বিদ্রোহ প্রচুর জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আন্তজাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্হ হয়েছে। তবে ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তির পরে উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমন একটা পর্যায়ে উপনিত হওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু শান্তি চুক্তির বিভিন্ন ধারা ও উহার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশীয় ও আন্তঃজাতিক কারনে পার্বত্য চট্রগ্রামের পরিস্হিতি এখনও বেশ জটিল।

৭.২। **এই অভিসন্দর্ভের গভেষনা প্রাপ্তিসমূহ**। এই গবেষনা থেকে পার্বত্য চট্রগ্রামের একটা সার্বিক পরিচিতির সাথে সাথে এ অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারনা পাওয়া যাবে। তাছাড়া পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি বিদ্রোহের কারণ ও তার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কেও জানা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় থেকে [redacted] দক্ষিন-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্রগ্রাম বাংলাদেশের সর্বমোট এলাকার এক দশমাংশ এলাকা। শুরুতে এখানে কোন জনবসতি না থাকলেও কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন কারনে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠির উপজাতিরা এখানে এসে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে এখানে অউপজাতি জনগোষ্ঠীর সাথে সাথে ১৩টি উপজাতির জনগণ বসবাস করে। বর্তমানে পার্বত্য চট্রগ্রামের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই অউপজাতিয় জনগোষ্ঠি। পার্বত্য চট্রগ্রাম অর্থনৈতিক ভাবে খুবই সম্ভাবনাময়। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদের পাশাপাশি এ অঞ্চল পর্যটন শিল্পের জন্যেও খুবই আকর্ষনীয় ও উপযোগী।

দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে বিভিন্ন যুগে পার্বত্য চট্রগ্রামে রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। ব্রিটিশ পূর্ব যুগ থেকেই পার্বত্য চট্রগ্রাম বর্তমান বাংলাদেশের মুল ভূখন্ডের অংশ ছিল। ব্রিটিশরা তাদের শাসনের সুবিধার জন্যে পার্বত্য চট্রগ্রাম ম্যানুয়াল ১৯০০ প্রনয়ণ পূর্বক এ এলাকায় অউপজাতিদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রন শুরু করে। তাছাড়া কর আদায়ের সুবিধার জন্যে তারা রাজা, হেডম্যান, কারবারী ইত্যাদি পদ সৃষ্টি করে। অতপর পাকিস্তান আমলেও এই অঞ্চলের উপর শাসনের নামে শোষন চলতে থাকে। ১৯৮৪ সালের দিকে পার্বত্য চট্রগ্রামকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পার্বত্য উপজাতি বিদ্রোহ প্রকাশ্য রুপ লাভ করে।

তৃতীয় অধ্যায় থেকে জানা যায় ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে পার্বত্য চট্রগ্রাম আঞ্চলিক ও আন্তজাতিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থ ওতপ্রতভাবে জড়িত। এ অঞ্চলের সাতটি রাজ্যের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও দেশের ভৌগলিক অখন্ডতা রক্ষার জন্যে ভারতের নিকট পার্বত্য চট্রগ্রামের বিশেষ প্রয়োজন আছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের পক্ষান্তরে বিশ্বের

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম শক্তি চীনকে ভারত মহাসাগরে কার্যকরী উপস্থিতি নিশ্চিত করার স্বার্থে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থান মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিয়ন্ত্রন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনাসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার। এই অঞ্চলের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থও বিশেষভাবে জড়িত। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে তৈল ও গ্যাসের প্রতি তাদের বহুজাতিক কোম্পানীগুলির লালুপ দৃষ্টি আছে। তাছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, জাপান ও ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নানামূখী স্বার্থও পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। তারা এখানকার বিভিন্ন ইস্যুতে বিশেষ করে মানবাধিকার লঙ্গন ইস্যুতে বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উপজাতি অসন্তোষের কারণ ও তাদের বিভিন্ন দাবীর বাস্তবতা জানতে পারি। এখানে উপজাতিদের ৫ দফা দাবীর বিশ্লেষন ও তার দুর্বল দিকগুলিও ফুটে উঠেছে। উপজাতীরা ৫ দফা দাবীর আড়ালে অনেকগুলি দাবী তুলে ধরেছে। তাছাড়া বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে এ দাবীগুলি উপজাতিদের জন্যে একটা পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী যা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থি। এই অধ্যায় থেকে সরকার পরিচালিত সন্ত্রাস দমন যুদ্ধ সম্পর্কেও জানা যায়। সন্ত্রাস দমন যুদ্ধে শুরু থেকেই সরকার সামরিক ও বেসামরিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কালের পরিক্রমায় এই কার্যক্রম ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়েছিল যা ছিল খুবই কার্যকরী। ফলশ্রুতিতে শান্তি বাহিনী শুধুমাত্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি বরং তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিনও হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক সূত্রতা থাকলেও ভারত বিভক্তি এবং পাকিস্তান আমলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারনে উপজাতি জনগোষ্ঠির অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। তবে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের পর থেকে এই সমস্যা সশস্ত্র বিচ্ছিন্নবাদী যুদ্ধে রুপ

Dhaka University Institutional Repository

নেয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর উহা জটিল আকার ধারণ করে। ভারত ও মিয়ানমারসহ অন্যান্য দেশ থেকে উপজাতিরা সাহায্য সহযোগিতা পেতে থাকে। ভারত নিজের বিভিন্ন কৌশলগত স্বার্থে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপজাতি বিদ্রোহীদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে। উপজাতির সমস্যা উদ্ভবের পিছনে নিম্নের উপদানগুলি কাজ করেছেঃ

ক। প্রাক ব্রিটিশ, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের শাসনের নামে শোষন ও অত্যাচার।

খ। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক কাপ্তাই বাঁধ নির্মানসহ অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ণের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা এবং তারা প্রত্যক্ষ কোন সুবিদা থেকে বঞ্চিত হওয়া।

গ। অউপজাতিদের দ্বারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষন।

ঘ। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তানপন্থী উপজাতিদের প্রতি অত্যাচার এবং বিজাতীয় মনোভাব।

ঙ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপজাতীয়দের চার দফা দাবীর সরাসরি প্রত্যাখান।

চ। প্রেসিডেন্ট শহীদ জিয়াউর রহমান কর্তৃক উপজাতি সমস্যা সমাধানের জন্যে গৃহিত কিছু পদক্ষেপ বিশেষ করে সামরিক পদক্ষেপ এবং অউপজাতিদের পাহাড়ে পূর্ণবাসন করা।

ছ। কিছু উপজাতি নেতৃবৃন্দের মুল জাতি শর্তার থেকে দুরে থাকার প্রবনতা এবং পার্শ্ববর্তী সকল সমগোত্রীয় উপজাতীদের নিয়ে একটা বৃহত্তর উপজাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা।

Dhaka University Institutional Repository

জ। উপজাতিদের আন্তর্জাতিক সাহায্য সহযোগিতা বিশেষ করে ভারত থেকে সর্বাত্মক সাহায্য লাভ করা।

পঞ্চম অধ্যায় থেকে আমরা পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপট, শান্তিচুক্তির বিভিন্ন দিক এবং শান্তি চুক্তি উত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। স্বাধীনতার পর থেকে প্রতিটি সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করে শান্তি চুক্তির প্রেক্ষাপটে তৈরী করেছিল। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ সালের ০২ ডিসেম্বর তারিখে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তবে শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অনেক ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে নিম্নে উল্লেখিত জটিলতাগুলি বিদ্যমান যা বাস্তবায়ন করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপারও বটেঃ

ক। ভূমি সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান করা।

খ। অউপজাতিদের অবস্থান নির্ধারণ করা।

গ। নিরাপত্তা বাহিনী প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে তাদের নিয়োগ করা

এ অধ্যায় থেকে শান্তিচুক্তি উত্তর পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা সচ্ছ ধারনা পাওয়া যায় যা খুব একটা সুখকর নহে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্যঃ

ক। উপজাতীদের মধ্যে শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে উভয় ধারা খুবই সক্রিয়। তারা আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। অউপজাতি জনগোষ্ঠিও শান্তি চুক্তি নিয়ে সোচ্চার।

খ। পাহাড়ে সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুন অবনতি হয়েছে।

গ। পার্শ্ববর্তী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আমাদের দেশের মধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চালানোর চেষ্টায় আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ। পাহাড়ে অবৈধ নেশা দ্রব্য ও অস্ত্র ব্যবসা দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এ ব্যাপারে দেশীয় ও আন্তজাতিক চক্র জড়িত।

৭.৩। **<u>চূড়ান্ত মূল্যায়ন ও সুপারিশ</u>**। পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ প্রায় তিন যুগের রক্তক্ষয়ী উপজাতি বিদ্রোহ প্রশমনের ক্ষেত্রে একটা পর্যায়ে উপণীত হওয়া গিয়েছিল। সঙ্গত কারনেই বর্তমানে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খুবই মন্থর এবং বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন। ফলশ্রুতিতে পার্বত্য চট্রগ্রামের উপজাতি ও অউপজাতি উভয় জনগোষ্ঠির মধ্যেই অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে উত্তেজনা যা মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক (উপজাতি-অউপজাতি) দাঙ্গার সৃষ্টি করছে। গত ২৬ আগষ্ট '০৩ তারিখে পার্বত্য খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়িতে সংগঠিত উপজাতি-অউপজাতি দাঙ্গা এ প্রসংগে স্মরণযোগ্য। একটি আধুনিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে হবে। সমস্যা যতই জটিল ও নাজুক হোক না কেন সর্বাত্মক আন্তরিকতার মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং পার্বত্য অঞ্চলের সকল জনসাধারণকে বিশেষ করে উপজাতিদের জাতীয় বৃহত্তর স্রোতের সাথে সমন্বয় করতে হবে। এ জন্যে প্রয়োজন সরকারের আন্তরিকতা ও দুরদর্শী দিক নির্দেশনা প্রদান করা। পক্ষান্তরে পার্বত্য চট্রগ্রামের বাস্তব অবস্থা ও জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনাপূর্বক উপজাতি নেতৃবৃন্দকেও অউপজাতি ও সেনা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে মুল্যায়ন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রকৃতপক্ষে সরকার ও উপজাতি নেতৃবৃন্দ উভয় পক্ষকেই উদার ও যুক্তিসঙ্গত মনোভাব নিয়ে বাস্তবতার আলোকে কাজ করতে হবে। তাছাড়া নিম্নের ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলেও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন অনেকটা নির্বঘ্ন ও কার্যকরী করা সম্ভব হবেঃ

ক। পার্বত্য চট্রগ্রামের সাথে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকার পুর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ জন্যে উক্ত এলাকায় সীমান্ত চৌকির (BOP) সংখ্যা

Dhaka University Institutional Repository

বৃদ্ধি এবং রাইফেল [redacted] উন্নত ও ভারী অস্ত্র প্রদান করতে হবে। তাছাড়া অবশিষ্ট আন্তর্জাতিক সীমান্তও দ্রুত চিহ্নিত ও মার্কিং করতে হবে।

খ। পার্বত্য এলাকায় পুলিশ প্রশাসনকে পুনঃবিন্যাস ও কার্যকরী করা প্রয়োজন। তাদেরও আধুনীকরণ করে ভাল অস্ত্র প্রদানসহ সংখ্যা ও অবস্থান বৃদ্ধি করতে হবে।

গ। পার্বত্য এলাকায় প্রচুর রাস্তা-ঘাট নির্মাণ সহ অন্যান্য উন্নয়নমুলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। দ্রুত পার্বত্য প্রত্যান্তাঞ্চলে পৌছানের জন্যে পর্যাপ্ত লম্বালম্বি ও সমান্তরাল (Lateral and vertical) যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে উদার ও খোলামন নিয়ে দুরদৃষ্টির সাথে কাজ করতে হবে। ভূমি প্রশাসন, অউপজাতিদের অবস্থান ও নিরাপত্তা বাহিনী সংক্রান্ত বিষয়গুলিসহ সকল জটিল ও স্পর্ষকাতর বিষয়গুলি বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে মুল্যায়নপূর্বক সকলকে কিছু কিছু ছাড় দিয়ে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছান খুবই প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-২ঃ উপজাতিদের অবস্থান

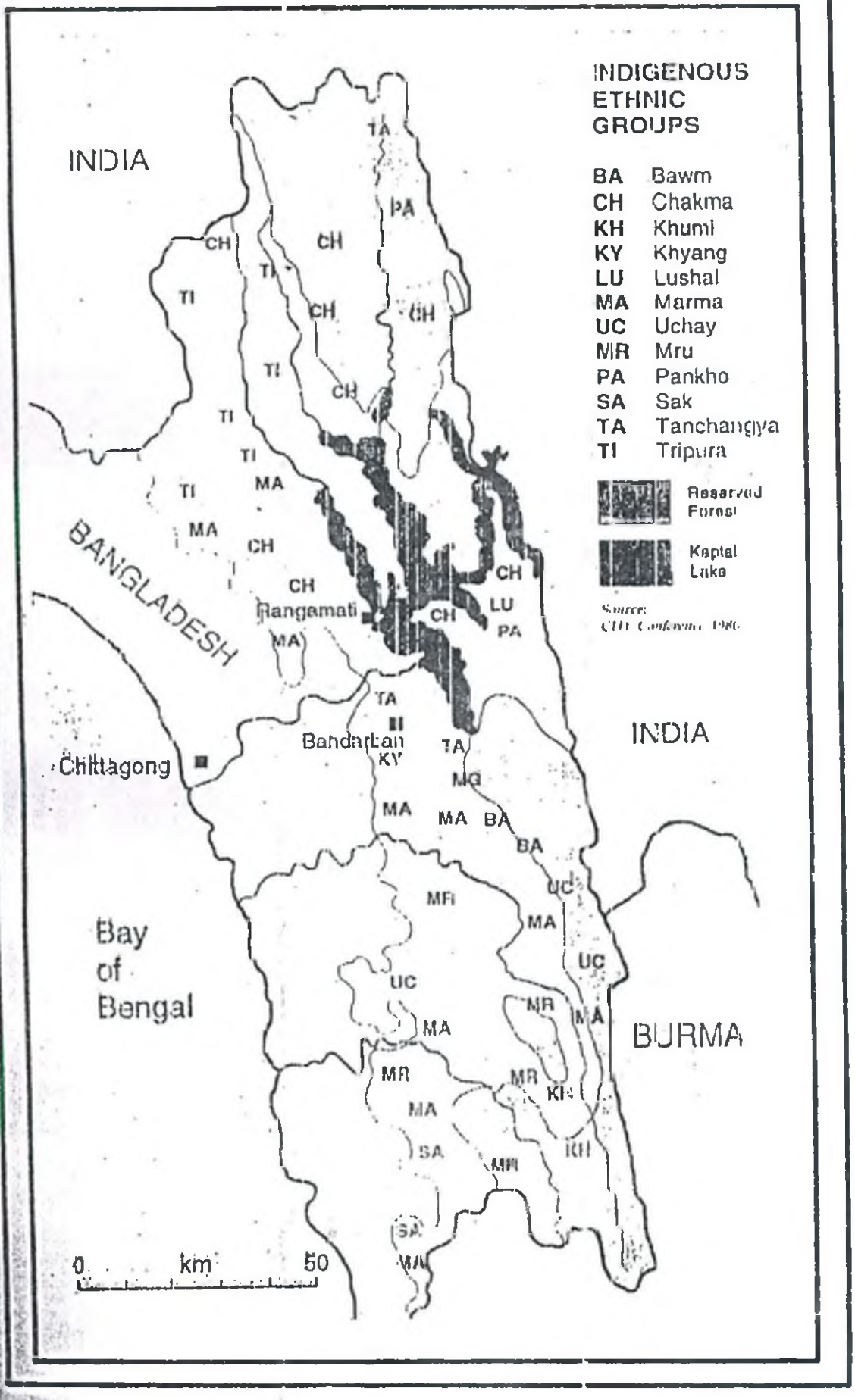

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

RELEVANT EXTRACTS FROM THE CHITTAGONG HILL TRACTS REGULATION

1900 (1 OF 1900)

The Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (1 of 1900) a regulation to declare the law applicable in and provide for the Administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal.

(Received the assent of the Governor-General on the 13th idem; and in the Calcutta Gazette on the 17th idem)

Whereas it is expedient to declare the law applicable in and provide for the administration of, the Chittagong Hill Tracts in Bengal, it is hereby enacted as follows:

CHAPTER I - PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement :

   a. This Regulation my be called the Chittagong Hill Tracts Regulations, 1900.

   b. It extends to the Chittagong Hill Tracts

   c. It shall come into force on such date as the Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette, appoint.

2. Definiation - In this Regulation :

   a. The expression "Chittagong Hill Tracts" means the area known by that name as existing on the first day on January 1936; and

   b. "Commissioner" means the Commissioner of the Chittagong Division.

Dhaka University Institutional Repository

CHAPTER II - LAWS

Chittagong Hill Tracts how to be administered-subject to the provisions of this Regulation, the administration of the CHT shall be carried on it accordance with the rules for the time being in force under section 18.

— — — —

CHAPTER - III - APPOINTMENT AND POWERS OF CERTAIN OFFICERS

5. Appointment of the Deputy Commissioner and subordinate officers - The Local Government may, by notification in the Calcutta Gazette :

a. Appoint any person to be the Deputy Commissioner of the Chittagong Hill Tracts; and

b. Appointment so many Deputy Magistrates and Deputy Collectors and other officers as it thinks fit to assist in the administration of the said Tracts.

— — — —

7. Chittagong Hill Tracts to be a district under the Deputy Commissioner. *The Chittagong Hill Tracts shall constitute a district for the purpose of criminal and civil jurisdiction and for revenue and general purposes, the Deputy Commissioner* shall be the District Magistrate and subject to any orders passed by the Local Government under section 5, the general administration of the said Tracts, in criminal civil, revenue and all other matters shall be vested in the Deputy Commissioner.*

8. Chittagong Hill Tracts to be sessions division under the Commissioner :

Dhaka University Institutional Repository

1. The Chittagong Hill Tracts shall constitute a sessions division and the Commissioner shall be the Sessions Judge.

2. As Sessions Judge the Commissioner may take congnizance of any offence as a court of original jurisdiction, without the accused being committed to him by the Magistrate for trial and when so taking cognizance, shall follow the procedure prescribed by the code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1998), for the trial of warrant - cases by Magistrate.

HIGH COURT : The Local Government shall exercise the powers of High Court for the purpose of the Submission of sentences of death for confirmation under the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1998) and the Commissioner shall exercise the powers of High Court for all other purpose of the said Code.

POWER TO WITHDRAW CASES : The Deputy Commissioner* may withdraw any criminal or civil cases pending before any officer or Court in Chittagong Hill Tracts and may either try it himself or refer it for trial to some other officer or court.

CHAPTER - IV - ARMS, AMMUNITION, DRUGS AND LIQUOR

Possession of firearms and ammunitions and manufacture of Gun powder -

(1) The Deputy Commissioner may fix the number of firearms and the quantity and description of ammunition which may be possessed by the inhabitants of any village and may grant permission, either to such inhabitants collectively or to any of them individually, to possess such firearms and ammunition as he may think fit.

— — — —

(3) Any permission granted under sub-section (1) to possess fire-arms and ammunition may be withdrawn by the Deputy

Dhaka University Institutional Repository

Commissioner $ and thereupon all firearms and ammunitions referred to in such permission shall be delivered to the Deputy Commissioner or one of his subordinates.

4) The Deputy Commissioner $ may grant permission to any person to manufacture gun powder and may withdraw such permission.

5) Whoever, without the permission of the Deputy Commissioner $ possesses or exports from the Chittagong Hill Tracts any firearms or ammunition or manufactures any gun powder shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both.

— — — —

CHAPTER - V - MISCELLANEOUS

POLICE : The Chittagong Hill Tracts shall be seemed to be a general police district within the meaning of the Police Act, 1861 (V of 1861) and Bengal Act VII-of 1869 (an Act to amend the constitution of the Police Force in Bengal), and the I.G. of Police, East Bengal shall exercise therein all the powers and authority conferred on an Inspector General of Police.

CONTROL AND REVISION

1. All officers in the Chittagong Hill Tracts shall be subordinate to the Deputy Commissioner,* who may revise any order made by any such officer including a Deputy Magistrate and Deputy Collector a Sub-Deputy Magistrate and Sub-Deputy Collector* under section 6.

2. The Commissioner may revise any order made under this Regulation by the Deputy Commissioner* or any other officer in the Chittagong Hill Tracts* except any order made in the matter of land Administration and land reforms.

Dhaka University Institutional Repository

3. The Local Government may revise any order made under this Regulation.

POWER TO MAKE RULES

1. The Local Government may make rules for carrying into effect the objects and purposes of this Regulation.

2. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may -

   a. Provide for the administration of civil justice in the Chittagong Hill Tracts;

   b. Prohibit, restrict or regulate the appearance of legal practitioners in cases arising in the said tracts;

   c. Provide for the registration of documents in the said tracts;

   d. Regulate or restrict the transfer of land in the said tracts;

   e. Provide for the sub-division of the said Tracts into circles and those circles into mouzas; +

   f. Provide for the collection of the rents and the administration of the revenue generally in the said circles and mouzas through the Chiefs and Headman;*

   g. Define the powers and jurisdiction of the Chiefs and Headman and regulate the exercise by them of such powers and jurisdiction;

   h. Regulate the appointment and dismissal of Headmen; *

   i. Provide for the remuneration of Chiefs, Headman and village officers generally by the assignment of lands for the purpose of otherwise as may be thought desirable; *

Dhaka University Institutional Repository

j. Prohibit, restrict or regulate the migration of cultivating ravats from one circle to another;

k. Regulate the acquisition by Government of land required for public purposes;

kk. Provide for compulsory vaccination in the said tracts;

i. Provide for the levy of taxes in the said tracts;

ii. Provide for the registration of persons who are habitual consumers of opium in the said Tracts; and

m. Regulate the procedure to be observed by officers acting under this Regulation or the rules for the time being in force thereunder;

dd. Provide for the control of money-lenders and the regulation and control of money-lending in the said Tracts.

(3) All rules made by the Local Government under this Section shall be published in the Calcutta and on such publication, shall have effect as if enacted by this regulation.

— — — —

19. Bar jurisdiction of Civil and Criminal Courts-Except as provided in this Regulation or in any other enactment for the time being in force, a decision passed, act done or order made under this Regulation or the rules thereunder, shall not be called in question in any Civil or Criminal Court.

— — — —

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

মানচিত্র-৩ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ব

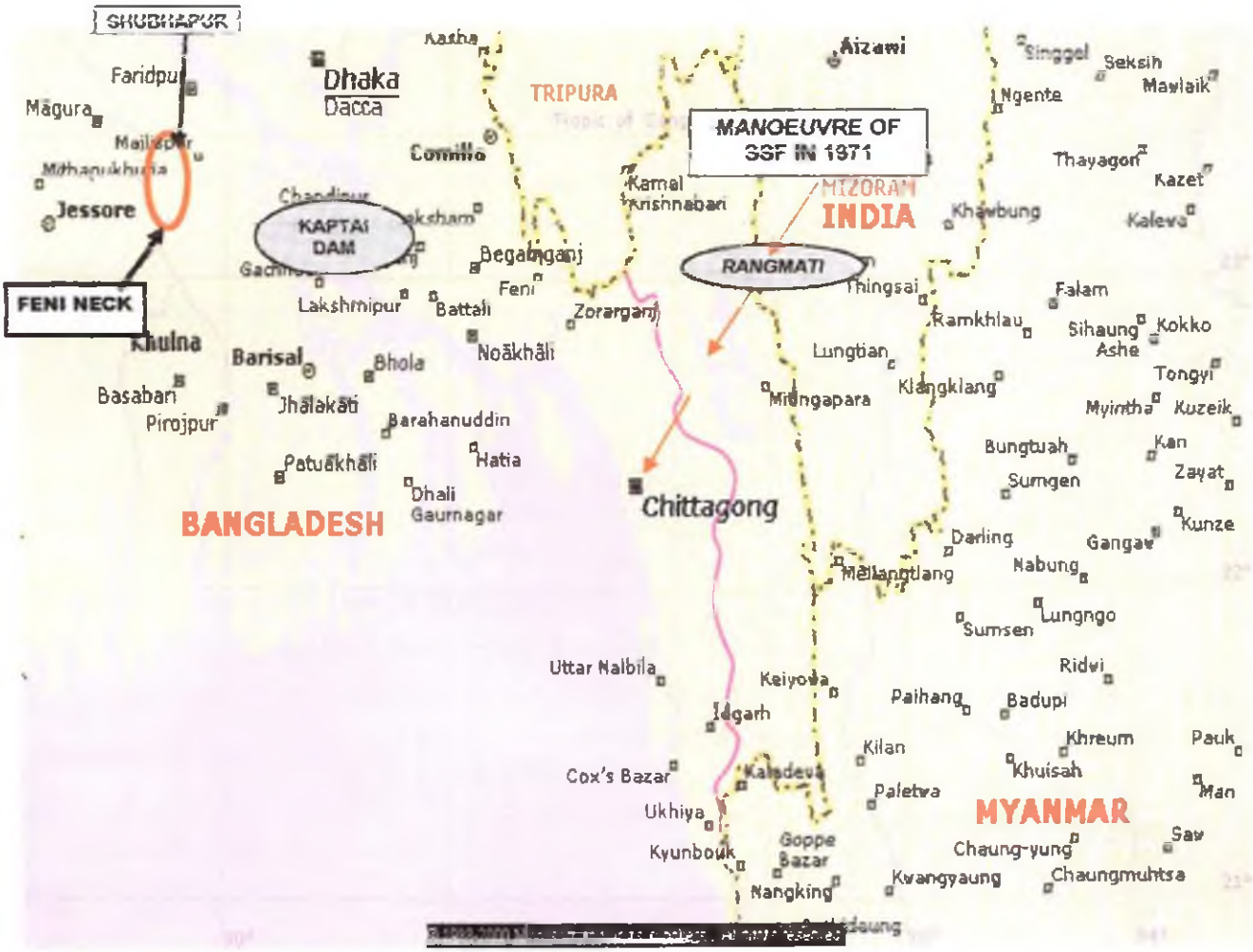

401406

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৪

মানচিত্র-৪ঃ ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বে আঞ্চলিক ও আন্তঃজার্তিক উপাদান

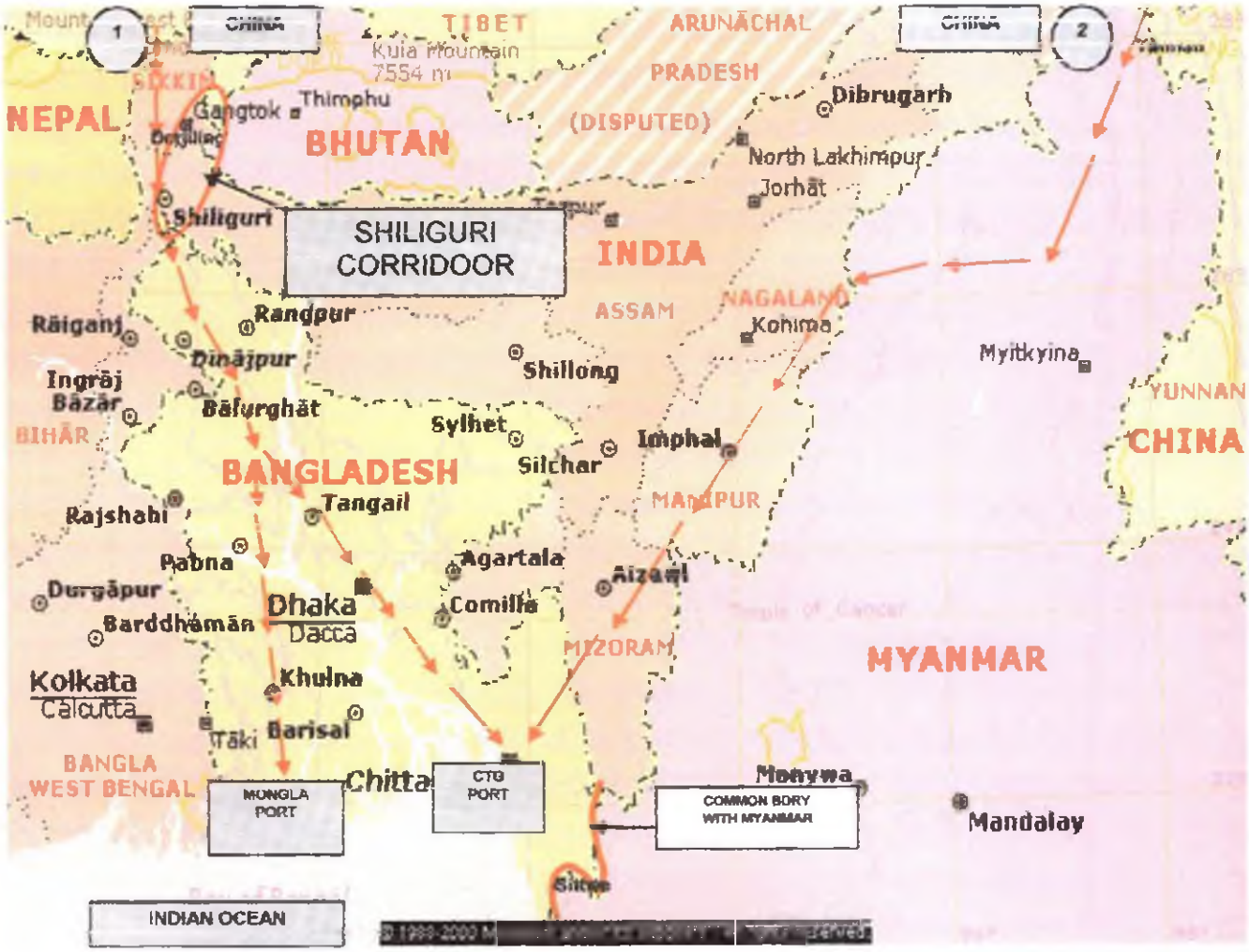

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৫

১৯৮৭ সালে প্রদত্ত শান্তি বাহিনীর ৫ দফা দাবী

প্রথম দফা দাবী। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করেঃ

* পার্বত্য চট্রগ্রামে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

* আঞ্চলিক পরিষদ (Regional Council) সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন পার্বত্য চট্রগ্রামকে প্রদান করা।

* এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগনের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকবে।

* আঞ্চলিক পরিষদের অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, উপআইন, আদেশ, নোটিশ, প্রণয়ন, জারী ও কার্যকর করার ক্ষমতার অধিকারী হবে।

* পরিষদের তাহবিল ও সম্ভাব্য আয়ের সাথে সংগতি রেখেয়া স্বাধীনভাবে বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করার ক্ষমতা এই পরিষদের হাতে থাকবে।

* আঞ্চলিবক পরিষদের নিমোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও অধিকার করা হবেঃ

** পার্বত্য চট্রগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা।

** জেলা পরিষদ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় প্রশাসক সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

** পুলিশ।

** ভুমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

** কৃষি ও কৃষি উদ্যান উন্নয়ন।

** কলেজ, মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা।

** বন, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

** গণস্বাস্থ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা।

** আইন ও বিচার। Dhaka University Institutional Repository

** পশুপালন ও বন্য পানি সংরক্ষণ।

** ভুমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত।

** ব্যবসা-বাণিজ্য।

** ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প।

** রাস্তা ঘাট ও যাতায়ত ব্যবস্থা।

** পর্যটন।

** মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষাবেক্ষণ।

** যোগাযোগ ও পরিবহন।

** ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকারণ।

** পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ।

** হাটবাজর ও মেলা।

** সমবায়।

** সমাজ কল্যাণ।

** অর্থ।

** সাংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান।

** যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া।

** জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন ও পরিবার পরিকল্পনা।

** মহাজনী কারবার ও ব্যবসা।

** সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

** মদ, সেলাই, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও সরবারহ।

** গোরস্থান ও শশ্মান।

** দাতব্য প্রতিষ্ঠান, আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনাগার।

Dhaka University Institutional Repository

** জলসম্পদ ও সেচব্যবস্থা।

** জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পূর্ণবাসন।

** পরিবেশ সংরক্ষন ও উন্নয়ন।

** কারাগার।

** পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম ও গুরুত্বপুর্ণ বিষয়।

* চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, মুরং, বোম, লুসাই, পাংখো, খূমি, খিয়াং ও চাক এই ভিন্ন ভাষাভাষী দশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির সংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

* পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসন বিধি অনুযায়ী শাসিত হবে। সংবিধানে এ রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

* বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হতে এসে যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করতে না পারে সংবিধানে সেই রকম সংবিধির ব্যবস্থা করা।

* পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এ রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করতে না পারে সে রকম আইন বিধি (Inter line Regulation) প্রণয়ন করা। তবে শর্ত থাকে যে, কর্তব্যরত সরকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না।

** গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগনের মতামত গ্রহন ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন (Amendment) যেন না করা হয় সংবিধানে সেই রকম সংবিধান ব্যবস্থা করা হয়।

** আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রনীত না হয় সংবিধানের সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

* পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসিদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা। তদুদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রনয়ণ করা।

* যুদ্ধ ও বহিঃআক্রমন ব্যতীত অভ্যান্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশে অন্যন্য অঞ্চলে বা উহার যে কোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদের সম্মূখিন হলেও আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যের পরামর্শ ও সম্মত ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা না হয় সংবিধান সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি প্রণয়ন করা।

* পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকার, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তিকে যেন নিয়োগ করা না হয় সেই রমক দেশ-বিধি প্রয়োগ করা। তবে কোন পদে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকিলে সরকার হতে প্রেষণে উক্ত পদে নিয়োগ করা।

দ্বিতীয় দফা দাবী।

* রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই তিনটি জেলা বলবৎ রাখিয়া একত্রে পার্বত্য চট্রগ্রামকে একটি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ইউনিটে পরিণত করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামের নাম পরিবর্তন করে পার্বত্য চট্রগ্রামকে জুম্মুল্যান্ড (Jummaland) নামে পরিচিত করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্য পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক একটি পৃথক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামের ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্মু জনগনের জন্য একটি বিশেষ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্মু জনগনের জন্যে সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

Dhaka University Institutional Repository

* * কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা (Power Project Centre Area), বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিকগ্রহণকৃত জমি ব্যতীত অন্যান্য সকল শ্রেনীর জমি, পাহাড় ও কাপ্তাই হ্রদ এলাকা এবং সংরক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চলসহ অন্যান্য সকল বনাঞ্চল পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন করা।

* * কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা (Power Project Centre Area) বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা এলাকাও রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অধিকগ্রহনকৃত জমির সীমানা সুনির্দিষ্ট করা।

* * পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিকগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

* * পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন ব্যক্তির দ্বারা বেদখলকৃত ও অন্য কোন উপায়ে বন্দোবস্ত কৃত বা ক্রীত বা হস্তান্তরকৃত সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা এবং এ সমস্ত জমি ও পাহাড় প্রকৃত মালিকের নিকট অথবা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

* * পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী অধিবাসী নন এমন কোন ব্যক্তির নিকট বা কোন সংস্থাকে যে সমস্ত জমি বা পাহাড় বা রাবার চাষ, বনায়ন অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে লীজ (Lease) বা বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত জমির লীজ ও বন্দোবস্ত বাতিল করা এবং ঐ সমস্ত জমি ও পাহাড় পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন করা।

* * সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর ক্যাম্প ও সেনানিবাস কর্তৃক পরিত্যক্ত সকল এলাকা পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন করা।

 Dhaka University Institutional Repository

* ১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হতে যারা বেআইনিভাবে পার্বত্য চট্রগ্রামে অনুপ্রবেশ করে পাহাড় কিংবা ভূমি ক্রয়, বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাস করছে সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্রগ্রাম হতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া।

* ১৯৬০ সালের পর হতে সে সকল জুম্মু নর-নারী ভারতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদের সকলের সম্মনজনক প্রত্যাবর্তন ও সুষ্ঠু পূর্ণবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

* কাপ্তাই বাঁধের সর্ব্বোচ্চ জলসীমা নির্ধারণ করা এবং কাপ্তাই বাঁধে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারসমূহের সুষ্ঠু পুণর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

* সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস পার্বত্য চট্রগ্রাম হইতে তুলে নেয়া।

* বহিঃশত্রুর আক্রমন, যুদ্ধ বা জরুরী অবস্থা ঘোষনা ব্যতীত পার্বত্য চট্রগ্রাম কোন সেনাবাহিনীর সমাবেশ না করা ও সেনানিবাস স্থাপন করা।

চতুর্থ দফা দাবীঃ

* পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির সকল সদস্যের যথাযথ পূণর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির কোন সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রকারের মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট, হুলিয়া থাকে অথবা কাহারও অনুপস্থিতে যদি কোন বিচার নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তা হলে বিনাশর্তে সে সব মামলা, অভিযোগ, ওয়ারেন্ট ও হুলিয়া প্রত্যাহার ও উক্ত বিচারের রায় বাতিল করা এবং কারও বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রাম জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপে জড়িত করিয়া পার্বত্য চট্রগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে যদি কারো বিরুদ্ধে কোন মামলা বা অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট থাকে অথবা কারও অনুপস্থিতে কোন প্রকার বিচার নিষ্পন্ন হয়ে থাকে তা হলে বিনা শর্তে সেই সব মামলা,

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ ও ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার ও বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি বাতিল করা এবং কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকারের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

* বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে জুম্মু জনগনের জন্যে নির্দিষ্ট কোটা সংরক্ষণ করা ।

* বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাডেট কলেজ, কারিগরী ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জুম্মু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা।

* সরকারী চাকুরীতে জুম্মু জনগনের জন্যে বয়ঃসীমা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা।

* সরকারী অনুদানের পার্বত্য চট্রগ্রামের জন্যে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা।

* ভূমিহীন ও জুম্মু চাষিদের (জুমিয়া) পূণর্বাসনসহ কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ, সংস্কৃতি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি খাতে বিশেষ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও তজ্জন্য সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামের একটি পুনাংঙ্গ বেতার কেন্দ্র স্থাপন করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বহাল রাখা এবং উহা পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রনে আনা।

পঞ্চম দফা দাবী। পার্বত্য চট্রগ্রামের সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের লক্ষ্যে অনুকুল পরিবেশ গড়িয়ে তোলা একান্ত অপরিহার্য। তৎপরিপ্রেক্ষিতে ঃ

* সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারধীন বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর হেফাজত আটককৃত সকল জুম্মু নর-নারীকে বিনা শর্তে অনতি বিলম্বে মুক্তি প্রদান করা।

* পার্বত্য চট্রগ্রামের প্রশাসনকে অনতিবিলম্বে বেসামরিকরণ করা।

* জুম্মু জনগনের গুচ্ছগ্রাম, বড়গ্রাম, শান্তিগ্রাম, আদর্শ গ্রামের নামে গ্রুপিং করিবার কার্যক্রম বন্ধ করা এবং এই গ্রামসমূহ অনতিবিলম্বে ভেঙ্গে দেয়া।

* বাংলাদেশ অপরাপর অঞ্চল হতে আসা পার্বত্য চট্রগ্রামে অনুপ্রবেশ, বসতি স্থাপন, পাহাড় ও ভুমি ক্রয়, বন্দোবস্ত, হস্তান্তর ও বেদখল বন্ধ করা।

Dhaka University Institutional Repository

* পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছগ্রামে বসবাসরত বহিরাগতদের পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে অনতি বিলম্বে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া।

* সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিডিআর) ক্যাম্প ব্যতীত অন্যান্য সামরিক, আধা-সামরিক বাহিনীর সেনানিবাস ও ক্যাম্পসমূহ পর্যায়ক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে তুলে নেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ৬, ১৯৮৯

৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫/৬ই মার্চ, ১৯৮৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ (২২শে ফাল্গুন, ১৩৯৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাংগামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত একটি বিশেষ এলাকা বিধায় উহার সর্বাংগীন উন্নয়নকল্পে উহার জন্য একটি পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

(খ) "উপজাতীয়" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু ও চেয়াং উপজাতির সদস্য;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

মূল্য : টাকা ১৫.০০

Dhaka University Institutional Repository

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ;

(চ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(জ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ;

(ঝ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য।

৩। রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপন।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **পরিষদের গঠন।**—(১) নিম্নরূপ সদস্য-সমন্বয়ে পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) বিশ জন উপজাতীয় সদস্য;

(গ) দশ জন অ-উপজাতীয় সদস্য;

(২) চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে এই আইন ও বিধি অনুযায়ী নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে—

(ক) দশ জন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;

(খ) চার জন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;

(গ) দুই জন নির্বাচিত হইবেন তনচৈংগা উপজাতি হইতে;

(ঘ) এক জন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;

(ঙ) এক জন নির্বাচিত হইবেন লুসাই উপজাতি হইতে;

(চ) এক জন নির্বাচিত হইবেন পাংখু উপজাতি হইতে;

(ছ) এক জন নির্বাচিত হইবেন খেয়াং উপজাতি হইতে।

(৪) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৫) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কি না এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা জেলার ডেপুটি কমিশনার স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৫। **চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

৬। **উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।**—(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন উপজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান

Dhaka University Institutional Repository

সাপেক্ষে, তিনি তাঁহার উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে, এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাঁহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি দেওলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন কর্মে লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

(জ) তিনি পরিষদের কোন কাজ সম্পাদনের বা মালামাল সরবরাহের জন্য ঠিকাদার হন বা ইহার জন্য নিযুক্ত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন বা পরিষদের কোন বিষয়ে তাঁহার কোন প্রকার আর্থিক স্বার্থ থাকে বা তিনি সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অত্যাবশ্যক কোন দ্রব্যের দোকানদার হন; অথবা

(ঝ) তাঁহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

৭। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।—চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করিবেন, যথা :—

"আমি, ..., পিতা বা স্বামী ...., রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব"।

৮। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।—চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাঁহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাঁহার এবং তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

ব্যাখ্যা।—"পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁহার সংগে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।—চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১০। পরিষদের মেয়াদ।—পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে তিন বৎসর:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নূতন পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ।—(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১২। চেয়ারম্যান ইত্যাদির অপসারণ।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার স্বীয় পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা।—এই উপ-ধারায় "অসদাচরণ" বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ ভোটে তাঁহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তিসংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৭ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) তিনি ধারা ১১ এর অধীনে তাহার পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১২ এর অধীনে তাহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাহার নির্বাচনের পর ধারা ৫ বা ৬ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কি না সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের সচিব কর্তৃক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে, এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৪। অস্থায়ী চেয়ারম্যান।—চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্যে হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৫। আকস্মিক পদ শূন্যতা।—পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার ষাট দিনের মধ্যে ইহা পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৬। পরিষদের সাধারণ নির্বাচনের সময়।—(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে :

* "তবে শর্ত থাকে যে, সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মতে যদি কোন বিশেষ কারণে এই উপ-ধারায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদের শেষ দিনের পরবর্তী ১৮২০ দিনের মধ্যে উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।"

(২) পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্বে পরিষদ পুনর্গঠনের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

** "১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।—(১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চার সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

---

* ১৯৯২ সনের ৩১ নং আইন দ্বারা সংযোজিত এবং ১৯৯৭ সনের ২নং আইন দ্বারা সংশোধিত।
** ১৯৯৭ সনের ২নং আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নতুন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"

১৭। ভোটার তালিকা।—জাতীয় সংসদের নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত আপাততঃ বলবৎ ভোটার তালিকার যে অংশ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাভুক্ত এলাকা সংক্রান্ত ভোটার তালিকার সেই অংশ পরিষদের যে কোন নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা হইবে।

১৮। ভোটাধিকার।—কোন ব্যক্তির নাম, ধারা ১৭তে উল্লিখিত ভোটার তালিকায় আপাততঃ লিপিবদ্ধ থাকিলে তিনি পরিষদের যে কোন নির্বাচন ভোট দিতে পারিবেন।

১৯। দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ।—কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা।—(১) সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন, অতঃপর নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(গ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঘ) প্রার্থী পদ প্রত্যাহার;

(ঙ) প্রার্থীগণের এজেন্ট নিয়োগ;

(চ) প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(ছ) ভোট গ্রহণের তালিকা, সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(জ) ভোট দানের পদ্ধতি;

(ঝ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবন্টন;

(ঞ) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ট) নির্বাচনী ব্যয়;

(ঠ) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দন্ড;

(ড) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ঢ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২) (ঠ) এর অধীন প্রণীত বিধিতে কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ডের বিধান করা যাইবে, তবে কারাদন্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থদন্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।—চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী।—প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী পরিষদের কার্যাবলী হইবে, এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

২৩। সরকার ও পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর ইত্যাদি।—এই আইন অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার পরিষদের সম্মতিক্রমে—

(ক) পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম সরকারের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে; এবং

(খ) সরকার কর্তৃক পরিচালিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্ম পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে;

হস্তান্তর করার নির্দেশ দিতে পারিবে।

২৪। নির্বাহী ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করিবার ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমাণিত হইতে হইবে।

২৫। কার্যাবলী নিষ্পন্ন।—(১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য, সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) পরিষদের কোন সদস্য শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশ গ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৬। চাকমা চীফের পরিষদের সভায় যোগদানের অধিকার।—রাংগামাটি চাকমা চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

২৭। কমিটি।—পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮। চুক্তি।—(১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি—

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে;

(খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৯। নির্মাণ কাজ।—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিতব্য সকল নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার বিধান করিবে;

(খ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয় কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং কি শর্তে প্রযুক্তিগতভাবে এবং প্রশাসনিকভাবে অনুমোদিত হইবে উহার বিধান করিবে;

(গ) উক্ত পরিকল্পনা ও ব্যয়ের হিসাব কাহার দ্বারা প্রণয়ন করা হইবে এবং উক্ত নির্মাণ কাজ কাহার দ্বারা সম্পাদন করা হইবে উহার বিধান করিবে।

৩০। নথিপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদি।—পরিষদ—

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রবিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩১। পরিষদের সচিব।—(১) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনার পদাধিকারবলে পরিষদের সচিব হইবেন।

(২) সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহবান, সভায় পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

৩২। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।—(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। ভবিষ্য তহবিল ইত্যাদি।—(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাঁহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী যথাযথ তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩৪। চাকুরী প্রবিধান।—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩৫। পরিষদের তহবিল গঠন।—(১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) জেলা পরিষদের তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থ;

(খ) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(ঘ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অনুদান;

(ঙ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(চ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে মুনাফা;

(ছ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য যে কোন অর্থ;

(জ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৬। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ ইত্যাদি।—(১) পরিষদের তহবিলে জমাকৃত অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারীতে বা সরকারী ট্রেজারীর কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে রাখা হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের কিছু অংশ বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৭। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ব্যয় করা যাইবে, যথা—

প্রথমতঃ পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান;

দ্বিতীয়তঃ এই আইনের অধীন পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

তৃতীয়তঃ এই আইন বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয়;

চতুর্থতঃ সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়;

পঞ্চমতঃ সরকার কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষণ বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ;

(ঘ) সরকার কর্তৃক দায়যুক্ত বলিয়া ঘোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার, আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে, যতদূর সম্ভব, ঐ অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৮। বাজেট।—(১) প্রতি অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ-বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপ প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে বাজেটের অনুলিপি প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার আদেশ দ্বারা, বাজেটটি সংশোধন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ সংশোধিত বাজেটই পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ-বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হইলে, একটি সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করা যাইবে এবং উক্ত সংশোধিত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে।

(৫) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথম বার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ-বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রেও এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

৩৯। হিসাব।—(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষণ করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) প্রতিটি অর্থ-বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থ-বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন বিশিষ্ট স্থানে স্থাপন করিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদ বিবেচনা করিবে।

৪০। হিসাব নিরীক্ষা।—(১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ তহবিলের লোকসান, অপচয় এবং অপপ্রয়োগ;

(গ) হিসাব রক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ ও অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৪১। পরিষদের সম্পত্তি।—(১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন সাধন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৪২। উন্নয়ন পরিকল্পনা।—(১) পরিষদ, উহার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধান থাকিবে, যথা :—

(ক) কি পদ্ধতিতে পরিকল্পনার অর্থ যোগান হইবে এবং উহার তদারক ও বাস্তবায়ন হইবে;

(খ) কাহার দ্বারা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে;

(গ) পরিকল্পনা সম্পর্কিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়।

(৩) পরিষদ উহার উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অনুলিপি উহার বাস্তবায়নের পূর্বে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান ইত্যাদির দায়।—পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন, এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাঁহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর ইত্যাদি।—পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আরোপ করিতে পারিবে।

৪৫। কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি।—(১) পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপিত হইবে, এবং সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ না দিলে, উক্ত আরোপের বিষয়টি আরোপের পূর্বে প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপের বা উহার পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে সরকার যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে উহা কার্যকর হইবে।

৪৬। কর সংক্রান্ত দায়।—কোন ব্যক্তি বা জিনিষপত্রের উপর কর, রেইট, টোল বা ফিস আরোপ করা যাইবে কি না উহা নির্ধারণের প্রয়োজনে পরিষদ, নোটিশের মাধ্যমে, যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে বা দলিলপত্র, হিসাব বহি বা জিনিষপত্র হাজির করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪৭। কর আদায়।—(১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা, নির্ধারিত ব্যক্তির দ্বারা এবং পদ্ধতিতে আদায় করা হইবে।

(২) পরিষদের প্রাপ্য অনাদায়ী সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারী দাবী (Public demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৪৮। কর নির্ধারণের বিরুদ্ধে আপত্তি।—প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় এবং সময়ের মধ্যে পেশকৃত লিখিত দরখাস্ত ছাড়া অন্য কোন পন্থায় এই আইনের অধীন ধার্য কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস বা এতদসংক্রান্ত কোন সম্পত্তির মূল্যায়ন অথবা কোন ব্যক্তির উহা প্রদানের দায়িত্ব সম্পর্কে কোন আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪৯। কর প্রবিধান।—(১) পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস এবং অন্যান্য দাবী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ধার্য, আরোপ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

(২) এই ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত প্রবিধানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, কর দাতাদের করণীয় এবং কর ধার্যকারী ও আদায়কারী কর্মকর্তা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিধান থাকিবে।

৫০। পরিষদের উপর তত্ত্বাবধান।—এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের, নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার পরিষদের উপর সাধারণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫১। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) সরকার যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ কর্তৃক বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার আদেশ দ্বারা—

(ক) পরিষদের কার্যক্রম বাতিল করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কোন প্রস্তাব অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বাস্তবায়ন সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবে;

(গ) প্রস্তাবিত কোন কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদকে আদেশে উল্লিখিত কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে পরিষদ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে সরকারের নিকট প্রতিবাদ করিতে পারিবে।

(৩) উক্ত প্রতিবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার উক্ত আদেশটি হয় বহাল রাখিবে নতুবা সংশোধন অথবা বাতিল করিবে।

(৪) যদি কোন কারণে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত আদেশ বহাল অথবা সংশোধন করা না হয় তাহা হইলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৫২। পরিষদের বিষয়াবলী সম্পর্কে তদন্ত।—(১) সরকার, স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে, পরিষদের বিষয়াবলী সাধারণভাবে অথবা/তৎসংক্রান্ত কোন বিশেষ ব্যাপার সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কোন কর্মকর্তাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তদন্তের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীতব্য প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্যও নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তের, প্রয়োজনে সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর উপস্থিতি ও দলিল উপস্থাপন নিশ্চিতকরণের জন্য Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর অধীন এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

৫৩। পরিষদ বাতিলকরণ।—(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে;

তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বাতিল করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে -

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যগণ তাঁহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৫৪। যুক্তকমিটি।—পরিষদ অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত একত্রে উহাদের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের জন্য যুক্ত কমিটি গঠন করিতে পারিবে এবং অনুরূপ কমিটিকে উহার যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৫। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।—পরিষদ এবং অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৫৬। অপরাধ।—তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত কোন করণীয় কাজ না করা এবং করণীয় নয় এই প্রকার কাজ করা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

৫৭। দণ্ড।—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে এবং এই অপরাধ যদি অনবরতভাবে ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের অপরাধের পর পরবর্তী প্রত্যেক দিনের জন্য অপরাধীকে অতিরিক্ত অনধিক পঁচিশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাইবে।

৫৮। অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।—চেয়ারম্যান বা পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৫৯। অভিযোগ প্রত্যাহার।—চেয়ারম্যান বা এতদুদ্দেশ্যে পরিষদ হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

৬০। অবৈধভাবে পদার্পণ।—(১) জনপথ ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানে কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে অবৈধভাবে পদার্পণ করিবেন না।

(২) উক্তরূপে অবৈধ পদার্পণ হইলে পরিষদ নোটিশ দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবৈধভাবে পদার্পণকারী ব্যক্তিকে তাঁহার অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি তিনি এই নির্দেশ মান্য না করেন তাহা হইলে পরিষদ অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করিবার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অবৈধ পদার্পণকারী কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইলে সেইজন্য তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

(৩) অবৈধ পদার্পণ বন্ধ করার প্রয়োজনে গৃহীত ব্যবস্থার জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা উক্ত পদার্পণকারীর উপর এই আইনের অধীন ধার্য কর বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬১। আপীল।—এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৬২। জেলা পুলিশ।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও তন্নিম্ন স্তরের সকল সদস্য প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং পরিষদ তাঁহাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় এবং বিভিন্ন উপজাতীয় বাসিন্দাদের মধ্যকার সংখ্যানুপাত যথাসম্ভব বজায় রাখিতে হইবে।

(২) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত জেলা পুলিশের সকল কর্মকর্তা ও সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী, তাঁহাদের প্রশিক্ষণ, সাজসজ্জা, দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাঁহাদের পরিচালনা অন্যান্য জেলা পুলিশের অনুরূপ হইবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জেলা পুলিশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন, উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৩) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পুলিশের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ তাঁহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ব্যাপারে, আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিষদের নিকট দায়ী থাকিবেন।

৬৩। পুলিশের দায়িত্ব।—রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে ইহার তথ্য পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করা এবং পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইহার কর্মকর্তাগণকে আইনানুগ কর্তৃত্ব প্রয়োগে সহায়তা দান করা সকল পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হইবে।

৬৪। ভূমি হস্তান্তরে বাধানিষেধ।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে বন্দোবস্তো দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ কোন জায়গা-জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প-কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তকৃত জায়গা-জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা-জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।—আপাততঃ বলবৎ কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেলার ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের উপর অর্পণ করিতে পারিবে এবং অনুরূপ প্রজ্ঞাপন দ্বারা জেলায় আদায়কৃত উক্ত করের সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ পরিষদের তহবিলে অনুদান হিসাবে প্রদান করিতে পারিবে।

৬৬। উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত বিধান।—(১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার বাসিন্দা এমন উপজাতীয়গণের মধ্যে কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা উপজাতীয় বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে বিরোধটি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় কারবারী বা হেডম্যানের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে এবং তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতীয়গণের মধ্যে প্রচলিত রীতি-নীতি অনুযায়ী বিরোধের নিষ্পত্তি করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) কারবারী বা হেডম্যানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাংগামাটি চাকমা চীফের নিকট আপীল করা যাইবে।

(৩) চাকমা চীফের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট আপীল করা যাইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি সংশ্লিষ্ট উপজাতি হইতে তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন তিন জন উপজাতীয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা এই ধারায় উল্লিখিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য—

(ক) বিচার পদ্ধতি,

(খ) বিচার প্রার্থী ও আপীলকারী কর্তৃক প্রদেয় ফিস,

নির্ধারণ করিতে পারিবে।

৬৭। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সম্পর্কে আদেশ।—সরকার, প্রয়োজন হইলে, আদেশ দ্বারা পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে কাজের সমন্বয়ের বিধান করিতে পারিবে।

৬৮। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

৬৯। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য না হয় এইরূপ, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা,

(খ) পরিষদের সভায় কোরাম নির্ধারণ,

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন,

(ঘ) পরিষদের সভা আহ্বান,

(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন,

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন,

(ছ) সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার,

Dhaka University Institutional Repository

(জ) পরিষদের কোন কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ,

(ঝ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ,

(ঞ) কার্যনির্বাহী-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়,

(ট) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃংখলা,

(ঠ) কর, রেইট, টোল এবং ফিস ধার্য ও আদায় সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়,

(ড) পরিষদের সম্পত্তিতে অবৈধ পদার্পণ নিয়ন্ত্রণ,

(ঢ) গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রাণীর বিক্রয় রেজিস্ট্রীকরণ,

(ণ) এতিমখানা, বিধবা সদন এবং দরিদ্রদের ত্রাণ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রীকরণ, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ,

(ত) জনসাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(থ) টীকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(দ) সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ,

(ধ) খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল প্রতিরোধ,

(ন) সমাজের বা ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর বা বিরক্তিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(প) বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ,

(ফ) জনসাধারণের ব্যবহার্য ফেরীর ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ব) গবাদি পশুর খোয়াড়ের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ,

(ভ) ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ,

(ম) মেলা, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা ও জনসমাবেশ অনুষ্ঠান ও নিয়ন্ত্রণ,

(য) বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন,

(র) ভিক্ষাবৃত্তি, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ প্রতিরোধ,

(ল) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ,

(শ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারিবে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

৭০। **ক্ষমতা অর্পণ।**—সরকার এই আইনের অধীন ইহার সকল অথবা যে কোন ক্ষমতা সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করিতে পারিবে।

৭১। **পরিষদের পক্ষে ও বিপক্ষে মামলা।**—(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ—

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাঁহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান না পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না, এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কিনা তাহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৭২। নোটিশ এবং উহা জারীকরণ।—(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা না করা হইতে বিরত থাকা যদি ব্যক্তির কর্তব্য হয় তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে ইহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ গঠনগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাঁহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাঁহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন বিশিষ্ট স্থানে আটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে আটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৩। প্রকাশ্য রেকর্ড।—এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidence Act, 1872 (I of 1872)-তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে, প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে বিশুদ্ধ রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৭৪। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন।—পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭৫। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাঁহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৭৬। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ স্থাপিত হইবার সংগে সংগে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার ক্ষেত্রে রহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উক্ত আইন উক্তরূপে রহিত হইবার পর,—

(ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, অতঃপর উক্ত জেলা পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বা প্রণীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিধি, প্রবিধান ও বাই-ল, প্রদত্ত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল আদেশ, জারীকৃত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ এবং মঞ্জুরীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য সকল লাইসেন্স ও অনুমতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত, প্রদত্ত, জারীকৃত বা মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত সকল বাই-ল প্রবিধান বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও সুবিধ, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, তহবিল, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, বিনিয়োগ এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কীয়, উহার যাবতীয় অধিকার বা উহাতে ন্যস্ত যাবতীয় স্বার্থ পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত ও ন্যস্ত হইবে;

(ঘ) উক্ত জেলা পরিষদের যে সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব ছিল এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা পরিষদের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঙ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত সকল বাজেট, প্রকল্প বা পরিকল্পনা বা তৎকর্তৃক কৃত মূল্যায়ন ও নির্ধারিত কর, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং পরিষদ কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রণীত, কৃত বা নির্ধারিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(চ) উক্ত জেলা পরিষদের প্রাপ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ এই আইনের অধীন পরিষদের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য হইবে;

(ছ) উক্ত আইন রহিত হইবার পূর্বে উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল ও ফিস এবং অন্যান্য দাবী, পরিষদ কর্তৃক, পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, একই হারে অব্যাহত থাকিবে;

(জ) উক্ত জেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী পরিষদে বদলী হইবেন ও উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারী হইবেন এবং তাঁহারা উক্তরূপ বদলীর পূর্বে যে শর্তে চাকুরীরত ছিলেন, পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তিত না হইলে, সেই শর্তেই তাঁহারা উহার অধীনে চাকুরীরত থাকিবেন;

(ঝ) উক্ত জেলা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত যে সকল মামলা মোকদ্দমা চালু ছিল সেই সকল মামলা-মোকদ্দমা পরিষদ কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭৭। নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি।—এই আইনের কোন কিছু করিবার জন্য বিধান থাকা সত্ত্বেও যদি উহা কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা কি পদ্ধতিতে করা হইবে তৎসম্পর্কে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে উক্ত কাজ বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা হইবে।

৭৮। অসুবিধা দূরীকরণ।—এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭১। কোন আইনের বিধান সম্পর্কে আপত্তি।- রাংগামাটি পার্বত্য জেলায় প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনায় উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হইলে বা উপজাতীয়দের জন্য আপত্তিকর হইলে, পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করিয়া আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করিবার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

প্রথম তফসিল

পরিষদের কার্যাবলী

[ধারা ২২ দ্রষ্টব্য]

১। জেলার আইন শৃংখলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধন; উহাদের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হিসাব নিরীক্ষণ; উহাদিগকে সহায়তা, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা—

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) সাধারণ পাঠাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(গ) ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা;
(ঘ) ছাত্রাবাস স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(ঙ) প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ;
(চ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান;
(ছ) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা;
(জ) শিশু ছাত্রদের জন্য দুগ্ধ সরবরাহ ও খাদ্যের ব্যবস্থা;
(ঝ) গরীব ও দুঃস্থ ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে বা হ্রাসকৃত মূল্যে পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ;
(ঞ) পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সামগ্রী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৪। স্বাস্থ্য—

(ক) হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
(খ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক দল গঠন, চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের জন্য সমিতি গঠনে উৎসাহ দান;
(গ) ধাত্রী প্রশিক্ষণ;
(ঘ) ম্যালেরিয়া ও সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
(ঙ) পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
(চ) স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিদর্শন;
(ছ) কম্পাউন্ডার, নার্স এবং অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীর কার্য পরিদর্শন;
(জ) প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রস্তাব।

৬। কৃষি ও বন--

(ক) কৃষি উন্নয়ন ও কৃষি খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বা রক্ষিত নয় এই প্রকার বন সম্পদ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(গ) উন্নত কৃষি পদ্ধতি জনপ্রিয়করণ, উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ ও কৃষকগণকে উক্ত যন্ত্রপাতি ধারে প্রদান;

(ঘ) পতিত জমি চাষের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে বনভূমি সংরক্ষণ;

(চ) কাস্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কোন ব্যাঘাত না ঘটাইয়া বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত এবং কৃষিকার্যে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) কৃষি শিক্ষার উন্নয়ন;

(জ) ভূমি সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং জলাভূমির পানি নিষ্কাশন;

(ঝ) শষ্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ, ফসলের নিরাপত্তা বিধান, বপনের উদ্দেশ্যে বীজের ঋণ দান, রাসায়নিক সার বিতরণ এবং উহার ব্যবহার জনপ্রিয়করণ;

(ঞ) রাস্তার পার্শ্বে ও জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও উহার সংরক্ষণ।

৭। পশু পালন--

(ক) পশুপাখী উন্নয়ন;

(খ) পশুপাখীর হাসপাতাল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(গ) পশু খাদ্যের মজুদ গড়িয়া তোলা;

(ঘ) গৃহপালিত পশুসম্পদ সংরক্ষণ;

(ঙ) চারণ ভূমির ব্যবস্থা ও উন্নয়ন;

(চ) পশুপাখীর ব্যাধি প্রতিরোধ ও দূরীকরণ এবং পশুপাখীর সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;

(ছ) দুগ্ধ পল্লী স্থাপন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আস্তাবলের ব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ;

(জ) গৃহপালিত পশু খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঝ) হাঁস-মুরগী খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ;

(ঞ) গৃহপালিত পশু ও হাঁসমুরগী পালন উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) দুগ্ধ খামার স্থাপন ও সংরক্ষণ।

৮। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য--

(ক) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) স্থানীয় ভিত্তিক বাণিজ্য প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(গ) হাট বাজার স্থাপন, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) গ্রামাঞ্চলে শিল্পসমূহের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত সামগ্রীর বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা;

(ঙ) গ্রামভিত্তিক শিল্পের জন্য শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(চ) গ্রাম বিপণী স্থাপন ও সংরক্ষণ।

১। সমাজকল্যাণ—

(ক) দুঃস্থ ব্যক্তিদের জন্য কল্যাণ সদন, আশ্রয় সদন, অনাথ আশ্রয়, এতিমখানা, বিধবা সদন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা;

(গ) ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ;

(ঘ) জনগণের মধ্যে সামাজিক, নাগরিক এবং দেশপ্রেমমূলক গুণাবলীর উন্নয়ন;

(ঙ) দরিদ্রদের জন্য আইনের সাহায্য (লিগ্যাল এইড) সংগঠন;

(চ) সালিশী ও আপোষের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) দুঃস্থ ও ছিন্নমূল পরিবারের সাহায্য ও পুনর্বাসন;

(জ) সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। সংস্কৃতি—

(ক) সাধারণ ও উপজাতীয় সংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ড সংগঠন ও উহাতে উৎসাহ দান;

(খ) জনসাধারণের জন্য ক্রীড়া ও খেলাধূলার উন্নয়ন;

(গ) জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে রেডিওর ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) যাদুঘর ও আর্ট-গ্যালারী স্থাপন ও প্রদর্শনীর সংগঠন;

(ঙ) পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং জনসভার জন্য স্থানের ব্যবস্থা;

(চ) নাগরিক শিক্ষার প্রসার, এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও পুনর্গঠন, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, কৃষি, শিল্প, গবাদি পশু প্রজনন সম্পর্কিত এবং জনস্বার্থ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর তথ্য প্রচার;

(ছ) জাতীয় দিবস ও উপজাতীয় উৎসবাদি উদ্‌যাপন;

(জ) বিশিষ্ট অতিথিগণের অভ্যর্থনা;

(ঝ) শরীরচর্চার উন্নয়ন, খেলাধূলায় উৎসাহ দান এবং সমাবেশ ও প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়া ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা;

(ঞ) স্থানীয় এলাকায় ঐতিহাসিক এবং আদি বৈশিষ্ট্যসমূহ সংরক্ষণ;

(ট) তথ্যকেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঠ) সংস্কৃতি উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা।

৩। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন।

৪। সরকার বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নহে এমন খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। জনসাধারণের ব্যবহার্য উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাকবাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। সরকার কর্তৃক পরিষদের উপর অর্পিত উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিষ্কাশন ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, রাস্তা পাকাকরণ ও অন্যান্য জনহিতকর অত্যাবশ্যক কাজকরণ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়নকল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

দ্বিতীয় তফসিল

পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর, রেইট, টোল এবং ফিস

[ধারা ৪৪ দ্রষ্টব্য]

১। স্থাবর সম্পত্তির হস্তান্তরের উপর ধার্য করের অংশ।

২। বিজ্ঞাপনের উপর কর।

৩। পরিষদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন রাস্তা, পুল ও ফেরীর উপর টোল।

৪। পরিষদ কর্তৃক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য রেইট।

৫। পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত বা পরিচালিত স্কুলের ফিস।

৬। পরিষদ কর্তৃক কৃত জনকল্যাণমূলক কাজ হইতে প্রাপ্ত উপকার গ্রহণের জন্য ফিস।

৭। পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোন বিশেষ সেবার জন্য ফিস।

৮। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।

তৃতীয় তফসিল

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ

[ধারা ৫৬ দ্রষ্টব্য]

১। পরিষদ কর্তৃক আইনানুগভাবে ধার্যকৃত কর, টোল, রেইট ও ফিস ফাঁকি দেওয়া।

২। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন যে সকল বিষয়ে পরিষদ কোন তথ্য চাহিতে পারে সেই সকল বিষয়ে পরিষদের তলব অনুযায়ী তথ্য সরবরাহে ব্যর্থতা বা ভুল তথ্য সরবরাহ।

৩। এই আইন, বিধি বা প্রবিধানের বিধান অনুযায়ী যে কার্যের জন্য লাইসেন্স বা অনুমতি প্রয়োজন হয় সে কার্য বিনা লাইসেন্সে বা বিনা অনুমতিতে সম্পাদন।

৪। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য কোন জলপথে অবৈধ পদার্পণ।

৫। পানীয় জল দূষিত বা ব্যবহারের অনুপযোগী হয় এমন কোন কাজ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক হওয়ার সন্দেহে এই আইনের অধীন কোন উৎস হইতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, ঐ উৎস হইতে পানি পান করা।

৭। জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন পানীয় জলের উৎসের সন্নিকটে গবাদিপশু বা জীবজন্তুকে পানি পান করানো, পায়খানা-পেশাব করানো বা গোসল করানো।

৮। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত কোন পুকুরে বা ডোবায় অথবা উহার সন্নিকটে শন, পাট বা অন্য কোন গাছপালা ডুবাইয়া রাখা।

৯। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা।

১০। আবাসিক এলাকা হইতে এই আইনের অধীন নির্ধারিত দূরত্বের মধ্যে মাটি খনন, পাথর বা অন্য কিছু খনন করা।

১১। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে ইটের ভাটি, চুন-ভাটি, কাঠ-কয়লা ভাটি ও মৃৎশিল্প স্থাপন।

১২। আবাসিক এলাকা হইতে পরিষদ কর্তৃক নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে মৃত জীবজন্তুর দেহাবশেষ ফেলা।

১৩। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন জমি বা ইমারত হইতে আবর্জনা, জীবজন্তুর বিষ্ঠা, সার অথবা দুর্গন্ধযুক্ত অন্য কোন পদার্থ অপসারণে ব্যর্থতা।

১৪। এই আইনের অধীন নির্দেশিত হওয়া সত্ত্বেও কোন শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, মলকুন্ড, পানি, আবর্জনা অথবা বর্জিত পদার্থ রাখিবার জন্য অন্যান্য স্থান বা পাত্র আচ্ছাদনে, অপসারণে, মেরামতে, পরিষ্কার করিতে, জীবাণুমুক্ত করিতে অথবা যথাযথভাবে রক্ষণ করিতে ব্যর্থতা।

১৫। এই আইনের অধীন কোন আগাছা, ঝোপঝাড় বা লতাগুল্ম জনস্বাস্থ্যের বা পরিবেশের জন্য প্রতিকূল ঘোষণা করা সত্ত্বেও, ইহা অপসারণ বা পরিষ্কার করিতে সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের বা দখলদারের ব্যর্থতা।

১৬। জনপথ সংলগ্ন কোন স্থানে জন্মানো কোন আগাছা, লতা গুল্ম বা গাছপালা জনপথের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া অথবা জনসাধারণের ব্যবহার্য পানির কোন পুকুর, কুয়া বা অন্য কোন উৎসের উপর ঝুলিয়া পড়িয়া চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও বা পানি দূষিত করা সত্ত্বেও অথবা উহা এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের হানিকর বলিয়া ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা দখলদার কর্তৃক উহা কাটিয়া ফেলিতে, অপসারণ করিতে বা ছাঁটিয়া ফেলিতে ব্যর্থতা।

১৭। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন শস্যের চাষ করা, সারের প্রয়োগ করা বা ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত পন্থায় জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা।

১৮। এই আইনের বিধান অনুসারে প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অবহেলাভরে পায়খানার গর্ত বা পায়খানার নালা হইতে মলমূত্র বা অন্য কোন ক্ষতিকর পদার্থ কোন জনপথ বা জনসাধারণের ব্যবহার্য কোন স্থানের উপর ছড়াইয়া পড়িতে বা গড়াইয়া যাইতে দেওয়া বা এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নয় এই প্রকার কোন নর্দমা, খাল বা পয়ঃপ্রণালীর উপর পতিত হইতে দেওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। এই আইনের অধীন জনস্বাস্থ্যের জন্য বা পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য ক্ষতিকর বলিয়া ঘোষিত কোন কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের জন্য কোন উৎস পরিস্কার করিতে, মেরামত করিতে, আচ্ছাদন করিতে বা উহা হইতে পানি নিষ্কাশন করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২০। এই আইনের বিধান অনুযায়ী নির্দেশিত হইয়া কোন জমি বা দালান হইতে কোন পানি বা আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য যথোপযুক্ত পাইপ বা নর্দমার ব্যবস্থা করিতে জমি বা দালানের মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২১। চিকিৎসক হিসাবে কর্তব্যরত থাকাকালে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের নিকট তৎসম্পর্কে রিপোর্ট করিতে কোন চিকিৎসকের ব্যর্থতা।

২২। কোন দালানে সংক্রামক রোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তৎসম্পর্কে কোন ব্যক্তির পরিষদকে খবর দিতে ব্যর্থতা।

২৩। সংক্রামক রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত কোন দালানকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে উহার মালিক বা দখলদারের ব্যর্থতা।

২৪। সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক খাদ্য বা পানীয় বিক্রয় করা।

২৫। রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কোন যানবাহনের মালিক বা চালক কর্তৃক উহাকে রোগজীবাণু মুক্ত করিতে ব্যর্থতা।

২৬। দুগ্ধের জন্য বা খাদ্যের জন্য রক্ষিত কোন প্রাণীকে ক্ষতিকর কোন দ্রব্য খাওয়ানো বা খাওয়ার সুযোগ দেওয়া।

২৭। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থান ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানে মাংস বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণী জবাই করা।

২৮। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ না করিয়া নিম্ন বা ভিন্ন মানের খাদ্য বা পানীয় সরবরাহ করিয়া ক্রেতাকে ঠকানো ;

২৯। ভিক্ষার জন্য বিরক্তিকর কাকুতি নিমতি করা বা শরীরের কোন বিকৃত বা গলিত অংশ বা নোংরা ক্ষতস্থান প্রদর্শন করা।

৩০। এতদুদ্দেশ্যে নিষিদ্ধ এলাকায় পতিতালয় স্থাপন বা পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করা।

৩১। কোন বৃক্ষ বা উহার শাখা কর্তন বা কোন দালান বা উহার কোন অংশ নির্মাণ বা ভাংচুর এই আইনের অধীন জনসাধারণের জন্য বিপজ্জনক বা বিরক্তিকর বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও উহার কর্তন, নির্মাণ বা ভাংচুর।

৩২। পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন রাস্তা নির্মাণ।

৩৩। এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কোন স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন বিজ্ঞাপন, নোটিশ, প্ল্যাকার্ড বা অন্য কোন প্রকার প্রচারপত্র আঁটিয়া দেওয়া।

৩৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত পদ্ধতিতে কাঠ, ঘাস, খড় বা অন্য কোন দাহ্য বস্তু স্তূপিকৃত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে কোন রাস্তার উপরে পিকেটিং করা, জীবজন্তু রাখা, যানবাহন জমা করিয়া রাখা, অথবা কোন রাস্তাতে যানবাহন বা জীবজন্তুকে থামাইবার স্থান হিসাবে অথবা তাবু খাটাইবার স্থান হিসাবে ব্যবহার করা।

৩৬। গৃহপালিত জীবজন্তুকে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া।

৩৭। সূর্যাস্তের অর্ধঘন্টা পর হইতে সূর্যোদয়ের অর্ধঘন্টা পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোন যানবাহনে যথাযথ বাতির ব্যবস্থা না করিয়া চালানো।

৩৮। যানবাহন চালানোর সময় সংগত কারণ ব্যতীত রাস্তার বাম পার্শ্বে না থাকা অথবা একই দিকগামী অন্য কোন যানবাহনের ডান পার্শ্বে না থাকা অথবা রাস্তায় চলাচল সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি না মানা।

৩৯। এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন নিষেধাজ্ঞা ভংগ করিয়া রেডিও বা বাদ্যযন্ত্র বাজানো, ঢাকঢোল পিটানো, ভেপু বাজানো, অথবা কাঁসা বা অন্য কোন জিনিসের দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি করা।

৪০। আগ্নেয়াস্ত্র, পটকা বা আতসবাজী, এমনভাবে ছোড়া অথবা উহাদের লইয়া এমনভাবে খেলায় বা শিকারে রত হওয়া যাহাতে পথচারী বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বা কোন সম্পত্তির বিপদ বা ক্ষতি হয় বা হইবার সম্ভাবনা থাকে।

৪১। পথচারীদের বা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বা কর্মরত লোকজনের বিপদ হয় বা বিপদ হইবার সম্ভাবনা থাকে এমনভাবে গাছ কাটা, দালান কোঠা নির্মাণ বা খনন কাজ পরিচালনা করা অথবা বিস্ফোরণ ঘটানো।

৪২। এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতিরেকে স্বীকৃত গোরস্থান বা শ্মশান ছাড়া অন্য কোথাও লাশ দাফন করা বা শবদাহ করা।

৪৩। হিংস্র কুকুর বা অন্য কোন ভয়ংকর প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণবিহীনভাবে ছাড়িয়া দেওয়া বা লেলাইয়া দেওয়া।

৪৪। এই আইনের অধীন বিপজ্জনক বলিয়া ঘোষিত কোন দালানকে ভাংগিয়া ফেলিতে বা উহাকে মজবুত করিতে ব্যর্থতা।

৪৫। এই আইনের অধীন মনুষ্য-বসবাসের অনুপযোগী বলিয়া ঘোষিত দালান-কোঠা বসবাসের জন্য ব্যবহার করা বা কাহাকেও উহাতে বসবাস করিতে দেওয়া।

৪৬। এই আইনের বিধান মোতাবেক কোন দালান চুনকাম বা মেরামত করিবার প্রয়োজন হইলে তাহা করিতে ব্যর্থতা।

৪৭। এই আইন বা কোন বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ বা ঘোষণা বা জারীকৃত কোন বিজ্ঞপ্তির খেলাপ।

৪৮। এই তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহ সংঘটনের চেষ্টা বা সহায়তা করা।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৯৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩/২০শে মাঘ, ১৩৯৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৩ (২০শে মাঘ, ১৩৯৯) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১৯৯৩ সনের ১ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**— রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **রহিতকরণ।**— রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১০, ১৯৯২) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৩ সনের ২ নং আইন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **১৯৮৯ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।**— খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। **রহিতকরণ।**— খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১১, ১৯৯২) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

১৯৯৩ সনের ৩ নং আইন

বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।**— (১) এই আইন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং মোতাবেক ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৯ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।— বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৮০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "৫৪৫" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। রহিতকরণ।— বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯২ (অধ্যাদেশ নং ১২, ১৯৯২) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

আবুল হাসেম
সচিব।

শাদউর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, ফেব্রুয়ারী ২, ১৯৯৭

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭/২০শে মাঘ, ১৪০৩

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭ (২০শে মাঘ, ১৪০৩) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১৯৯৭ সনের ২ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

মূল্য : টাকা ২.০০

Dhaka University Institutional Repository

৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।— (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।— (১) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ১, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৯৭ সনের ৩ নং আইন

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু, এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

২। ১৯৮৯ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৮৯ সনের ২৯ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।— (১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

১৯৯৭ সনের ৪ নং আইন

বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু, নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়,

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনামা ও প্রবর্তন।— (১) এই আইন বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) এই আইনের ধারা ২ এর বিধান ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৯৭ ইং মোতাবেক ২১শে পৌষ, ১৪০৩ বাং তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৬ এর শর্তাংশে "১৬৪০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "১৮২০" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। ১৯৮৯ সনের ২১ নং আইনের নূতন ধারার সন্নিবেশ।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"১৬ক। অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ।—(১) ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হইলে উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির তারিখে পরিষদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং উপ-ধারা (২) এর অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের উপর পরিষদের যাবতীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে।

(২) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে সরকার অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিবে।

(৩) ধারা ১৬ এর অধীন নির্বাচিত নূতন পরিষদ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পরিষদের কার্য চালাইয়া যাইবে।

(৪) সরকার প্রয়োজনবোধে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

(৫) এই ধারার অধীন গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদের মেয়াদান্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে যে নূতন পরিষদ গঠিত হইবে উহার বা উহার পরবর্তী পরিষদের ক্ষেত্রে ধারা ১৬ এর শর্তাংশের কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) এই আইনের অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধানাবলী কার্যকর হইবে।"।

৪। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৭ (অধ্যাদেশ নং ৩, ১৯৯৭) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১ নং আইন) এর অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের দ্বারা সংশোধিত উক্ত বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

আবুল হাশেম
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আতোয়ার রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯
চুক্তির পূর্ণ বিবরণ

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ওঅখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশ সরকারের তরফ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নিম্নে বর্ণিত চারি খন্ড (ক,খ,গ,ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হলেনঃ

সাধারণ।

* উভয়পক্ষ পার্বত্য চটগ্রাম অঞ্চলকে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে বিবেচনা করে এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন অর্জন করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।

* উভয়পক্ষ এই চুক্তির আওতায় যথাশীঘ্র এর বিভিন্ন ধারায় বিবৃত ঐক্যমত ও পালনীয় দায়িত্ব অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধানবলী, রীতিসমূহ প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন আইন মোতাবেক করা হবে বলে স্থিরিকৃত করেছেন।

* এই চুক্তি বাস্তবায়ন পক্রিয়া পুনরীক্ষণ করার লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবেঃ

** প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য ঃ আহবায়ক

** এই চুক্তির আওতায় গঠিত ট্রাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান ঃ সদস্য

** পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ঃ সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

* **পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ/পার্বত্য জেলা পরিষদঃ** উভয়পক্ষ এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ বান্দরবান পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ ১৯৮৯) এবং এর বিভিন্ন ধারাসমূহের নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন ও অবলোপন করার বিষয়ে ও লক্ষ্যে একত হয়েছেনঃ

* * পরিষদের আইনে বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত ''উপজাতি'' শব্দটি বলবৎ থাকবে।

* * পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ এর নাম সংশোধন করে তদপরিবর্তে এই পরিষদ পার্বত্য জেলা পরিষদ নামে অভিহিত হবে।

* * অ-উপজাতি স্থায়ী বাসিন্দা বলতে যিনি উপজাতি নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে এবং যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণত বসবাস করেন তাকে বুঝাবে।

* প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদে মহিলাদের শন্য ৩ (তিন) টি আসন থাকবে। এসব আসনের এক তৃতীয়াংশ ৩/১ অ-উপজাতি দের জন্য হবে।

* ৪ নম্বর ধারার উপ-ধারা ১,২, ৩ ও ৪- মূল আইন মেতাবেক বলবৎ থাকবে।

* ৪ নম্বর ধারায় উপ-ধারা (৫) এর দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত ডেপুটি কমিশনার এবং ডেপুটি কমিশনারের শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে সার্কেল চীফ এবং সার্কেল চীফের শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

* ৪ নম্বর ধারায় নিমোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবে- কোন ব্যক্তি অ-উপজাতি কিনা এবং হলে তিনি কোন সম্প্রদ্রায়ের সদস্য তা সংশ্লিষ্ট মৌজায় হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদের চেয়াম্যান/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট দাখিল সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

সার্কেলের চিফের নিকট হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি অ-উপজাতি হিসাবে কোন অ-উপজাতি সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হতে পরবেন না।

*   ৭ নম্বর ধারায় বর্ণিত আছে যে, চেয়াম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে চট্রগ্রাম বিভাগের কমিশনারের সম্মূখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষনা করবেন। ইহা সংশোধন করে চট্রগ্রাম বিভাগের কমিশনার এর পরিবর্তে হাইকোর্ট ডিভিশনের কোন বিচারপতি কর্তৃক সদস্যরা শপথ গ্রহণ বা ঘোযনা করবেন। অংশটুকু সন্নিবেশিত করা হবে।

*   ৮ নম্বর ধারায় চতুর্থ পঙক্তিতে অবস্হিত চট্রগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট শব্দগুলির পরিবর্তে নির্বাচন বিধি অনুসারে শব্দগুলি প্রতিস্হাপন করা হবে।

*   ১০ নম্বর ধারার দ্বিতীয় পঙক্তিতে অবস্হিত তিন বৎসর শব্দগুলির পরিবর্তে পাঁচ বৎসর শব্দগুলি প্রতিস্হাপন করা হবে।

*   ১৪ নম্বর ধারায় চেয়াম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হলে বা তার অনুপস্হিতে পরিষদের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত একজন উপজাতীয় সদস্য সভাপতিত্ব করবেন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিধান থাকবে।

*   বিদ্যমান ১৭ নং ধারা নিম্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি দ্বারা প্রতিস্হাপিত হবেঃ আইনের আওতায় কোন ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতে পারবেন যদি তিনি (১) বাংলাদেশের নাগরিক হন (২) তার বয়স ১৮ বৎসরের কম না হয় (৩) কোন উপযুক্ত আদালত তাকে মানসিকভাবে অসুস্হ ঘোষনা না করে থাকেন (৪) তিনি পার্বত্য জেলা স্হায়ী বাসিন্দা হন।

*   ২০ নম্বর ধারার (২) উপধারায় নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে সংযোজন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* ২৫ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তার অনুপস্থিতিতে অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত একশন উপজাতি সদস্য সভাপতিত্ব করবেন বলে বিধান থাকবে।

* যেহুতু খাগড়াছড়ি জেলার সমস্ত অঞ্চল মং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নহে, সেহুতু খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় আইনে ২৬ নম্বর ধারায় বর্ণিত খাগড়াছড়ি মং চীফ এর পরিবর্তে মং সার্কেলের চীফ এবং চাকমা সার্কেলের চীফ শব্দগুলি প্রতিস্থাপন করা হবে। অনুরুপভাবে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সভায় বোমাং সার্কেলের চীফ ইচ্ছ করলে বা আমন্ত্রিত হলে পরিষদের সভায় যোগদান করতে পারবেন বলে বিধান রাখা হবে।

* ৩১ নম্বর ধারায় উপ-ধারা (১) এ পরিষদের সরকারের উপশসচিব সমতুল্য মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব হিসাবে থাকবেন এবং এই পদে উপজাতি কর্মকর্তাদের অগ্রধিকার প্রদান করা হবে বলে বিধান থাকবে।

* * ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (১) এ পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে পরিষদ সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।

* * ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ সংবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে পারবে এবং তাদের বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত , অপসারন বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতের পারবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতি বাসিন্দাদের অগ্রধিকার বজায় রাখতে হবে।

** ৩২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এ পরিষদের অন্যান্য পদে সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে বিধি অনুযায়ী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপএসারণ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করতে পারবে বলে বিধান থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

* ৩৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এ বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখ থাকবে।

* ৩৬ নম্বর ধারর উপ-ধারা (১)- এর তৃতীয় পঙক্তিতে অবস্থিত অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

* * ৩৭ নম্বর ধারার (১) উপ-ধারার চতুর্থত, এর মুল আইন বলবৎ থাকবে।

* * ৩৭ নম্বর ধারার (২) উপ-ধারা (ঘ) তে বিধি অনুযায়ী হবে বলে উল্লেখিত হবে।

* ৩৮ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) বাতিল করা হবে এবং উপ-ধারা (৪) সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই উপ-ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ কোন অর্থ বৎসর শেষ হবার পূর্বে যে কোন সময় সেই অর্থ- বৎসরের জন্য, প্রয়োজন হলে একটি বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদ করা যাবে।

* ৪২ নম্বর ধারায় নিম্নোক্ত উপ-ধারা সংযোজন করা হবেঃ পরিষদ সরকার হতে প্রাপ্য অর্থে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে এবং জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবে।

* ৪৫ নম্বর ধারায় উপ-ধারা (২) এর পংক্তিতে অবস্থিত সরকার শব্দটির পরিবর্তে পরিষদ শব্দটি প্রতিস্থাপন করা হবে।

* ৫০,৫১ ও ৫২ নম্বর ধারাগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে নিম্নোক্ত ধারা প্রনয়ন করা হবেঃ এই আইনের উদ্দেশ্যের সাথে পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য সাধনের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকারের প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ প্রদান বা অনুশাসন করতে পারবেন। সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এরুপ প্রমান লাভ করে থাকে যে, পরিষদ বা পরিষদের পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজ কর্ম আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী তা হলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাইতে পারবে এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করতে পারবে।

Dhaka University Institutional Repository

*　　৫৩ ধারর (৩) উপধারায় বর্ণিত পরিষদের মেয়াদ শেষ হলে শব্দগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে এই আইন শব্দটির পুর্বে পরিষদ বাতিল হলে নব্বই দিনের মধ্যে শব্দগুলি সন্নিবেশ করা হবে।

*　　৬১ নম্বর ধারায় তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিতে অবস্হিত সরকারের শব্দটির পরিবর্তে মন্ত্রণালয়ল শব্দটি প্রতিস্হাপন করা হবে।

* *　৬২ নম্বর ধারায় উপধারা (১) সংশোধন করে নিম্নেক্তভাবে এই উপ-ধারাটি, প্রণয়ন করা হবেঃ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলা পুলিশের সার্ব-ইন্সপেক্টর ও অদনিম্নতরের সকল সদস্য সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং পরিষদ তাদের বদলী ও প্রবিধান দ্বরা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমুলক ব্যবস্হা গ্রহণ করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতিদের অগ্রধিকার বজায় রাখতে হবে।

* *　৬২ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৩) এর দ্বিতীয় পঙক্তিতে অবস্হিত আপাতত বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে শব্দগুলি বাতিল করে তদপরিবর্তে আইন ও বিধি অনুযায়ী শব্দগুলো প্রতিস্হাপন করা হবে।

*　　৬৩ নম্বর ধারার তৃতীয় পংক্তিতে অবস্হিত সহায়তা দান শব্দগুলি বলবৎ থাকবে।

*　　৬৪ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারাটি প্রণয়ন করা হবেঃ

**　 আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমিসহ কোন জায়গা-জমি পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ইজারা প্রদানসহ বন্দোবস্ত, ক্রয় বিক্রয় ও হস্তানতর করা যাবে না। তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

* * আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রন ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সাথে আলোচনা ও সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিকার ও হস্তান্তর করা যাবে না।

* * পরিষদ হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের কার্যাদি তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রন করতে পারবে।

* * কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেয়া যাবে।

* ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবে। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, জেলার ভূমি উন্নয়নকর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদের হস্তে ন্যস্ত থাকবে এবং জেলায় আদায়কৃত উক্ত কর পরিষদের তহবিলে থাকবে।

* ৬৫ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পরিষদ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ে প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার বা পরিষদ নির্দিষ্ট বিষয় প্রস্তাব উত্থপন করবে এবং পরিষদ ও সরকারের মধ্যে পারষিস্পরিক যোগাযোগের মাম্যমে সমন্বয় বিধান করা যাবে।

** ৬৯ ধারার উপ-ধারা (১) এর প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তিতে অবস্থিত কয়তে পারবে এই শব্দগুলির পরে নিম্নেক্ত অংশটুকু সন্নিবেশ করা হবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রনীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষন করে তা হলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করতে পারবে।

* * ৭৯ নম্বর ধারার উপ-ধারা (২) এর (জ) এ উল্লেখিত পরিষদের কোন কর্মকর্তকে চেয়ারম্যানের ক্ষমতা অর্পণ এই শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

* ৭০ নম্বর ধারা বিলুপ্ত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

** ৭৯ নম্বর ধারা সংশোধন করে নিম্নোক্তভাবে এই ধারা প্রণয়ন করা হবেঃ পার্বত্য জেলায়প্রযোজ্য জাতীয় সংসদ বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কোন আইন পরিষদের বিবেচনা উক্ত জেলার জন্য কষ্টকর হলে উপজাতি য়দের জন্যে আপত্তিকর হলে পরিষদ উহা কষ্টকর বা আপত্তিকর হওয়ার কারণ ব্যক্ত করে আইনটির সংশোধন বা প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট লিখিত আবেদন পেশ করতে পারবে এবং সরকার এই আবেদন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারবে।

** প্রথম তফসিল বর্ণিত পরিষদের কার্যাবলী ১ নম্বরে শৃঙ্খলা শব্দটির পরে তত্ত্বাবধান শব্দটি সন্নিবেশ করা হবে।

* * পরিষদের কার্যাবলির ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হবেঃ

* * * বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

*** মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা।

*** মাধ্যমিক শিক্ষা।

* * * প্রথম তফসিল পরিষদের কার্যাবলীর।

*** উপ-ধারায় সংরক্ষিত বা শব্দগুলি বিলুপ্ত করা হবে।

* পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্য দায়িত্বাদির মধ্যে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়াবলী অন্তভূক্ত হবেঃ

* * ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

* * পুলিশ (স্থানীয়)।

* * উপজাতি আইন ও সামাজিক বিচার।

* * যুব কল্যাণ।

* * পরিবেশ সংরক্ষন ও উন্নয়ন।

* * স্থানীয় পর্যটন।

Dhaka University Institutional Repository

* * পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

* * স্থানীয় শিল্প-বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।

* * কাপ্তাই হ্রদের জলসম্পদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা, খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সেচ ব্যবস্থা।

** জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

** মহাজনী কারবার।

** জুম চাষ।

* দ্বিতীয় তফসিলে বিবৃত পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর রেইট, টোল এবং ফিস- এর মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্র ও উৎসাদি অন্তর্ভূক্ত হবেঃ

** অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি।

** পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের উপর হোল্ডিং কর।

** ভূমি ও দালানথ কোঠার উপর হোল্ডিং কর

** গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর।

** সামাজিক বিচারের ফিস।

** সরকারী ও বেসরকিারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর।

** বনজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ।

** সিনেমা, যাত্রা সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর।

** খনিজ সম্পদে অন্বেষণ বা নিস্কষর্ণের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র বা পাট্রাসমূহ সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যাটির অংশ বিশেষ।

** ব্যবসার উপর কর।

** লটারীর উপর কর।

* * মৎস্য ধরার উপর কর।

Dhaka University Institutional Repository

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ

* পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকারত পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নং আইন) এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের চেয়ারম্যান হবে একজন প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং অবশ্যই উপজাতি হবেন।

* পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে এই পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতিদের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবেন।

* চেয়ারম্যান পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লইয়া গঠন করা ইবে। পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতিদের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবে। পরিষদের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। পরিষদের গঠন নিম্নরুপঃ

চেয়াম্যান	ঃ ০১ জন
সদস্য উপজাতি (পুরুষ)	ঃ ১২ জন
সদস্য অ-উপজাতিয় (পুরুষ)	ঃ ০২ জন
সদস্য অ-উপজাতি (পুরুষ)	ঃ ০৬ জন
সদস্য অ-উপজাতি (মহিলা)	ঃ ০১ জন

* উপজাতি পুরুষ সদস্যের মধ্যে ০৫ জন নির্বাচিত হবেন চাকামা উপজাতি হতে ০৩ জন মার্মা উপজাতি হতে ০১ জন, মুরং ও তনচ্যৈঙ্গ্যা উপজাতি হতে এবং ০১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমি, চাক ও খিয়াং উপজাতি হতে। অ-উপজাতি পুরুষ সদস্যের মধ্যে প্রত্যেক জেলা হতে ০২ জন করে নির্বাচিত হবেন। উপজাতি মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে চাকমা উপজাতি হতে ০১ জন এবং অন্যান্য উপজাতি হতে ০১ জন নির্বাচিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিষদের মহিলাদের জন্যে ০৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত রাখা ইবে। এক-তৃতীয়াংশ ৩/১ অ-উপজাতি হবে।

* পরিষদের সদস্যগণ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন। তিন পার্বত্য জেলায় চেয়াম্যান প্রাধিকার বলে পরিষদের সদস্য প্রার্থীদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্যের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার অনুরুপ হবে।

* পরিষদের মেয়াদ ০৫ (পাঁচ) বৎসর হবে। পরিষদের বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন, পরিষদের বাতিলকরণ, পরিষদের বিধি প্রণয়ন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ্ধতি পার্বত্য জেলা পরিষদের অনুকুলে প্রদত্তও প্রযোজ্য বিষয় ও পদ্ধতির অনুরুপ হবে।

* পরিষদের সবকারের যুগ্ম সচিব সমতুল্য একজন মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকবেন এবং এই পদে নিযুক্তির জন্য উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রধীকার দেয়া হবে।

* যদি পরিষদের চেয়ারম্যান পদ শুন্য হয় তা হলে অন্তবর্তকালীন সময়ের জন্য পরিষদের অন্যান্য উপজাতি সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে চেয়াম্যান নির্বাচিত হবেন।

* পরিষদের কোন সদস্যপদ যদি কোন কারনে শূণ্য হয় তবে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে তা পূরণ করা হবে।

* পরিষদ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড সমন্বয় সাধন করা সহ তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন ও ইহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদি সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও সমন্বয় করবে। এ ছাড়া অর্পিত বিষয়াদির দায়িত্ব পালনে তিন জেলা পরিষদের মধ্যে সমন্বয়ে অভাব কিংবা কোনরুপ অসঙ্গিতি পরিলক্ষিত হলে আঞ্চলিক পরিষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে পরিগনিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* এই পরিষদ পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহের তত্ত্বাবধানে ও সমন্বয় করবে।

* তিন পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসক আঞ্চলিক পরিষদ আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের ব্যাপারে আঞ্চলিক পরিষদ সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করতে পারবে।

* পরিষদ দূর্যেগ ব্যবস্হাপনা ও ত্রান কার্যক্রম পরিচালনাসহ এনজিওদের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করতে পারবে।

* উপজাতি আইন ও সামাজিক বিচার আঞ্চলিক পরিষদের আওতাভূক্ত থাকবে।

* পরিষদ ভারি শিল্পের লাইসেন্স প্রদান করতে পারবে।

* পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, পরিষদের সাধারণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে। উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার যোগ্য উপজাতি প্রার্থীকে অগ্রধীকার প্রদান করবেন।

* ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্রগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯০৮ সনের স্হানীয় সরকার পরিষদ আইনের যদি কোন অসঙ্গিতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হবে।

* পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সরকার আর্ন্তবর্তকালীন আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করে তার উপর পরিষদের প্রদেয় দায়িত্ব দিতে পারবেন।

* সরকার পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে গেলে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে ও ইহার পরামর্শক্রমে আইন প্রণয়ন করবেন। তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতি জনগনের কল্যানের পথে বিরুপ ফল হতে পারে এরুপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নোক্ত উৎস্য হতে পরিষদের তহবিল গঠিত হবেঃ

* জেলা পরিষদের তহবিল হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

* পরিষদের উপর ন্যাস্ত এবং পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা।

* সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান।

* কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান।

* পরিশদের অর্থ বিনিয়োগ হতে মুনাফা।

* পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ।

* সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যাস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস্য হতে প্রাপ্ত অর্থ।

পূর্ণবাসন, সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন ও অন্যান্য বিষয়াবলীঃ

* পার্বত্য চট্রগ্রামের স্বাভাবিক অবস্হা পুনঃস্হাপন এবং এই লক্ষ্যে পূর্ণবাসন সাধারণ ক্ষমা প্রর্দশন ও সংশ্লিষ্ট কার্য এবং বিষয়াবলী ক্ষেত্রে উভয়পক্ষ নিম্নে বর্ণিত অবস্হানে পৌছেছেন এবং কার্যক্রম গ্রহনে একমত হয়েছেনঃ

** ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্হানরত উপজাতি শরনার্থী নেতৃবৃন্ধের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ৯ই মার্চ ৯৭ইং তারিখ এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তি অনুযায়ী ২৮ শে মার্চ ৯৭ হতে উপজাতি শরণার্থীগণ দেশে প্রত্যাবর্তন শুরু করেন। এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতির পক্ষ হতে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা প্রদান করা হবে। তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীন উদ্ধাস্তুদের নির্দিষ্টকরণ একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে পূণর্বাসনের ব্যবস্হা করা হবে।

** সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন এবং উপজাতি শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উপজাতি উদ্ধাস্তুদের পূণর্বাসনের পর সরকার এই চুক্তি অনুযায়ী গঠিতব্য আঞ্চলিক পরিষদের সাথে আলোচনাক্রমে যথাশীঘ্র পার্বত্য চট্রগ্রামে ভূমি জরিপকাজ শুরু এবং

যথাযথ যাচাইয়ের মাধ্যমে Dhaka University Institutional Repository বিরোধ নিস্পত্তি করতঃ উপজাতি জনগনের ভূমি মালিকানা চুড়ান্ত করে তাদের ভূমি রেকর্ডভূক্ত ও ভুমির অধিকার নিশ্চিত করবেন।

** সরকার ভূমিহীন বা দুই একরের কম জমির মালিক উপজাতি পরিবারের ভূমির মালিকানা নিশ্চিত করতে পারিবার প্রতি একর জমি স্থানীয় এলাকার জমির লভ্যতা সাপেক্ষে বন্দোবস্ত দেয়া নিশ্চিত করবেন। যদি প্রয়োজনমত জমি পাওয়া না যায় তা হলে সে ক্ষেত্রে জমির টিলা জমির (গ্রোভল্যান্ড) ব্যবস্থা করা হবে।

** জায়গা-জমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তিকল্পে একজন বিচারপতির নেতৃত্বে একটি কমিশন (ল্যান্ড কমিশন) গঠিত হবে। পূর্ণবাসিত শরণার্থীদের জমিজমা বিষয়ক বিরোধ দ্রুত নিস্পত্তি করা ছাড়াও এ যাবৎ যেসব জায়গা-জমি ও পাহাড় অবৈধভ্যবে বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে সেই সমস্ত জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিলকরণের পূর্ণ ক্ষমতা এই কমিশনের থাকবে। এই কমিশনের রায়ের বিরুদ্ধে কোন আপিল চলবে না এবং এই কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হবে। ফ্রীঞ্জল্যান্ড (জলেভাসা জমি) এর ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে।

* এই কমিশন নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে গঠন করা হবেঃ

** অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি।

** সার্কেল চীফ (সংশ্লিষ্ট)।

** আঞ্চলিক পরিষদের চেয়াম্যান/প্রতিনিধি।

** বিভাগীয় কমিশনার/অতিরিক্ত কমিশনার।

** জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সংশ্লিষ্ট)।

* কমিশনের মেয়াদ তিন বৎসর হতে হবে। তবে আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

* কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন, রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন।

* যে উপজাতি শরণার্থীদের সরকারের সংস্থা হতে ঋণ গ্রহণ করেছেন অথচ বিদ্যমান পরিস্থিতির কারনে ঋণকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই সেই ঋণ সুদসহ মত্তকুপ করা হবে।

* রাবার চাষের ও অন্যান্য জমি বরাদ্দঃ যে সকল অ-উপজাতি ও অ-স্থানীয় ব্যক্তিদের রাবার বা অন্যান্য প্লান্টেশনের জন্য জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তাদের মধ্যে যাহার গত দশ বছরের মধ্যে প্রকল্প গ্রহণ করে নাই বা জমি সঠিক বাবহার করেন নাই সে সকল জমির বন্দোবস্ত বাতি করা হবে।

* সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিক সংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করবেন। এলাকার উন্নয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরী করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবেন এবং সরকার এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করবেন। সরকার এই অঞ্চলে পরিবেশের বিবেচনায় রাখিয়া দেশী ও বিদেশী পর্যটকের জন্য পর্যটন ব্যবস্থা উন্নয়নে উৎসাহ যোগাবেন।

* কোটা সংরক্ষণ ও বৃত্তি প্রধানঃ চাকরি ও উচ্চশিক্ষার জন্যে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে না পৌছা পর্যন্ত সরকার উপজাতিদের জন্যে সরকারী চাকরি ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখবেন। উপরোক্ত লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপজাতি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য অধিক সংখ্যাক বৃত্তি প্রদান করবেন। বিদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহন ও গবেষনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় বৃত্তি প্রদান করবেন।

* উপজাতি কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখার জন্য সরকার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগন সচেষ্ট থাকবেন। সরকার উপজাতি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

* জনসংহতি সমিতি উহার সশস্ত্র সদস্যসহ সকল সদস্যের তালিকা এবং ইহার আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রাধীন অস্ত্র ও গোলাবারুদের বিবরণী এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করবেন।

* সরকার ও জনসংহতি সমিতি যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষরের ৪৫ দিনের মধ্যে অস্ত্র জমাদানের জন্য দিন, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করার পর তালিকা অনুযায়ী জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য সব রকমের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

* নির্ধারিত তারিখে যে সকল সদস্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দিবেন সরকার তাদের প্রতি ক্ষমা ঘোষনা করবেন। যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা আছে সরকার ঐ মামলা প্রত্যাহার করে নিবেন।

* নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কেহ অস্ত্র জমা দিতে ব্যর্থ হলে সরকার তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিবেন।

* জনসংহতি সমিতির সকল সদস্য স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর তাদেরকে এবং জনসংহতি সমিতির কার্যকলাপের সাথে জড়িত স্থায়ী বাসিন্দাদেরকেও সাধারণ ক্ষমা প্রর্দশন করা হবে।

* জনসংহতি সমিতির প্রত্যাবর্তনকারী সকল সদস্যের পূণর্বাসনের লক্ষ্যে পরিবার প্রতি এককালীন ৫০,০০০/- টাকা প্রদান করা হবে।

* জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যসহ অন্যান্য সদস্যের মধ্যে যাদের বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া জারি অথবা অনুপস্থিতকালীন সময়ে বিচার শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের বিরুদ্ধে সকল মামলা, গ্রেফতারী পরোয়ানা এবং হুলিয়া প্রত্যাহার করা হবে এবং অনুপস্থিতকালীন সময়ে প্রদত্ত সাজা মওকুফ করা হবে। জনসংহতি সমিতির কোন সদস্য জেলে আটক থাকলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে।

Dhaka University Institutional Repository

* অনুরুপভাবে অস্ত্র সমর্পণ ও স্বাভাবিক জীবনে প্রত্যাবর্তনের পর কেবলমাত্র জনসংহতি সমিতির সদস্য ছিলেন এ কারনে কারো বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা শাস্তি প্রদান বা গ্রেফতার করা যাবেনা।

* জনসংহতি সমিতির যে সকল সদস্য সরকারের বিভিন্ন ব্যাংক ও সংস্থা হতে ঋণ গ্রহন করেছেন কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্যে ঋণ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেন নাই তাদের উক্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করা হবে।

* প্রত্যাগত জনসংহতি সমিতির সদস্যের মধ্যে যারা পূর্বে সরকার বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত ছিলেন তাদের স্ব স্ব পদে পুর্ণবহাল করা হবে এবং জনসংহতি সমিতির সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যের যোগ্যতা অনুসারে নিয়োগ করা হবে। এইক্ষেত্রে তাদের বয়স শিথীল সংক্রান্ত সরকারী নীতীমালা অনুসরণ করা হবে।

* জনসংহতি সমিতির সদস্যের কুটির শিল্প ও ফলের বাগান প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের সহায়তার জন্য সহজশর্তে ব্যাংক ঋণ গ্রহণের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

* জনসংহতি সমিতির সদস্যগণের ছেলেমেয়ে পড়াশোনার সুযোগসুবিদা প্রদান করা হবে এবং তাদের বৈদিশিক বোর্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট বৈধ বলেয় গণ্য হবে।

* সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে চুক্তি সই ও সম্পাদনের পর এবং জনসংহতি সমিতির সদস্যদের স্বাভাবিক জীবনে ফেরৎ আসার সাথে সাথে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিডিআর) ও স্থানীয় সেনাবাহিনী (তিন জেলা সদরে তিনটি এবং আলীকদম, রুমা ও দীঘিনালা) ব্যতীত সামরিক বাহিনী আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সকল অস্থায়ী ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে পর্যায়ক্রমে স্থায়ী নিবাসে ফেরৎ নেয়া হবে এবং এই লক্ষ্যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। আইন-শৃঙ্খলা অবনতির ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় এবং এই জাতীয় এই অন্যান্য কাজে দেশের সকল এলাকার ন্যায় প্রয়োজনীয় যথাযথ আইন ও বিধি অনুসরণে

Dhaka University Institutional Repository

বেসামরিক প্রশাসনের কর্তৃত্বাধীন ... নিয়োগ করা যাবে। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজন বা সময় অনুযায়ী সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক পরিষদ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করতে পারবেন।

* পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সরকারী, আধা সরকারী, পরিষদীয় ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারী পদে উপজাতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি না থাকলে সরকার হতে প্রেষনে অথবা নির্দিষ্ট সময়ে মেয়াদে উক্ত পদে নিয়োগ করা যাবে।

* উপজাতিদের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করার জন্যে নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হবেঃ

** পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

** চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদ।

* চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

* চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ।

* চেয়াম্যান/প্রতিনিধি, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

* সংসদ, রাঙ্গামাটি।

* সংসদ, খাগড়াছড়ি।

* সংসদ, বান্দরবান।

* চাকমা রাজা।

* বোমাং রাজা।

* মং রাজা।

* তিন পার্বত্য জেলা Dhaka University Institutional Repository পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী অধিবাসী তিনজন অ-উপজাতি সদস্য। এই চুক্তি উরোক্তভাবে বাংলা ভাষায় প্রনীত এবং ঢাকায় ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সাল মোতবেক ০২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখে সম্পাদিত ও সইকৃত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ঃ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ। আহবায়ক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ সরকার

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীর পক্ষে ঃ জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা)। সভাপতি পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৪, ১৯৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৪শে মে, ১৯৯৮/১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪শে মে, ১৯৯৮ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে:—

১৯৯৮ সনের ১২ নং আইন

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম অনগ্রসর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিধেয়; এবং

যেহেতু এই অঞ্চল উপজাতীয় অধিবাসীসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরিউক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম সংহতির জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে তিনটি পার্বত্য জেলার জেলা পরিষদ-সমূহের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত একটি আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য : টাকা ৩.০০

Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "অ-উপজাতীয়" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন;

(খ) "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে এবং উক্ত জেলার কোন সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় তিনি সাধারণতঃ বসবাস করেন;

(গ) "উপজাতীয়" অর্থ পার্বত্য জেলাসমূহে স্থায়ীভাবে বসবাসরত চাকমা, মারমা, তনচৈংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখো, খিয়াং, ম্রো, বোম, খুমী ও চাক উপজাতীয় কোন সদস্য;

(ঘ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ঙ) "পরিষদ" অর্থ এই আইনের অধীনে স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ;

(চ) "পার্বত্য জেলা" অর্থ রাংগামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা;

(ছ) "পার্বত্য জেলা পরিষদ" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ;

(জ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঝ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঞ) "সদস্য" অর্থ পরিষদের সদস্য;

(ট) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে গঠিত পার্বত্য জেলার কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপন।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নামে একটি পরিষদ স্থাপিত হইবে।

(২) পরিষদ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহার নামে ইহা মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। পরিষদের কার্যালয়, ইত্যাদি।—(১) পরিষদের প্রধান কার্যালয় পার্বত্য জেলাসমূহের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে থাকিবে।

(২) পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, পার্বত্য জেলাসমূহে শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। পরিষদের গঠন।—(১) এই ধারার অন্যান্য বিধানসাপেক্ষে পরিষদ নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) চেয়ারম্যান;

(খ) বার জন উপজাতীয় সদস্য;

(গ) ছয় জন অ-উপজাতীয় সদস্য;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) দুইজন উপজাতীয় মহিলা সদস্য;

(ঙ) একজন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য;

(চ) তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, পদাধিকারবলে।

(২) চেয়ারম্যান উপজাতীয়গণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৩) উপ ধারা (১)(খ) তে উল্লিখিত উপ-জাতীয় সদস্যগণের মধ্যে—

(ক) পাঁচজন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতি হইতে;

(খ) তিনজন নির্বাচিত হইবেন মারমা উপজাতি হইতে;

(গ) দুইজন নির্বাচিত হইবেন ত্রিপুরা উপজাতি হইতে;

(ঘ) একজন নির্বাচিত হইবেন ম্রো ও তনচৈংগা উপজাতি হইতে;

(ঙ) একজন নির্বাচিত হইবেন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও খিয়াং উপজাতি হইতে।

(৪) উপ-ধারা ১(গ) তে উল্লিখিত অ-উপজাতীয় সদস্যগণ প্রতিটি পার্বত্য জেলা হইতে দুইজন করিয়া নির্বাচিত হইবেন।

(৫) উপ-ধারা ১ (ঘ) তে উল্লিখিত দুইজন উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের একজন নির্বাচিত হইবেন চাকমা উপজাতির মহিলাগণের মধ্য হইতে এবং অপর একজন নির্বাচিত হইবেন অন্যান্য উপজাতির মহিলাগণের মধ্য হইতে।

(৬) উপ-ধারা ১ (ঙ) তে উল্লিখিত একজন অ-উপজাতীয় মহিলা সদস্য পার্বত্য জেলা তিনটির অ-উপজাতীয় মহিলাগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(৭) উপ-ধারা (১) (চ) এ উল্লিখিত পরিষদের সদস্যগণের ভোটাধিকার থাকিবে।

(৮) কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

(৯) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন উপজাতির সদস্য তাহা সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি উপজাতীয় হিসাবে চেয়ারম্যান বা কোন উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

৬। চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যের নির্বাচন।—ধারা ৫(১) (চ) তে উল্লিখিত সদস্যগণ ব্যতীত পরিষদের চেয়ারম্যানসহ অন্য সকল সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যগণ কর্তৃক বিধি অনুসারে নির্বাচিত হইবেন।

৭। চেয়ারম্যানের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—(১) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য না হইলে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

৮। উপ-জাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।—(১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, কোন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, কোন উপজাতীয় অন্তর্ভুক্ত হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি তাহার উপজাতির জন্য নির্ধারিত আসনে উপজাতি সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে, কোন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হইলে, অ-উপজাতীয় হইলে এবং তাহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে, উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে, তিনি অ-উপজাতীয়দের জন্য নির্ধারিত আসনে অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-জাতীয় বা অ-উপজাতীয় সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেন বা হারান;

(খ) তাহাকে কোন আদালত অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষণা করেন;

(গ) তিনি দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দায় হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন;

(ঘ) তিনি অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য পার্বত্য জেলা ত্যাগ করেন;

(ঙ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাহার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে;

(চ) তিনি প্রজাতন্ত্রের বা পরিষদের বা অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোন লাভজনক সার্বক্ষণিক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন;

(ছ) তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য বা পার্বত্য জেলার কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য হন বা থাকেন;

(জ) তাহার নিকট সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, শিল্প ঋণ সংস্থা বা কৃষি ব্যাংক বা অন্য কোন তফসিলি ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত কোন ঋণ মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় অনাদায়ী থাকে।

ব্যাখ্যা।—দফা (জ) এ উল্লিখিত "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

৯। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের শপথ।—চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য পদে নির্বাচিত ব্যক্তি তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে নিম্নলিখিত ফরমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারপতির সম্মুখে শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিবেন এবং শপথপত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবেন, যথা :—

"আমি..... পিতা/স্বামী..... পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান/সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী ও বিশ্বস্ততার সহিত আমার পদের কর্তব্য পালন করিব এবং আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব।"

১০। সম্পত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা।—চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণের পূর্বে তাহার এবং তাঁহার পরিবারের কোন সদস্যের স্বত্ব, দখল বা স্বার্থ আছে এই প্রকার যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি লিখিত বিবরণ নির্বাচন বিধি অনুসারে দাখিল করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: "পরিবারের সদস্য" বলিতে চেয়ারম্যান বা সংশ্লিষ্ট সদস্যের স্বামী বা স্ত্রী এবং তাঁহার সংগে বসবাসকারী এবং তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তাঁহার ছেলেমেয়ে, পিতা-মাতা ও ভাইবোনকে বুঝাইবে।

১১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা।—(১) চেয়ারম্যান সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রীর অনুরূপ পদ মর্যাদা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) অন্যান্য সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। পরিষদের মেয়াদ।—৪১ ধারার বিধান অনুসারে বাতিল না হইলে, পরিষদের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচিত নতুন পরিষদ প্রথম অধিবেশনে না বসা পর্যন্ত পরিষদ কার্য চালাইয়া যাইবে।

১৩। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের পদত্যাগ।—(১) সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যানের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সদস্য স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(২) পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পদত্যাগ কার্যকর হইবে এবং পদত্যাগকারীর পদ শূন্য হইবে।

১৪। চেয়ারম্যান, ইত্যাদির অপসারণ।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারণযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পরিষদের পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

(খ) তাঁহার দায়িত্ব পালন করিতে অস্বীকার করেন অথবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; অথবা

(গ) অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দোষে দোষী সাব্যস্ত হন অথবা পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পত্তির কোন ক্ষতি সাধন বা উহা আত্মসাতের জন্য দায়ী হন।

ব্যাখ্যা : এই উপ-ধারায় 'অসদাচরণ' বলিতে ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও ইচ্ছাকৃত কুশাসনও বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোন কারণে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না, যদি না বিধি অনুযায়ী তদুদ্দেশ্যে আহূত পরিষদের বিশেষ সভায় ধারা ৫(১)(চ) এ উল্লেখিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন তিন চতুর্থাংশ ভোটে তাঁহার অপসারণের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবটি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্যকে প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য যুক্তি সংগত সুযোগ দান করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হইলে চেয়ারম্যান বা উক্ত সদস্য তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হইয়া যাইবেন।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা অনুযায়ী অপসারিত কোন ব্যক্তি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য কোন পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। চেয়ারম্যান ও সদস্য পদ শূন্য হওয়া।—(১) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবে, যদি—

(ক) তাঁহার নাম সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি ধারা ৯ এ নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ব্যর্থ হন:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সরকার যথার্থ কারণে ইহা বর্ধিত করিতে পারিবে;

(খ) তিনি ধারা ৭ ও ৮ এর অধীনে তাঁহার পদে থাকার অযোগ্য হইয়া যান;

(গ) তিনি ধারা ১৩ এর অধীনে পদ ত্যাগ করেন;

(ঘ) তিনি ধারা ১৪ এর অধীনে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত হন;

(ঙ) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর ধারা ৭ বা ৮ এর অধীনে অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন কিনা সে সম্পর্কে কোন বিতর্ক দেখা দিলে, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রশ্নটি পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিষদের প্রধান কার্যালয় যে পার্বত্য জেলায় অবস্থিত সেই জেলার উপর এখতিয়ারসম্পন্ন জেলা জজের নিকট প্রেরিত হইবে এবং জেলা জজ যদি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উক্ত চেয়ারম্যান বা সদস্য অনুরূপ অযোগ্য হইয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন না এবং জেলা জজের উক্ত অভিমত ব্যক্ত করার তারিখ হইতে চেয়ারম্যান বা সদস্যের পদটি শূন্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীনে কোন প্রশ্ন জেলাজজের নিকট উত্থাপিত হইলে, উক্ত প্রশ্ন প্রাপ্তির অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জেলাজজ প্রশ্নটির উপর অভিমত প্রদান করিবেন।

(৩) চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে বিষয়টি, সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য, উক্ত পদ শূন্য হইবার তারিখ উল্লেখক্রমে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হইবে।

১৬। অস্থায়ী চেয়ারম্যান।—চেয়ারম্যানের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতাহেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, নতুন নির্বাচিত চেয়ারম্যান তাঁহার পদে যোগদান না করা পর্যন্ত বা চেয়ারম্যান পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত পরিষদের সদস্যগণ উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে একজনকে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসাবে নির্বাচিত করিবেন এবং এইরূপে নির্বাচিত সদস্য চেয়ারম্যানরূপে কার্য করিবেন।

১৭। উপনির্বাচন।—পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার একশত আশি দিন পূর্বে চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের পদ শূন্য হইলে, পদটি শূন্য হইবার অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ১৫(২) এর অধীনে পদটি শূন্য হইয়াছে মর্মে জেলাজজ কর্তৃক অভিমত প্রদানের ষাট দিনের মধ্যে বিধি অনুসারে অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করিতে হইবে, এবং যিনি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবেন তিনি পরিষদের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য উক্ত পদে বহাল থাকিবেন।

১৮। পরিষদের নির্বাচনের সময়।—(১) পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার তারিখের পূর্ববর্তী ষাট দিনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ৪১ ধারার বিধান অনুসারে পরিষদ বাতিল হইয়া গেলে, ৪১ (৩) ধারা মোতাবেক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

১৯। দুই পদের জন্য একই সংগে প্রার্থী হওয়া যাইবে না।—কোন ব্যক্তি একই সংগে চেয়ারম্যান এবং সদস্য পদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

২০। নির্বাচন পরিচালনা।—(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন অতঃপর, নির্বাচন কমিশন বলিয়া উল্লিখিত, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠানও পরিচালনা করিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নির্বাচনের জন্য বিধি প্রণয়ন করিবে এবং অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) নির্বাচন পরিচালনার উদ্দেশ্যে রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ এবং তাঁহাদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) ভোটার তালিকা প্রণয়ন;

(গ) প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নের ক্ষেত্রে আপত্তি এবং মনোনয়ন বাছাই;

(ঘ) প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রদেয় জামানত এবং উক্ত জামানত ফেরত প্রদান বা বাজেয়াপ্তকরণ;

(ঙ) প্রার্থীপদ প্রত্যাহার;

(চ) প্রার্থীদের এজেন্ট নিয়োগ;

(ছ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি;

(জ) ভোট গ্রহণের সময় ও স্থান এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়;

(ঝ) ভোট দান পদ্ধতি;

(ঞ) ব্যালট পেপার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্রের হেফাজত ও বিলিবণ্টন;

(ট) যে অবস্থায় ভোট গ্রহণ স্থগিত করা যায় এবং পুনরায় ভোট গ্রহণ করা যায়;

(ঠ) নির্বাচনী ব্যয়;

(ড) নির্বাচনে দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কার্যকলাপ ও অন্যান্য নির্বাচনী অপরাধ এবং উহার দণ্ড;

(ঢ) নির্বাচনী বিরোধ এবং উহার বিচার ও নিষ্পত্তি; এবং

(ণ) নির্বাচন সম্পর্কিত আনুষংগিক অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা (২)(ড) এর অধীনে প্রণীত বিধিতে কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয়বিধ দণ্ডের বিধান করা যাইবে, কারাদণ্ডের মেয়াদ দুই বৎসরের অধিক এবং অর্থ দণ্ডের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২১। চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ।—চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে নির্বাচিত সকল ব্যক্তির নাম নির্বাচনের পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবে।

২২। পরিষদের কার্যাবলী।—পরিষদের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে পরিচালিত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ উহাদের আওতাধীন এবং উহাদের উপর অর্পিত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন :

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফা অনুসারে পরিষদ কর্তৃক তত্ত্বাবধান বা সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে, কোন বিষয়ে কোন পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আঞ্চলিক পরিষদের বা একাধিক পার্বত্য জেলা পরিষদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে, পরিষদের সিদ্ধান্ত, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, চূড়ান্ত হইবে;

(খ) পৌরসভাসহ স্থানীয় পরিষদসমূহ তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন ;

(গ) Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1976 (LXXVII of 1976) দ্বারা স্থাপিত পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যাবলীর সার্বিক তত্ত্বাবধান;

(ঘ) পার্বত্য জেলার সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন;

(ঙ) উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;

(চ) জাতীয় শিল্প নীতির সহিত সংগতি রাখিয়া পার্বত্য জেলাসমূহে ভারী শিল্প স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান;

(ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং এনজিও কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

২৩। নির্বাহী ক্ষমতা।—(১) এই আইনের অধীন যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের ক্ষমতা পরিষদের থাকিবে।

(২) এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে এবং এই আইন ও প্রবিধান অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে প্রযুক্ত হইবে।

(৩) পরিষদের নির্বাহী বা অন্য কোন কার্য পরিষদের নামে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রমানীকৃত বা সম্পাদিত হইতে হইবে।

২৪। কার্যাবলী নিষ্পন্ন।—(১) পরিষদের কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ও পদ্ধতিতে উহার বা উহার কমিটিসমূহের সভায় অথবা উহার চেয়ারম্যান, সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হইবে।

(২) পরিষদের সকল সভায় চেয়ারম্যান এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত অন্য কোন সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) পরিষদের কোন সদস্য পদ শূন্য রহিয়াছে বা উহার গঠনে কোন ত্রুটি রহিয়াছে কেবল এই কারণে কিংবা পরিষদের বৈঠকে উপস্থিত হইবার বা ভোট দানের বা অন্য কোন উপায়ে উহার কার্যধারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপে কার্য করিয়াছেন কেবল এই কারণে পরিষদের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

(৪) পরিষদের প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণীর একটি করিয়া অনুলিপি সভা অনুষ্ঠিত হইবার তারিখের চৌদ্দ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২৫। কমিটি।--পরিষদ উহার কাজের সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্য সংখ্যা ও ইহার দায়িত্ব এবং কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

২৬। চুক্তি।—(১) পরিষদ কর্তৃক বা উহার পক্ষে সম্পাদিত সকল চুক্তি--

(ক) লিখিত হইতে হইবে এবং পরিষদের নামে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইতে হইবে।

(খ) প্রবিধান অনুসারে সম্পাদিত হইতে হইবে।

(২) কোন চুক্তি সম্পাদনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত পরিষদের সভায় চেয়ারম্যান চুক্তিটি সম্পর্কে উহাকে অবহিত করিবেন।

(৩) পরিষদ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের চুক্তি সম্পাদনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং চেয়ারম্যান চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করিবেন।

(৪) এই ধারার খেলাপ সম্পাদিত কোন চুক্তির দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাইবে না।

২৭। নথি-পত্র প্রতিবেদন ইত্যাদি।--পরিষদ--

(ক) উহার কার্যাবলীর নথিপত্র প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবে;

(খ) প্রবিধানে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সাময়িক প্রতিবেদন ও বিবরণী প্রণয়ন ও প্রকাশ করিবে;

(গ) উহার কার্যাবলী সম্পর্কে তথ্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় বা সরকার কর্তৃক সময় সময় নির্দেশিত অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৮। পরিষদের মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা।--পরিষদের একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা থাকিবেন এবং তিনি সরকারের যুগ্ম-সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

২৯। পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ।—(১) পরিষদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত পরিষদ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃষ্টি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই সব পদে নিয়োগে পার্বত্য জেলাসমূহের উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) পরিষদ প্রবিধান অনুযায়ী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর পদে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদিগকে বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার পরিষদের পরামর্শক্রমে কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এই সকল কর্মকর্তাকে সরকার অন্যত্র বদলী ও সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। ভবিষ্য তহবিল, ইত্যাদি।—(১) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হারে উক্ত তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবার জন্য উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(২) পরিষদ ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করার কারণে অসুস্থ হইয়া বা আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্ত কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পরিবারবর্গকে প্রবিধান অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) পরিষদ উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী সামাজিক বীমা প্রকল্প চালু করিতে পারিবে এবং উহাতে তাহাদিগকে চাঁদা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) পরিষদ উহার কর্মচারীদের জন্য প্রবিধান অনুযায়ী বদান্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং উহা হইতে উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত গ্র্যাচুইটি এবং প্রবিধান অনুযায়ী অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন গঠিত তহবিলে পরিষদ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। চাকুরী প্রবিধান।—পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(খ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এইরূপ সকল পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা এবং নীতিমালা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্তের পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান ও শাস্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিতে পারিবে;

(ঘ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান করিতে পারিবে।

৩২। পরিষদের তহবিল, ইত্যাদি।—(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ তহবিল নামে পরিষদের একটি তহবিল থাকিবে।

(২) পরিষদের তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হইবে, যথা :

(ক) পার্বত্য জেলা পরিষদের তহবিল হইতে প্রদেয় অর্থ, যাহার পরিমাণ সময় সময় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পরিষদের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সম্পত্তি, যদি থাকে, হইতে প্রাপ্ত অর্থ বা মুনাফা ;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ঋণ ও অনুদান ;

(ঘ) কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান ;

(ঙ) পরিষদের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত মুনাফা ;

(চ) পরিষদ কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোন অর্থ ;

(ছ) সরকারের নির্দেশে পরিষদের উপর ন্যস্ত অন্যান্য আয়ের উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

৩৩। পরিষদের তহবিল সংরক্ষণ, বিনিয়োগ, ইত্যাদি।—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ কোন সরকারী ট্রেজারী বা উহার কার্য পরিচালনাকারী কোন ব্যাংকে রাখা হইবে।

(২) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিষদ উহার তহবিলের অর্থ পরিষদের প্রয়োজনে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৩) পরিষদ, ইচ্ছা করিলে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিবে।

৩৪। পরিষদের তহবিলের প্রয়োগ।—(১) পরিষদের তহবিলের অর্থ নিম্নলিখিত খাতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে, ব্যয় করা যাইবে, যথা :—

প্রথমত : পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা প্রদান ;

দ্বিতীয়ত : উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ;

তৃতীয়ত : এই আইন দ্বারা ন্যস্ত পরিষদের দায়িত্ব সম্পাদন এবং কর্তব্য পালনের জন্য ব্যয় ;

চতুর্থত : সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় ;

পঞ্চমত : সরকার, কর্তৃক ঘোষিত পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয়।

(২) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে, যথা :—

(ক) পরিষদের চাকুরীতে নিয়োজিত কোন সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য দেয় অর্থ ;

(খ) সরকারের নির্দেশে পরিষদ সার্ভিসের রক্ষণাবেক্ষণ, হিসাব-নিরীক্ষা বা অন্য কোন বিষয়ের জন্য দেয় অর্থ ;

(গ) কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিষদের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রি বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ;

(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয় ;

Dhaka University Institutional Repository

(৩) পরিষদের তহবিলের উপর দায়যুক্ত কোন ব্যয়ের খাতে যদি কোন অর্থ অপরিশোধিত থাকে, তাহা হইলে যে ব্যক্তির হেফাজতে উক্ত তহবিল থাকিবে সে ব্যক্তিকে সরকার আদেশ দ্বারা উক্ত তহবিল হইতে ঐ অর্থ যতদূর সম্ভব, পরিশোধ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩৫। বাজেট।-- (১) প্রতি অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ উক্ত বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সম্বলিত বিবরণী, অতঃপর বাজেট বলিয়া উল্লিখিত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রণয়ন ও অনুমোদন করিবে এবং উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) কোন অর্থ বৎসর শুরু হইবার পূর্বে পরিষদ ইহার বাজেট অনুমোদন করিতে না পারিলে, সরকার উক্ত বৎসরের জন্য একটি আয় ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করাইয়া উহা প্রত্যয়ন করিবে এবং এইরূপে প্রত্যয়নকৃত বিবরণী পরিষদের অনুমোদিত বাজেট বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন মোতাবেক গঠিত পরিষদ প্রথমবার যে অর্থ বৎসরে দায়িত্বভার গ্রহণ করিবে সেই অর্থ বৎসরের বাজেট উক্ত দায়িত্বভার গ্রহণের পর অর্থ-বৎসরটির বাকী সময়ের জন্য প্রণীত হইবে এবং উক্ত বাজেটের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ প্রয়োজন মনে করিলে সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃ প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৩৬। হিসাব।- (১) পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে রক্ষা করা হইবে।

(২) প্রতিটি অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর পরিষদ একটি বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিবে এবং পরবর্তী অর্থবৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) উক্ত বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাবের একটি অনুলিপি জনসাধারণের পরিদর্শনের জন্য পরিষদ কার্যালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিতে হইবে এবং উক্ত হিসাব সম্পর্কে জনসাধারণের আপত্তি বা পরামর্শ পরিষদে বিবেচনা করিবে।

৩৭। হিসাব নিরীক্ষা।--(১) পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিরীক্ষিত হইবে।

(২) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ পরিষদের সকল হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বহি ও অন্যান্য দলিল পরীক্ষা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে পরিষদের চেয়ারম্যান ও যে কোন সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবে।

(৩) হিসাব-নিরীক্ষার পর নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করিবে এবং উহাতে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) অর্থ আত্মসাৎ;

(খ) পরিষদ—তহবিলের লোকসান অপচয় এবং অপপ্রয়োগ ;

Dhaka University Institutional Repository

(গ) হিসাবরক্ষণে অনিয়ম;

(ঘ) নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের মতে যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত আত্মসাৎ, লোকসান, অপচয়, অপপ্রয়োগ বা অনিয়মের জন্য দায়ী তাহাদের নাম।

৩৮। পরিষদের সম্পত্তি। (১) পরিষদ প্রবিধান দ্বারা—

(ক) পরিষদের উপর ন্যস্ত বা উহার মালিকানাধীন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বিধান করিতে পারিবে;

(খ) উক্ত সম্পত্তির হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(২) পরিষদ—

(ক) উহার মালিকানাধীন বা উহার উপর বা উহার তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত যে কোন সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিদর্শন ও উন্নয়ন করিতে পারিবে;

(খ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত সম্পত্তি কাজে লাগাইতে পারিবে;

(গ) দান, বিক্রয়, বন্ধক, ইজারা বা বিনিময়ের মাধ্যমে বা অন্য কোন পন্থায় যে কোন সম্পত্তি অর্জন বা হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৩৯। পরিষদের নিকট চেয়ারম্যান, ইত্যাদির দায়।—পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা উহার কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা পরিষদ প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বা পরিষদের পক্ষে কর্মরত কোন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ গাফেলতি বা অসদাচরণের কারণে পরিষদের কোন অর্থ বা সম্পদের লোকসান, অপচয় বা অপপ্রয়োগ হইলে, উহার জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার তাহার এই দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে এবং যে টাকার জন্য তাহাকে দায়ী করা হইবে সেই টাকা সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে তাঁহার নিকট হইতে আদায় করা হইবে।

৪০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য বিধানকল্পে সরকার, প্রয়োজনে, পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(২) সরকার যদি নিশ্চিতভাবে এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম সংবিধান বা এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী, তাহা হইলে সরকার, লিখিতভাবে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে এবং, প্রয়োজনবোধে, পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ করিবে বা পরামর্শ বাস্তবায়ন করিবে।

৪১। পরিষদ বাতিলকরণ।—(১) যদি প্রয়োজনীয় তদন্তের পর সরকার এইরূপ অভিমত পোষণ করে যে, পরিষদ—

(ক) উহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ অথবা ক্রমাগতভাবে উহার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;

(খ) উহার প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(গ) সাধারণতঃ এমন কাজ করে যাহা জনস্বার্থ বিরোধী;

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) অন্য কোনভাবে উহার ক্ষমতার সীমা লংঘন বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছে বা করিতেছে, তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, পরিষদকে বাতিল করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত আদেশ প্রদানের পূর্বে পরিষদকে উহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ প্রকাশিত হইলে—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য তাহাদের পদে বহাল থাকিবেন না;

(খ) বাতিল থাকাকালীন সময়ে পরিষদের যাবতীয় দায়িত্ব সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ পালন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাতিলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে এই আইন ও বিধি মোতাবেক পরিষদ পুনর্গঠিত হইবে।

৪২। পরিষদ ও অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরোধ।—পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে বিরোধীয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সরকারের নিকট প্রেরিত হইবে এবং এই ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৩। আপীল।—এই আইন বা কোন বিধি বা প্রবিধান অনুসারে পরিষদ বা উহার চেয়ারম্যানের কোন আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত আদেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে, সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং এই আপীলের উপর উক্ত মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

৪৪। পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।—পরিষদ ও সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে এতদ বিষয়ে সরকার বা পরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।

৪৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(খ) হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরীক্ষণ;

(গ) পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্য কোন ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করার পদ্ধতি;

(ঘ) পরিষদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের পদ্ধতি;

(ঙ) পরিষদ পরিদর্শনের পদ্ধতি এবং পরিদর্শকের ক্ষমতা;

Dhaka University Institutional Repository

(চ) এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এমন যে কোন বিষয়।

(৩) কোন বিধি প্রণয়নের পর পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি পার্বত্য অঞ্চলের জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪৬। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পরিষদ এই আইনের বা কোন বিধির বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরিউক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, অনুরূপ প্রবিধানে নিম্নরূপ সকল অথবা যে কোন বিষয়ের বিধান করা যাইবে, যথা :–

(ক) পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা;

(খ) পরিষদের সভার কোরাম নির্ধারণ;

(গ) পরিষদের সভায় প্রশ্ন উত্থাপন;

(ঘ) পরিষদের সভা আহবান;

(ঙ) পরিষদের সভার কার্যবিবরণী লিখন;

(চ) পরিষদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বাস্তবায়ন;

(ছ) পরিষদের সাধারণ সীলমোহরের হেফাজত ও ব্যবহার;

(জ) পরিষদের অফিসের বিভাগ ও শাখা গঠন এবং উহাদের কাজের পরিধি নির্ধারণ;

(ঝ) কার্যনির্বাহী সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;

(ঞ) পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ করা যাইবে এমন সকল পদে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও তাহাদের শৃঙ্খলা;

(ট) কোন কোন ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে এবং কি কি শর্তে উহা প্রদান করা হইবে তাহা নির্ধারণ;

(ঠ) এই আইনের অধীন প্রবিধান দ্বারা নির্ধারণ করিতে হইবে বা করা যাইবে এইরূপ যে কোন বিষয়।

(৩) পরিষদের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশ করিলে কোন প্রবিধান সম্পর্কে জনসাধারণ ভালভাবে অবহিত হইতে পারে সেই প্রকারে প্রত্যেক প্রবিধান প্রকাশ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারার অধীনে প্রণীত প্রবিধান প্রণয়নের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরিষদ উক্ত প্রবিধানের অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

 Dhaka University Institutional Repository

৪৭। পরিষদের পক্ষে বা বিপক্ষে মামলা।—(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি মামলার কারণ এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটিশ—

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের প্রধান কার্যালয়ে প্রদান করিবেন বা পৌঁছাইয়া দিবেন;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিবেন, বা পৌঁছাইয়া দিবেন।

(২) উক্ত নোটিশ প্রদান বা পৌঁছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটিশ প্রদান করা বা পৌঁছানো হইয়াছে কি না উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।

৪৮। নোটিশ এবং উহার জারীকরণ।—(১) এই আইন, বিধি বা প্রবিধান পালনের জন্য কোন কাজ করা বা ইহা করা হইতে বিরত থাকা যদি কোন ব্যক্তির কর্তব্য হয়, তাহা হইলে কোন সময়ের মধ্যে উহা করিতে হইবে বা ইহা করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর একটি নোটিশ জারী করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রদেয় কোন নোটিশ ফরমগত ত্রুটির কারণে অবৈধ হইবে না।

(৩) ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন প্রদেয় সকল নোটিশ উহার প্রাপককে হাতে হাতে প্রদান করিয়া অথবা তাহার নিকট ডাকযোগে প্রেরণ করিয়া বা তাহার বাসস্থান বা কর্মস্থলের কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিয়া জারী করিতে হইবে।

(৪) যে নোটিশ সর্বসাধারণের জন্য তাহা পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কোন প্রকাশ্য স্থানে সাঁটিয়া দিয়া জারী করা হইলে উহা যথাযথভাবে জারী হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৯। প্রকাশ্য রেকর্ড।—এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত এবং সংরক্ষিত যাবতীয় রেকর্ড এবং রেজিস্টার Evidance Act, 1872 (1 of 1872) তে যে অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রকাশ্য রেকর্ড (public document) বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিপরীত প্রমাণিত না হইলে, উহাকে সঠিক রেকর্ড বা রেজিস্টার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৫০। পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, ইত্যাদি জনসেবক (public servant) গণ্য হইবেন।—পরিষদের চেয়ারম্যান ও উহার অন্যান্য সদস্য এবং উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং পরিষদের পক্ষে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তি Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 21 এ যে অর্থে জনসেবক (public servant) অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (public servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫১। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ।—এই আইন, বিধি বা প্রবিধান এর অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, পরিষদ বা উহাদের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী বা পরিষদের কর্মকর্তা-কর্মচারী-এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫২। অসুবিধা দূরীকরণ।—(১) এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সরকার উক্ত অসুবিধা দূরীকরণার্থে, আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও অধ্যাদেশের সাথে ১৯৮৯ সনের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের (১৯৮৯ সনের ১৯, ২০ ও ২১ নম্বর আইন) যদি কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় তবে আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে সেই অসঙ্গতি আইনের মাধ্যমে দূর করা হইবে।

৫৩। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিষদের সহিত আলোচনা, ইত্যাদি।—(১) সরকার পরিষদ বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে কোন আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সহিত আলোচনাক্রমে এবং পরিষদের পরামর্শ বিবেচনাক্রমে আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) তিনটি পার্বত্য জেলার উন্নয়ন ও উপজাতীয় জনগণের কল্যাণের পথে বিরূপ ফল হইতে পারে এই রূপ আইনের পরিবর্তন বা নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পরিষদ সরকারের নিকট আবেদন অথবা সুপারিশমালা পেশ করিতে পারিবে।

৫৪। ক্রান্তিকালীন বিধান।-(১) ধারা ৩ এর অধীনে পরিষদ স্থাপনের পর যতশীঘ্র সম্ভব সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজাপন দ্বারা, একটি অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ, অতঃপর অন্তর্বর্তী পরিষদ বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিবে।

(২) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সকল সদস্য সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন এবং তাহাদের মনোনয়ন ক্ষেত্রে ধারা ৭ ও ৮ এ উল্লিখিত যোগ্যতা ও অযোগ্যতা প্রযোজ্য হইবে।

(৩) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান ও অন্য যে কোন সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৪) অন্তর্বর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এই আইনের ধারা ১১ এর বিধান অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৫) ধারা ৫ অনুসারে পরিষদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তী পরিষদ ধারা ২২ এ উল্লিখিত কার্যাবলী যতটুকু প্রযোজ্য হয়, এবং এই আইনের অধীন অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

(৬) ধারা ৯ অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্যগণ বা তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শপথ গ্রহণের সংগে সংগে অন্তর্বর্তী পরিষদের অস্তিত্বও আপনা আপনি বিলুপ্ত হইবে।

খোন্দকার আবদুল হক
অতিরিক্ত সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

Dhaka University Institutional Repository

রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৪, ১৯৯৮

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩শে মে, ১৯৯৮/১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনগুলি ২৪শে মে, ১৯৯৮ (১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনগুলি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

১৯৯৮ সনের ৯ নং আইন

রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু রাংগামাটি পার্বত্য জেলা বিভিন্ন জাতিসত্তার উপজাতি অধ্যুষিত একটি জেলা; এবং

যেহেতু উক্ত জেলার উপজাতীয় অধিবাসীগণসহ সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন; এবং

যেহেতু উপরি-উক্ত লক্ষ্যসহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য রাখিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি বিগত ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বাংলা মোতাবেক ২রা ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ইংরেজী তারিখে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।—(১) এই আইন রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ নামে অভিহিত হইবে।

(৬১৯৯)

মূল্য : টাকা ৬.০০

Dhaka University Institutional Repository

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের পূর্ণাংগ শিরোনামা সংশোধন।—রাংগামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর পূর্ণাংগ শিরোনামা (long title) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১ এর উপ-ধারা (১) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(কক) "অ-উপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা" অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা-জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন;";

(খ) দফা (ঙ) এর "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(গ) দফা (ঝ) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে একটি সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ দফা সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঞ) "সার্কেল চীফ" অর্থ চাকমা চীফ।"।

৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপাত্তটীকাসহ উক্ত ধারায় উল্লিখিত "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঘ) তিনজন মহিলা সদস্য, যাহাদের দুইজন উপজাতীয় এবং একজন অ-উপজাতীয় মহিলা হইবেন।

ব্যাখ্যা—দফা (ঘ)-তে উল্লিখিত উপজাতীয় মহিলা সদস্যগণের ক্ষেত্রে জেলার বিভিন্ন উপজাতির জন্য কোটা থাকিবে না।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "উপজাতীয়" শব্দটির পূর্বে "উপ-ধারা (১) (খ) তে উল্লিখিত" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, বর্ণ ও বন্ধনী সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"(৪ক) চেয়ারম্যান পদের জন্য যে কোন উপজাতীয় মহিলা, এবং উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোন উপজাতির জন্য নির্ধারিত সদস্য পদের জন্য যে কোন উপজাতীয় মহিলা এবং উপ-ধারা (১) (গ) তে উল্লিখিত অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য যে কোন অ-উপজাতীয় মহিলা, বিধির বিধান সাপেক্ষে, নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারিবেন।";

Dhaka University Institutional Repository

(খ) উপ-ধারা (৫) এর "ডেপুটি কমিশনার" এবং "ডেপুটি কমিশনারের" শব্দগুলির পরিবর্তে যথাক্রমে "সার্কেল চীফ" এবং "সার্কেল চীফের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৬) কোন ব্যক্তি অ-উপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদসম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অ-উপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"।

৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর—

(ক) "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ব্যক্তির" শব্দগুলির পরিবর্তে "রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হাইকোর্ট বিভাগের কোন বিচারকের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "জেলার স্থানীয় সরকার" শব্দগুলির পরিবর্তে "জেলা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর "সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের নিকট" শব্দগুলির পরিবর্তে "বিধি অনুসারে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১০ এর "তিন বৎসর" শব্দগুলির পরিবর্তে "পাঁচ বৎসর" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর "সরকার কর্তৃক উপজাতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে মনোনীত কোন ব্যক্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "পরিষদের অন্যান্য সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত কোন উপজাতীয় সদস্য" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা।—পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) অন্যূন আঠার বৎসর বয়স্ক হন;

(গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন; এবং

(ঘ) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হন।"।

১২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) দফা (ককক) রূপে সংখ্যায়িত হইবে এবং তৎপূর্বে নিম্নরূপ দফা (ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(ক) নির্বাচন এলাকা নির্ধারণ;"।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ২৬ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"২৬। পরিষদের সভায় চাকমা চীফ ও মোমাং চীফের যোগদানের অধিকার।—রাংগামাটি চাকমা চীফ এবং বান্দরবন মোমাং চীফ ইচ্ছা করিলে বা আমন্ত্রিত হইলে পরিষদের যে কোন সভায় যোগদান করিতে পারিবেন এবং পরিষদের কোন আলোচ্য বিষয়ে তাহার মতামত ব্যক্ত করিতে পারিবেন।"।

১৪। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

৩১। পরিষদের সচিব।—সরকারের উপ-সচিব সমতুল্য একজন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা পরিষদের সচিব হিসাবে থাকিবেন এবং এই পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে উপজাতীয় কর্মকর্তাদিগকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

১৫। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ "পূর্বানুমোদনক্রমে" শব্দটির পরিবর্তে "অনুমোদনক্রমে" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।";

(গ) উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে যথা:—

"(৩) পরিষদের অন্যান্য পদে বিধি অনুযায়ী সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে, কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩)এ উল্লিখিত কর্মকর্তাগণকে সরকার অনাত্র বদলী করিতে এবং বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত, অপসারণ বা অন্য কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে।"।

১৬। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (৩)এ "পরিবারবর্গকে" শব্দটির পর "প্রবিধান অনুযায়ী" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৭। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (১) এ "স্থানীয় সরকার" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৮। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এর "অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন প্রকারে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৩৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৭(২) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) বিধি দ্বারা দায়যুক্ত বলিয়া নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যয়।"।

Dhaka University Institutional Repository

২০। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৪) কোন অর্থ বৎসর শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময় পরিষদ, প্রয়োজন মনে করিলে, সেই অর্থ বৎসরের জন্য প্রণীত বা অনুমোদিত বাজেট পুনঃ প্রণয়ন বা সংশোধন করিতে পারিবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব উহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।"।

২১। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(২ক) ধারা ২৩ (খ) এর অধীন সরকার কর্তৃক পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন প্রতিষ্ঠান বা কর্মের ব্যাপারে পরিষদ এই ধারার উপ-ধারা (১) এর আওতায় নিজস্ব তহবিল হইতে বা সরকার প্রদত্ত অর্থ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে; যথা:—

"(৪) পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত কোন বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করিবে।"।

২২। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা—

"৪৪। পরিষদ কর্তৃক আরোপনীয় কর এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়।—পরিষদ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় তফসিলে উল্লেখিত সকল অথবা যে কোন কর, রেট, টোল এবং ফিস প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আরোপ করিতে পারিবে এবং উক্ত তফসিলে নির্ধারিত সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে রয়্যালটির অংশ বিশেষ আহরণ করিতে পারিবে।"

২৩। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (২) এর "সরকার" শব্দটির পরিবর্তে "পরিষদ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৫০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫০। পরিষদের কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত পরিষদের কার্যকলাপের সামঞ্জস্য নিশ্চয়তা বিধানকল্পে সরকার প্রয়োজনে পরিষদকে পরামর্শ বা অনুশাসন করিতে পারিবে।

(২) সরকার যদি এইরূপ প্রমাণ পায় যে, পরিষদের দ্বারা বা পক্ষে কৃত বা প্রস্তাবিত কোন কাজকর্ম এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে অথবা জনস্বার্থের পরিপন্থী,

তাহা হইলে সরকার লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিষদের নিকট হইতে তথ্য ও ব্যাখ্যা চাহিতে পারিবে, এবং পরামর্শ বা নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং পরিষদ উক্ত তথ্য ও ব্যাখ্যা সরবরাহ এবং পরামর্শ বা নির্দেশ বাস্তবায়ন করিবে।"।

২৫। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫১ ও ৫২ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৫১ ও ৫২ বিলুপ্ত হইবে।

২৬। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৫৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৫৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর "আদেশ দ্বারা, পরিষদকে, উহার মেয়াদের অবশিষ্ট কার্যকালের অনধিক কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য" শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে "আদেশ দ্বারা পরিষদকে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "বাতিল থাকার মেয়াদ শেষ হইলে" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত বাতিলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার নব্বই দিনের মধ্যে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬১তে দুইবার উল্লিখিত "সরকারের" শব্দগুলির পর উভয়স্থানে "সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৮। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬২ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "সহকারী" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নিয়োগের ক্ষেত্রে রাংগামাটি পার্বত্য জেলার উপজাতীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার বজায় থাকিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "আপাততঃ বলবৎ অন্য সকল আইনের বিধান সাপেক্ষে" শব্দগুলির পরিবর্তে "এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের বিধান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ," শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৯। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের ধারা ৬৪ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৬৪। ভূমি সংক্রান্ত বিশেষ বিধান।—(১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন—

(ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাধীন বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমিসহ যে কোন জায়গা জমি, পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে, ইজারা প্রদান, বন্দোবস্ত, ক্রয়, বিক্রয় বা অন্যবিভাবে হস্তান্তর করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প

Dhaka University Institutional Repository

কারখানা ও সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডকৃত জমির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি, পাহাড় ও বনাঞ্চল পরিষদের সহিত আলোচনা ও উহার সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর করা যাইবে না।

(২) হেডম্যান, চেইনম্যান, আমিন, সার্ভেয়ার, কানুনগো ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যাদি পরিষদ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

(৩) কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি (Fringe land) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদেরকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে।"।

৩০। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৬৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৫। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়।—আপাতত: বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাংগামাটি পার্বত্য জেলার এলাকাভুক্ত ভূমি বাবদ আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব পরিষদে ন্যস্ত থাকিবে এবং আদায়কৃত কর পরিষদের তহবিলে জমা হইবে।"।

৩১। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৬৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৬৭। পরিষদ ও সরকারী কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন।—পরিষদ এবং সরকারের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে, এতদ্‌বিষয়ে সরকার বা পরিষদ পরস্পরের নিকট সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারিবে এবং পারস্পরিক যোগাযোগ বা আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করা হইবে।"।

৩২। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৬৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, পরিষদের সহিত পরামর্শক্রমে এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।"।

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) কোন বিধি প্রণীত হওয়ার পর পরিষদের বিবেচনায় যদি উক্ত বিধি রাংগামাটি পার্বত্য জেলার জন্য কষ্টকর বা আপত্তিকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা হইলে, পরিষদ সংশ্লিষ্ট কারণ উল্লেখপূর্বক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ উক্ত বিধি পুনর্বিবেচনা, সংশোধন, বাতিল বা উহার প্রয়োগ শিথিল করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে পারিবে এবং সরকার এই আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।"।

৩৩। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৬৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৯ এর

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) "সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

Dhaka University Institutional Repository

(আ) শেষে অবস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা—

"তবে শর্ত থাকে যে, প্রণীত প্রবিধানের কোন অংশ সম্পর্কে সরকার যদি মতভিন্নতা পোষণ করে তাহা হইলে সরকার উক্ত প্রবিধান সংশোধনের জন্য পরিষদকে পরামর্শ দিতে বা অনুশাসন করিতে পারিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বিলুপ্ত হইবে।

৩৪। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৭০ বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ৭০ বিলুপ্ত হইবে।

৩৫। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইনের ধারা ৭৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৭৯ এর "বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মনে করিলে আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিকারমূলক যথাযথ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অন্যায়ী প্রতিকারমূলক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হবে।

৩৬। ১৯৮৯ সনের ১১ নং আইন এর প্রথম তফসিল সংশোধন।—উক্ত আইনের প্রথম তফসিল এর—

(ক) ১ নং ক্রমিকে অবস্থিত "শৃংখলা" শব্দটির পর "তত্ত্বাবধান," শব্দ ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

"১। জেলার আইন শৃংখলার তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন;

১ক। পুলিশ (স্থানীয়);

১খ। উপজাতীয় রীতিনীতি অনুসারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উপজাতীয় বিষয়ক বিরোধের বিচার;";

(খ) ক্রমিক নং ৩ এর এন্ট্রি (ঞ) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে একটি সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ট) বৃত্তিমূলক শিক্ষা;

(ঠ) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা;

(ড) মাধ্যমিক শিক্ষা।";

(গ) ৬ নং ক্রমিকের এন্ট্রি (খ) এর "সংরক্ষিত বা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; ";

(ঘ) ২১ নং ক্রমিক এবং উহাতে উল্লিখিত এন্ট্রি এর পর নিম্নরূপ ক্রমিক নং এবং এন্ট্রিসমূহ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"২২। পুলিশ (স্থানীয়)।

২৩। উপজাতীয় রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদি এবং সামাজিক বিচার।"

২৪। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।

২৫। কাপ্তাই হ্রদ ব্যতীত অন্যান্য নদী-নালা ও খাল-বিলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও উহা ব্যবস্থা।

Dhaka University Institutional Repository

২৬। পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

২৭। যুব কল্যাণ।

২৮। স্থানীয় পর্যটন।

২৯। পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ব্যতীত ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান।

৩০। স্থানীয় শিল্প বাণিজ্যের লাইসেন্স প্রদান।

৩১। জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।

৩২। মহাজনী কারবার।

৩৩। জুম চাষ।"।

৩৭। ১৯৮৯ সনের ১৯ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিল সংশোধন।—উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিল এর—

(ক) শিরোনামায় "টোল এবং ফিস" শব্দগুলির পরিবর্তে "টোল, ফিস এবং সরকারের অন্যান্য সূত্র হইতে প্রাপ্ত আয়" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) ক্রমিক নং ৮ এবং উহাতে উল্লিখিত এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ ক্রমিক নং এবং এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৮। অযান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন ফিস;

৯। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর;

১০। ভূমি ও দালান-কোঠার উপর হোল্ডিং কর;

১১। গৃহপালিত পশু বিক্রয়ের উপর কর;

১২। সামাজিক বিচারের ফিস;

১৩। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর হোল্ডিং কর;

১৪। খনিজ সম্পদের উপর রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

১৫। সিনেমা, যাত্রা, সার্কাস ইত্যাদির উপর সম্পূরক কর;

১৬। খনিজ সম্পদ অন্বেষণ বা নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্র বা পাট্টা সূত্রে প্রাপ্ত রয়্যালটির অংশ বিশেষ;

১৭। ব্যবসার উপর কর;

১৮। লটারীর উপর কর;

১৯। মৎস্য ধরার উপর কর;

২০। সরকার কর্তৃক পরিষদকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আরোপিত কোন কর।"।

Dhaka University Institutional Repository

রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র

রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

আমরা, রাঙ্গামাটিতে ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৮ তারিখে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন' শীর্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাতিসত্তা, সম্প্রদায় ও সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র গ্রহণ করছি, 'রাঙ্গামাটি ঘোষণাপত্র' নামে অভিহিত হবে।

আমরা -

* সম্প্রতি স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।
* পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের ধীরগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করছি।
* পরিবেশ এবং উন্নয়ন বিষয়ক রিও সম্মেলনকে স্মরণ করছি।
* এজেন্ডা-২১ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছি।
* স্মরণ করছি যে, উন্নয়নের অধিকার মৌলিক মানবাধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত।
* আরও স্মরণ করছি যে, মানবাধিকার, শান্তি, স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

Dhaka University Institutional Repository

* আরও স্মরণ করছি যে, ভূমি এবং সম্পদ রক্ষার সাথে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে।

* আরও স্মরণ করছি যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের আবাসস্থল।

* উৎসাহিত যে, সরকারের বা বাইরের কোন সাহায্য ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীন জনগণ উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এবং এই মর্মে আমরা, সর্বসম্মতিক্রমে, নিম্নলিখিত সুপারিশমালা পেশ করছি -

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি ১৯৯৭

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি, ১৯৯৭ এর দ্রুত ও যথাযথ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উন্নয়ন সংস্থা, নীতি এবং পদ্ধতি

২। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উন্নয়ন কর্মসূচী আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে বাস্তবায়ন করা।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন বাজেট আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা।

৪। এ অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন ব্যতীত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

৫। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের প্রস্তাব অথবা তাদের সচেতন পূর্বানুমোদন ব্যতীত কোন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ না করা।

৬। সকল উন্নয়ন কর্মসূচী, প্রকল্প এবং পদ্ধতিসমূহ অবশ্যই স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিমূলক করা।

৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণে একটি উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা।

৮। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট চুক্তিকৃত সকল বিষয় দ্রুত হস্তান্তর করা।

৯। পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত এবং ভবিষ্যতে হস্তান্তরিতব্য বিষয়গুলির/সংস্থাগুলির উপর নির্ধারিত ক্ষমতা দ্রুত হস্তান্তর করা।

১০। ১৯৭৬ সনের পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অর্ডিন্যান্স সংশোধন করে বোর্ডের কাঠামো ও কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা।

ভূমি

১১। ভবিষ্যতে গঠিতব্য ভূমি কমিশন কর্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদযুক্ত জমিতে ভূমি-ব্যবহার সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ না করা।

১২। পার্বত্য চট্টগ্রামের অ-বাসিন্দা ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিকট যেসব জমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে, অথচ বে-আইনী ভাবে দীর্ঘদিন অব্যবহৃত রয়েছে, সে সকল জমির ইজারা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

পুনর্বাসন

১৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে অদ্যাবধি যথাযথভাবে পুনর্বাসিত নয় এমন প্রত্যাগত আন্তর্জাতিক শরণার্থী এবং সকল আভ্যন্তরীণ আদিবাসী উদ্বাস্তুদের স্ব স্ব ভূমি বন্দোবস্ত প্রদানসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা।

Dhaka University Institutional Repository

জলাশয়, পানি সম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য

১৪। পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের সাথে পূর্ব আলোচনা ও তাদের অনুমতি ব্যতীত কর্ণফুলী জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ)-সহ অন্য কোন জলাশয় কোন ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট ইজারা বা বন্দোবস্তী প্রদান না করা।

১৫। সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ)-সহ অন্যান্য জলাশয় বন্দোবস্তী বা ইজারা প্রদান না করা। তবে উক্তরূপ জলাশয় বন্দোবস্তী বা ইজারা প্রদান করা হলে থাকলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৬। কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ) এলাকায় 'জলে ভাসা জমি' বা 'ফ্লিপ ল্যান্ড' চাষীদের চাষাবাদের সুবিধার্থে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের পরামর্শক্রমে পানির সীমা হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়াও পানির সীমা হ্রাস বৃদ্ধির নির্ধারিত ছক (রুল কার্ভ) যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং সংশ্লিষ্ট চাষীদের 'রুল কার্ভ' সম্পর্কে যথাসময়ে অবহিত করা।

১৭। কর্ণফুলি জলাশয় (কাপ্তাই হ্রদ) মৎস্য সম্পদ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা।

১৮। স্থানীয় পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক অস্থানীয় প্রজাতির উদ্ভিদ, মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী আমদানি ও চাষ না করা।

বন, বনবাগান এবং জীব বৈচিত্র্য

১৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সার্কেল চিফ ও হেডম্যানদের পরামর্শক্রমে ১৯২৭ সালের বন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

২০। প্রাকৃতিক বনের বৃক্ষনিধন এবং সেই সকল বনভূমিকে কৃষিজমিতে বা বন বাগানে রূপান্তরকরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। পাশাপাশি, লুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীদের অবৈধ শিকার, হত্যা এবং পাচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।

২১। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকাভুক্ত বনভূমিতে দীর্ঘকালীন ও স্থায়ীভাবে বসবাসরত অধিবাসীদেরকে সংশ্লিষ্ট বনজ সম্পদের আয়ের একাংশ প্রদান করা।

২২। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের প্রশাসন এবং ব্যবস্থাপনায় পার্বত্য জেলা পরিষদকে সম্পৃক্ত করা।

২৩। সরকারী মালিকানাধীন বনাঞ্চল এবং বন বাগান ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে সম্পৃক্ত করা।

২৪। সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে ব্যক্তি মালিকানাধীন বন বাগানের কাঠ, বাঁশ ইত্যাদির আহরণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত অনুমতিপত্র প্রদানের প্রক্রিয়ায় আওতামুক্ত করা।

২৫। সংরক্ষিত বনাঞ্চল এলাকার বাহিরে অবস্থিত গ্রামীন বন (মৌজা 'রিজার্ভ' বা 'সার্ভিস' বন) সমূহকে গ্রামবাসীদের সাধারণ ও সমষ্টিগত মালিকানায় বন্দোবস্তীকৃত করা।

২৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কোন অংশকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের আওতামুক্ত না করা।

২৭। নতুন সংরক্ষিত বনাঞ্চল সৃষ্টি সংক্রান্ত ৮০ ও ৯০ দশকে জারীকৃত সকল প্রজ্ঞাপন বাতিল করে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে অংশীদারীত্বমূলক সামাজিক বনায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিল্প কেন্দ্রীক প্লান্টেশন সৃষ্টির জন্য ভূমি অধিগ্রহণ না করে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দাদের সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করে তাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় প্লান্টেশন কর্মসূচী চালু করা।

২৯। স্থানীয় পরিবেশ এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকারক সকল প্রকার অ-স্থানীয় প্রজাতির চারা ও বীজ রোপণ ও বপন না করা।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। ১৯৫৭ সনের বিশ্ব শ্রম সংস্থা (ILO) এর আদিবাসী ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠী বিষয়ক কনভেনশন (১০৭ নং কনভেনশন) এবং জীববৈচিত্র্য চুক্তির শর্তানুযায়ী সকল বনাঞ্চলে বসবাসরত স্থায়ী অধিবাসীদের প্রথাগত অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করা।

উদ্যান/ফল বাগান

৩১। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (BADC) দ্বারা পূর্বে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুরূপ উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফলবাগানকারীদের ভূমি, সহজ শর্তে ঋণ, কারিগরী সাহায্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

খনিজ সম্পদ

৩২। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান এবং উত্তোলন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে সম্পাদন করা। এছাড়া, যাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কোন প্রকার ক্ষতিসাধন না হয় তা নিশ্চিত করা।

৩৩। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান বা উত্তোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ সকল ব্যক্তিকে ভূমি এবং আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ যথাযথভাবে পুনর্বাসন করা।

৩৪। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের চুক্তির শর্তাদি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করা।

৩৫। খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগে স্থানীয় বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

পরিবেশ

৩৬। স্থানীয় পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক বন নিধন, চাষাবাদ, পর্যটন ও অন্যান্য কার্যক্রম বন্ধ ও নিষিদ্ধ করা।

৩৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের বন উজাড় এবং ভূমিক্ষয় রোধের জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের নদী, হ্রদ, ঝর্ণা ও অন্যান্য জলাশয়গুলোতে পরিবেশ দূষণ রোধের জন্য প্রয়োজনীয় জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও এর ব্যবহার

৩৯। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪০। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ঐতিহ্যবাহী নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রশাসনিক ও কারিগরী দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রতিবন্ধী ও দুঃস্থ মহিলা

৪১। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ প্রদান করা।

৪২। দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

নারী

৪৩। নারীদের প্রতি সকল প্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বৈষম্য দূর করা।

৪৪। সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার সাথে সম্মতিক্রমে নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক পারিবারিক আইন সংশোধন করা।

৪৫। পাঠ্যসূচীতে নারীদের অধিকার সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

স্বাস্থ্য

৪৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে ম্যালেরিয়া নির্মূলীকরণ কর্মসূচী পুনরায় চালু করা।

৪৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জনবল এবং যন্ত্রপাতি প্রদান করা।

৪৮। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাহিরে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী সংস্থায় কর্মরত ডাক্তার যারা পার্বত্য অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দা, তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলী করা।

৪৯। যেসব আদিবাসী ছাত্র সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজসমূহে ভর্তির সুযোগ পাবে তাদেরকে 'উপজাতীয়' কোটায় অন্তর্ভুক্ত না করা।

৫০। আদিবাসী এবং স্থায়ীভাবে বসবাসরত অধিবাসীদের জন্য কোটা নির্দিষ্ট করে পার্বত্য চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা।

৫১। প্রসূতি মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে মৌজা ভিত্তিক কমপক্ষে একজন করে পল্লী চিকিৎসক ও দাই নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫২। এ্যালোপেথিক চিকিৎসার পাশাপাশি আদিবাসী এবং অন্যান্য বনজ ঔষধ ভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

শিক্ষা

৫৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে আদিবাসী জাতিসমূহের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও প্রয়োজনে নিয়োগ দানের শর্ত শিথিল করে সংশ্লিষ্ট এলাকার সম্প্রদায়ের ভাষাভাষী স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগ দান করা।

৫৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন করা।

৫৬। দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

৫৭। অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ বঞ্চিত আদিবাসী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয় স্থাপন করা।

৫৮। উচ্চশিক্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ বঞ্চিত আদিবাসী জাতির সদস্যদের জন্য আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৫৯। গ্রামীন জনগোষ্ঠি কর্তৃক পরিচালিত উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা।

৬০। রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী কলেজ এবং উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ যথাক্রমে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করা।

Dhaka University Institutional Repository

৬১। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করা।
৬২। পার্বত্য চট্টগ্রামে বি. এড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
৬৩। রাঙ্গামাটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিষয় ভিত্তিক সম্মান এবং স্নাতকোত্তর কোর্স পূর্ণাঙ্গরূপে চালু করা এবং বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।
৬৪। মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর সম্পৃক্ততা বাতিল করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে কোটা পদ্ধতিতে আদিবাসী ছাত্র ও ছাত্রীদের ভর্তি নিশ্চিত করবে।
৬৫। মেডিক্যাল, প্রকৌশল, কৃষিসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিবাসী পাহাড়ীদের নির্ধারিত কোটা বৃদ্ধি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙালী স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য আলাদাভাবে কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যাপ্ত আসন সংরক্ষণ করা।
৬৬। আদিবাসী পাহাড়ী ছাত্র ও ছাত্রীদের আবাসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত তিন পার্বত্য জেলা সদরের ছাত্রাবাস ও ছাত্রীবাসসমূহকে পুনরায় চালু করে প্রয়োজনানুসারে নতুন ছাত্র ও ছাত্রীবাস প্রতিষ্ঠা করা।
৬৭। প্রাথমি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের জন্য বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা সদরে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পিটিআই) প্রতিষ্ঠা করা।

ভাষা ও সংস্কৃতি

৬৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা পাঠ্যসূচীতে আদিবাসী জাতিসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করা।
৬৯। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতি সমূহের ভাষা অঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
৭০। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জাতিসত্তাসমূহের ভাষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষা পাঠক্রমে যেসব ভুল ও অসম্মানজনক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিসমূহের নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধির সাথে যথাযথ পরামর্শক্রমে সংশোধন করা।

তথ্য ও উপাত্ত

৭১। সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ড ও কার্যক্রম প্রক্রিয়া সম্পর্কে সর্বসাধারণের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত পৌঁছানো নিশ্চিত করা। অনুরূপভাবে অনুন্নত এলাকার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অবস্থা সম্পর্কে উপরোক্ত উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ক্রীড়া

৭২। পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট জেলা ক্রীড়া সংস্থার দায়িত্ব হস্তান্তর করা।
৭৩। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থাসমূহকে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ক্রীড়া সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

এনজিও

৭৪। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক সকল এনজিও কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ ব্যতীত এনজিওদের ঋণদান কর্মসূচী পরিচালনা করা।

৭৬। এনজিওদের ঋণদান কার্যক্রমে সুদ এবং সার্ভিস চার্জের হার পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমা লঙ্ঘন না করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭৭। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিরোধী এনজিও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

৭৮। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৭৯। পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত সকল এনজিওদের বিভিন্ন স্তরে লোকবল নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের পাঁচ দফা দাবিনামা

১. সাংবিধানিক গ্যারান্টিসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।
(ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে।
(খ) বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সরিয়ে অন্যত্র সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসন করতে হবে।
(গ) বান্দরবানে নতুন সেনানিবাস তৈরীর জন্য ৫৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

৩. (ক) ভারত থেকে প্রত্যাগত পাহাড়ি শরণার্থীদের পুনর্বাসন ও স্ব স্ব জায়গা জমি ফেরত দিতে হবে।
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
(গ) আভ্যন্তরীণ পাহাড়ি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করতে হবে।
(ঘ) কাপ্তাই লেকের নির্দিষ্ট জলসীমা নির্ধারণ করতে হবে এবং চাষের মৌসুমে প্রয়োজনমত পানি কমাতে হবে।

৪. (ক) সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও ভাষার স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
(খ) সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে।
(গ) বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও পিসিএসসহ অন্যান্য চাকরীর ক্ষেত্রে পাহাড়িদের কোটা বৃদ্ধি করতে হবে।
(ঘ) মেডিক্যাল, বিআইটি ও কৃষি কলেজসমূহে কোটা সেনা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে মেধাক্রমানুসারে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি করাতে হবে।

৫. (ক) এ যাবৎ পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল গণহত্যার বিচার ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে এবং সকল গণহত্যার শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
(খ) পার্বত্য অপারেশন্স এর পর এ যাবত পুলিশ ও জেএসএস সন্ত্রাসীদের হতে ইউপিডিএফ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মি, সমর্থকদের খুনের বিচার ও জেএসএস-এর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করতে হবে।
(গ) ইউপিডিএফ ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতাকর্মিদের নামে দায়েরকৃত সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও আটককৃত নেতাকর্মিদের মুক্তি দিতে হবে।

পিসিপি দশম কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে (২১-২২ মে, ২০০০-এ অনুষ্ঠিত) সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে গৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রজ্ঞাপন

নং পাচবিম (সম) আঞ্চলিক পরিষদ-১/৯৮/২ তারিখ ০৬.০৬.১৯৯৮ইং / ২২.০৫.১৪০৫বাং

পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৫৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে অন্তর্বর্তীকালীন পরিষদ গঠন করিলেন ঃ

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা — চেয়ারম্যান
পিং-চিত্ত কিশোর লারমা
গ্রাম-মিঠিছড়ি, থানা-পানছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি।

২। ঊষাতন তালুকদার — সদস্য
পিং-অজিত কুমার তালুকদার
গ্রাম-ভেদভেদী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩। গৌতম কুমার চাকমা — সদস্য
পিং-নরেন্দ্র লাল চাকমা
গ্রাম-কলাবাগী, থানা-দীঘিনালা
জেলা-খাগড়াছড়ি।

৪। রূপায়ন দেওয়ান — সদস্য
পিং-চন্দ্র মোহন দেওয়ান
গ্রাম-কাঁঠা পাহাড়, থানা-রাঙ্গামাটি সদর
জেলা-রাঙ্গামাটি।

৫। সুধাসিন্ধু খীসা — সদস্য
পিং-যামিনী কুমার খীসা
গ্রাম-ফুলারাম পাড়া, থানা-মহালছড়ি
জেলা-খাগড়াছড়ি।

৬। রোহ কুমার চাকমা — সদস্য
পিং-মুকুন্দ লাল চাকমা
গ্রাম-রূপকারী, থানা-বাঘাইছড়ি
জেলা-রাঙ্গামাটি।

৭। বক্তাহপদ ত্রিপুরা — সদস্য
পিং-রমেশ লাল রোয়াজা
গ্রাম-বাবলকাটি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর
জেলা-খাগড়াছড়ি।

Dhaka University Institutional Repository

৮।	সাধুরাম ত্রিপুরা পিং-মুইক্রীহা ত্রিপুরা সাং-মুংছাপাড়া, থানা-রুমা জেলা-বান্দরবান।	সদস্য
৯।	বৈমাছিং চৌধুরী পিং-উপাজাই চৌধুরী সাং-মাষ্টারপাড়া, থানা-রামগড় জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য
১০।	মংনুচিং মারমা পিং-আচাইং মারমা সাং চিৎমরম, থানা-কাপ্তাই জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
১১।	মেঅংসাং মারমা পিং-কংছেঞো মারমা (মাষ্টার) সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর জেলা-বান্দরবান।	সদস্য
১২।	নীল কুমার তনচংগ্যা পিং-লক্ষী কুমার তনচংগ্যা সাং-ত্রিপুরাছড়ি, থানা-কাপ্তাই জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
১৩।	লয়েল ডেভিড বম পিং-জনঠাংলি বম সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর জেলা-বান্দরবান।	সদস্য
১৪।	মোহাম্মদ শফি পিং-মোহাম্মদ আমিন সাং পাইলট ফার্ম, থানা-পানছড়ি জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য
১৫।	মোহাম্মদ জাফর আহমেদ পিং-মোখলেসুর রহমান সাং-খাগড়াছড়ি সদর জেলা-খাগড়াছড়ি।	সদস্য
১৬।	নুরুল আলম পিং আলহাজ্ব মফিজুর রহমান সাং-কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য
১৭।	জনাব মাহবুবুর রহমান পিতা-মৃত ফাহিম উদ্দিন থানা-রাঙ্গামাটি সদর জেলা-রাঙ্গামাটি।	সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

১৮।	মোঃ শফিকুর রহমান পিতা-মৃত আলহাজ্ব নূর মিয়া থানা-বান্দরবান সদর জেলা-বান্দরবান।	সদস্য
১৯।	কাজল কান্তি দাশ পিতা মৃত মুকুন্দ লাল দাশ থানা বান্দরবান সদর জেলা বান্দরবান।	সদস্য
২০।	মাধবী লতা চাকমা পিং গিরিশ চন্দ্র কারবারী গ্রাম-কমলছড়ি, থানা খাগড়াছড়ি সদর জেলা খাগড়াছড়ি।	সদস্য
২১।	উনু প্রু পিং-চিচি প্রু গ্রাম-বান্দরবান, থানা বান্দরবান সদর জেলা বান্দরবান।	সদস্য
২২।	গুলশান আরা বেগম পিং শামসুর রহমান গ্রাম কাঠালতলী, থানা রাঙ্গামাটি সদর জেলা রাঙ্গামাটি।	সদস্য

২। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

স্বাক্ষরিত/-
(কাজী গোলাম রহমান)
সচিব

ব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।
(উপরোক্ত প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানানো হইল)

নং পাচবিম (সম) আঞ্চলিক পরিষদ ১/৯৮/২(৩৬) তারিখ ০৮-০৬-১৯৯৮ইং / ২৪-০২-১৪০৫বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা
চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ
গ্রাম মিজিংনিল, থানা পানছড়ি
জেলা খাগড়াছড়ি

২। চেয়ারম্যান
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা
স্থানীয় সরকার পরিষদ।

Dhaka University Institutional Repository

৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

৫। সচিব
______________ মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৬। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৭। জিওসি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন
চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।

৮। মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

৯। মহাপরিচালক
বাংলাদেশ রাইফেলস
পিলখানা, ঢাকা।

১০। মহাপরিচালক
জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, ঢাকা।

১১। মহা পুলিশ পরিদর্শক
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ সদর দপ্তর, ঢাকা।

১২। বিভাগীয় কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ।

১৩। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একান্ত সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

১৪। ভাইস চেয়ারম্যান,
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

১৫। জেলা প্রশাসক
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১৬। পুলিশ সুপার
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১৭। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮। মাননীয় চীফ হুইপ
ও
শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক
মহোদয়ের একান্ত সচিব
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ঢাকা।

১৯। [illegible] তালুকদার, পিং [illegible] কুমার তালুকদার
সাং-[illegible], থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

২০। [illegible] কুমার চাকমা, পিং [illegible] লাল চাকমা
সাং-উত্তর কলাবাগান, থানা-দীঘিনালা, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২১। [illegible], পিং [illegible]
সাং-কাঠাল বাগান, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

Dhaka University Institutional Repository

২২। সুধাংশু শীল, পিং যামিনী কুমার শীল
সাং কুলারাম পাড়া, থানা মহালছড়ি, জেলা খাগড়াছড়ি।

২৩। মোহ কুমার চাকমা, পিং মুকুন্দ লাল চাকমা
সাং-রূপকারী, থানা-বাঘাইছড়ি, জেলা-রাঙ্গামাটি।

২৪। রত্নোৎপল ত্রিপুরা, পিং-রমেশ লাল রোয়াজা
সাং-বাঙ্গালকাটি, থানা-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি।

২৫। সাধুরাম ত্রিপুরা, পিং মুক্তিরাম ত্রিপুরা
সাং-মুংছাপাড়া, থানা-রুমা, জেলা-বান্দরবান।

২৬। মেমাচিং চৌধুরী, পিং-উথানাই চৌধুরী
সাং মাষ্টারপাড়া, থানা রামগড়, জেলা খাগড়াছড়ি।

২৭। মংনুচিং মারমা, পিং-আচাহং মারমা
সাং চিৎমরম, থানা-কাপ্তাই, জেলা রাঙ্গামাটি।

২৮। কেওসামং মারমা, পিং-কংচেপ্রো মারমা (মৌজার)
সাং বান্দরবান, থানা বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

২৯। নীল কুমার তনচংগ্যা, পিং-লক্ষ্মী কুমার তনচংগ্যা
সাং ত্রিপুরাছড়ি, থানা-কাপ্তাই, জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩০। লয়েল ডেভিড বম, পিং জনঠাংলি বম
সাং-বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩১। মোহাম্মদ শফি, পিং মোহাম্মদ আমিন
সাং-পাইলট ফার্ম, থানা-পানছড়ি, জেলা-খাগড়াছড়ি।

৩২। মোহাম্মদ জাফর আহমেদ, পিং মোখলেছুর রহমান
সাং-খাগড়াছড়ি সদর, জেলা-খাগড়াছড়ি।

৩৩। নুরুল আলম, পিং-আলহাজ্ব মাহফুজুর রহমান
সাং কাঠালতলী, থানা-রাঙ্গামাটি সদর, জেলা রাঙ্গামাটি।

৩৪। জনাব মাহবুবুর রহমান, পিতা-মৃত ফহিম উদ্দিন
থানা রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

৩৫। মোঃ শফিকুর রহমান, পিতা-মৃত আলহাজ্ব চাঁদু মিয়া
থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৬। কাজল কান্তি দাশ, পিতা-মৃত মুকুন্দ লাল দাস
থানা বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৭। মাধবী লতা চাকমা, পিং গিরিশ চন্দ্র কার্বারী
সাং কমলছড়ি, থানা খাগড়াছড়ি সদর, জেলা খাগড়াছড়ি।

৩৮। উনু প্রু, পিং চিটি প্রু
সাং বান্দরবান, থানা-বান্দরবান সদর, জেলা-বান্দরবান।

৩৯। রওশন আরা বেগম, পিং শামছুর রহমান
সাং-কাঠালতলী, থানা রাঙ্গামাটি সদর, জেলা-রাঙ্গামাটি।

(মোহাম্মদ জুলফিকার আলী)
সংগঠক
টেলিফোন: ৮৬১৭৪৭

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র-৪ঃ পার্বত্য এলাকায় অবৈধ অস্ত্রের পথ ও ট্রানজিট পয়েন্টসমূহ

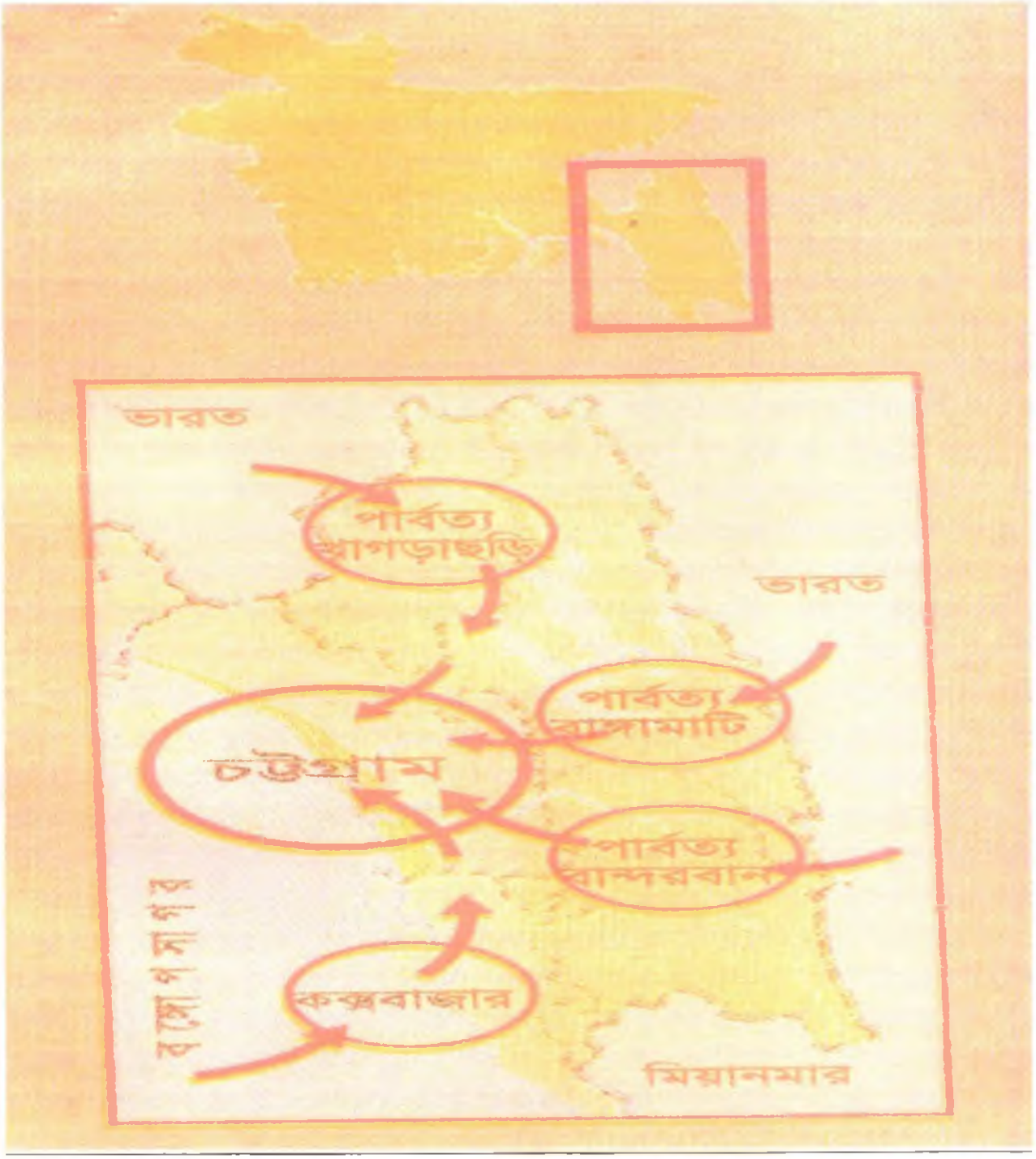

সূত্রঃ দৈনিক প্রথম আলো, ডিসেম্বর ০৩, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এর উপর বই এবং প্রবন্ধ

1. Taher Abu Salahuddin, "Sino-Indian Relations: Problems, Progress and Prospects, BIISS Journal, Vol-15, NO-4, 1994.
2. Mustafa Sabir, "Hope High in the Hills", Dhaka Courier November 14, 1997.
3. Ibrahim Brigadier General Sayed Mohammad, "Insurgency and Counter Insurgencey: The Bangladesh Experience in Regional Perspective" Military Papers, Issue-4, March 1991.
4. Hume Ina, "CARE Bangladesh, Background Study for Household Livelihood Security Assesment in The CHTs, Bangladesh", Feburary 1999.
5. Mijanur Dr. Rahaman Shelley, "The Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", Centre for Development Research, Dhaka, 1992.
6. Mijanur Dr. Rahaman Shelley, Ibid.
7. Rob Dr. Mohammad, Bangladesh Quarterly, Published by Department of Films and Publications, PRB, Dec 1995.
8. Rob Dr. Mohammad Abdur, Ibid.
9. Mahmud S. Ali, The Fearful State.
10. Mahmud S. Ali, Ibid..
11. "Life is not our's: Land and Human Rights in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh", The Report of the CHT Commission, May 1991.
12. Rob Dr. Muhammad, The Charto Sangbad.
13. A Handout of 33 Infantry Division, Nov 2003, Comilla.
14. Ali S. Mahmud, The Fearful State.
15. Karim Lt Col (Now Maj Gen) Aminul, "Power Politics in the Indian Ocean Region After the Cold War", BIISS Journal, Vol-16, No-4, 1995.
16. Nurul Md. Amin, "Seiessionist Movement in the CHT", Vol-7, No-02, Islamabad, 1988/89.
17. Chowdhury Nilufar, "Sino-India Guest for Rapprochment Implication for South Asia" BIISS Paper No-9, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

18. The Frontline, Madras, India, July 2, 1993.

19. Quamrul Lt Col G M Islam, psc, "Insurgency in the Neighboring Countries and its Effect on Bangladesh", A Dissertation for MDS.

20. South Asia after the Cold War, Sandy Harden, Asian Survey, Vol-34, No-10, Oct 1995.

21. Kibria A.B M.A.G., Ex Inspector General of Police, "The CHT in Security Perspective", Weekly Holiday, Feb 20 & 27, 1998.

22. Life is not ours, update-4, 2000,

23. Ali S. Mahmud, The Fearful State, Power, People and Internal War in South Asia: ZED Books, London, New Jersy-1993.

24. Ali S. Mahmud, Ibid.

25. Ahmed Professor Emajuddin, "The Monster on the Hills-II," Dhaka courier, Feb 13, 1998.

26. Karim M M Rezaul, "Peace or a New Conflict?" Dhaka Courier, Dec-12, 1997.

27. Murtaza Ali, Dhaka Courier, Mar 12, 1999.

28. Bangladesh Population Census: 1991 Zilla Series: Khagrachari, Bandarban, Rangamati, Published in Nov 1992.

29. Ahmed Aftab, Ethnicity and Insurgency in the Chittaong Hill Tracts Region, A study of the crisis of political Integration in Bangladesh. Journal of Common Wealth and comparative polities, Vol-3, No-3, 1993.

30. Ahmed Emajuddin, Foreign Policy of Bangladesh. A Small Stets Imperative UPL, Dhaka-1984.

31. Ahmed Emajuddin, Military Rule and Myth of Democracy, UPL, Dhaka-1998.

32. Ahmed Imtiaz, Security Issue in South Asia- U.S. Relations. New conflict, New Begining, BISS Journal, Vol-21, No.4, 2000.

33. Ahsan Syed Azizul and Bhumitra Chakma - Problems of National Integration in Bangladesh. The Chittagong Hill Tracts. Asian Survey, Vol-29, No-10, California-1998.

34. Alam S.M and Akhtar - R - Problem of Ethnic Identity and National Integration A case study from Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. The Jahangirnagor Review, 1990.

Dhaka University Institutional Repository

35. Ali Syed Mahammod - The Fearful State Power, People and Internal War in South Asia. ZED Books, London and New Jersey, 1993.

36. Ali Syed Murtaza- The Hitch in the Hill Published by Monewara Begum, Chittagong-1996.

37. Amin Md Nurul - Secessionist Movement in the Chittagong Hill tracts, Vol-VII, No-1, Islamabad 1988/89.

38. Ayub Mohammod - Security in the Third World. The warm about to turn in International Affairs (London), Vol-60, No-1, 1983/84.

39. Bangladesh: A Brief Account of Tribal Victims of the Bangladesh Government Direct Violence. Based on a report sent from the Chittagong Hill Tracts, I.W.G.I.A, Oct 1985.

40. Barakat Abul and Huda Shamsul - Politico Economic Essence of Ethnic Conflict in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Social Science Review, Vol-5, No-2, Dhaka univesity-1988.

41. B.B.S. Statistical pocket book of Bangladesh, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of Bangladesh, 1988, 1991 and 1996.

42. Bhaumik Subir, Insurgent Crossfire: North East India, Lancer Publishers, PVT, New Delhi-1996.

42. Bishws Ashok, A Raw's Role in Furthering India's Foreign Policy. Institution of the Strategic Studies, Delhi, The New Nations 31 August 1994.

43. Chakrabattri, Ratanlal - Chakma Resistance to Early British Rule, Bangladesh Historical Studies, Part-2, 1997.

44. Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1996 (Ordinance No. LXXVII).

45. Chittagong Hill Tracts Development Study Socio-Economic Impact of Roads and Economic Appraisals, August 1977.

46. Chowdhury Nilufar - Sino Indian Quest for Rapprochement, Implication for South Asia, BISS Paper No.9, 1989.

47. Gupta Bhabani Sen, South Asian Perspective Seven Nations in Conflict and Co-operation B.R Publishing Corporation, Delhi-1988.

48. Ghosh, Partha, S-Co-operation and Conflict in South Asia, UPL, Dhaka-1989.

Dhaka University Institutional Repository

49. Quder Ghula, The Challenge of Security and Development. A view from Bangladesh BISS Journal, Vol-15,No-3, 1996.

50. Hiafiz Md Abdul - South Asians Security Extra Regional imputes. BIISS Journal, Vol-10, No-2, 1989.

51. Huq Muhammad-Mufazzalul - Government Institutions and Underdevelopment. A study of the tribal peoples of the Chittagong Hill Tracts. Centre for Social Studies, February 2000, Dhaka.

52. Hossain Syed Anwar, Religion and Ethnicity in Bangladesh Politics, BISS Journal Vol-12, No-4, 1991.

53. Hossain, H-Geo-Politics and Bangladesh Foreign Policy, C.L.I.O Journal, Dhaka, 1989.

54. Hutchisnson R.H.S. An Account of the Chittagong Hill Tracts, Calcutta, 1906.

55. Irshad Asheque - Indian Military Power and Policy, BIISS Journal Vol-10, No-10, 1989.

56. Islam Syed Nazrul - The Karnafuli project. Its impact on the tribal Population. Public Admini Ahmed Emajuddin, station Deptt. Dhaka University, Vol-3, No-2, 1978.

57. Karim Aminul - Power Politics in the Indian Ocean region after the Cold War,VOl-17,No-2,1996.

58. Karim A.I - Security of Small States, Security of Small State in the South Asiand Context.

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পার্বত্য চট্টগ্রাম এর উপর বই এবং প্রবন্ধ

১। আমিন মোঃ নুরুল, "পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি সমস্যার একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষন", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৪২,ফেব্রুয়ারী ১১৯২।

২। বকশ খোদা খান, "উপজাতিরা নয় বাঙ্গালী মুসলমানরাই প্রকৃত অদিবাসী", পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান-স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

৩। ফামরুল লেঃ কর্ণেল জি এম ইসলাম,পিএসসি "পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভুমিকার সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন", সেনাবার্তা, মার্চ ২০০০।

৪। আবেদীন জয়নাল, "পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বরুপ সন্ধান", চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। চাকমা সুগত, ''পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি ও সংস্কৃতি'', ট্রাইবলে অফিসার্স কলোনী, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৬। চৌধুরী প্রদীপ, ''খিয়াং উপজাতি'', গিরিনির্জর, বান্দরবান, ৩য় সংখ্যা-১৯৮৩।

৭। রব ডঃ মোহাম্মদ, ''বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক আদিয়া প্রকাশনী, ঢাকা-১৯৯৯।

৮। আলী প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আহসান, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা'', পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

৯। মুহাম্মদ মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ ইবরাহীম, ''পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ পরিস্থিতির মুল্যায়ন'', ২০০১।

১০। শরীফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আজিজ, পিএসসি, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি, পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেনডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

১১। মনিরুজ্জামান প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মিয়া, ''পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে'', পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ওসার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

১৩। বাছেত ডাঃ (ক্যাপ্টেন) আব্দুল, ''শান্তি চুক্তির পক্ষে ও বিপক্ষে'',পার্বত্য শান্তি চুক্তিঃ সংবিধান, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, বাংলাদেশ ইনডিপেডেন্ট ষ্টাডিজ ফোরাম,ঢাকা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

দৈনিক সংবাদপত্র/সাপ্তাহিকী

দৈনিক জনকণ্ঠ

১। ০২ এপ্রিল ১৯৯৬

২। ০৭ নভেম্বর ১৯৯৭

২। ২২ নভেম্বর ১৯৯৭

২। ২৫ নভেম্বর ১৯৯৭

৩। ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৪। ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

৫। ১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক প্রথম আলো

১। ১৬ এপ্রিল ২০০০

২। ০৪ জুন ২০০১

৩। ১৮ জুন ২০০৩

৪। ০২ ডিসেম্বর ২০০৩

৫। ০৩ ডিসেম্বর ২০০৩

৬। ২৪ ডিসেম্বর ২০০৩

দৈনিক ইত্তেফাক

১। ০২ নভেম্বর ১৯৯৬

২। ১১ জুন ১৯৯৭

৩। ১৬ জুলাই ১৯৯৭

৪। ২০ জুলাই ১৯৯৭

৫। ০৭ আগষ্ট ১৯৯৭

৬। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৭। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৮। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৯। ০৮ নভেম্বর ১৯৯৭

১০। ২৯ নভেম্বর ১৯৯৭

১১। ০১ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১২। ০৪ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৩। ০৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৪। ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৭

১৫। ২১ জুন ২০০৩

দৈনিক আজকের কাগজ

১। ২৫ জনুয়ারি ১৯৯৭

২। ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৭

৩। ২৭ ফেব্রুযারি ১৯৯৭

৪। ২৮ ফেব্রুযারি ১৯৯৭

৫। ০৪ মার্চ ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৬। ০৬ মার্চ ১৯৯৭

৭। ১০ মার্চ ১৯৯৭

৮। ১৩ মার্চ ১৯৯৭

৯। ০২ এপ্রিল ১৯৯৭

১০। ০৬ এপ্রিল ১৯৯৭

১১। ১১ মে ১৯৯৭

১২। ১৩ মে ১৯৯৭

১৩। ১৬ মে ১৯৯৭

১৪। ২২ মে ১৯৯৭

১৫। ৩১ মে ১৯৯৭

১৬। ১৬ জুলাই ১৯৯৭

১৭। ২৩ জুলাই ১৯৯৭

১৮। ০৭ আগষ্ট ১৯৯৭

১৯। ০৮ আগষ্ট ১৯৯৭

২০। ১০ আগষ্ট ১৯৯৭

২১। ১১ আগষ্ট ১৯৯৭

২২। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

২৩। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

২৪। ২৮ নভেম্বর ১৯৯৭

২৫। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৭

২৬। ০২ ডিসেম্বর ২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

১। ১৯ জানুয়ারি ১৯৯৩

২। ২৫ জানুয়ারি ১৯৯৭

৩। ১৩ মার্চ ১৯৯৭

৪। ১৪ মার্চ ১৯৯৭

৫। ১৫ আগষ্ট ১৯৯৭

৬। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

৭। ১২ নভেম্বর ১৯৯৭

৮। ৩০ নভেম্বর ১৯৯৭

৯। ১১ নভেম্বর ১৯৮৯ Dhaka University Institutional Repository

১০। ১৩ নভেম্বর ১৯৮৯

১১। ১১ অক্টোবর ২০০০

১২। ১২ অক্টোবর ২০০০

১৩। ১৩ অক্টোবর ২০০০

১৪। ১৪ অক্টোবর ২০০০

১৫। ১৫ অক্টোবর ২০০০

১৬। ১৬ অক্টোবর ২০০০

১৭। ১৭ অক্টোবর ২০০০

দৈনিক জনতা

১। ০৬ এপ্রিল ১৯৯১

ভোরের কাগজ

১। ০৬ মার্চ ১৯৯৭

দৈনিক দিনকাল

১। ১০ মে ১৯৯৭

২। ২৩ এপ্রিল ১৯৯৭

দৈনিক সংগ্রাম

১। ২৯ জুন ১৯৯৭

২। ০৯ আগষ্ট ১৯৯৭

সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা

১। ১২ নভেম্বর ১৯৯৭

যায়যায় দিন

১। ২৭ অক্টোবর ১৯৯৮

 Dhaka University Institutional Repository

১। ১৭ জানুয়ারী ১৯৯৭

২। ২৪ জানুয়ারী ১৯৯৭

৩। ১৪ মার্চ ১৯৯৭

৪। ২১ মার্চ ১৯৯৭

৫। ২৪ মার্চ ১৯৯৭

৬। ০৩ মে ১৯৯৭

৭। ৩০ মে ১৯৯৭

৮। ০৪ জুলাই ১৯৯৭

৯। ১০ জুলাই ১৯৯৭

১০। ১৫ আগষ্ট ১৯৯৭

১১। ২৬ অক্টোবর ১৯৯৭

Nation Today

1. Aug-Sep-1996.

The Daily Star

1. 04 January 1997
2. 11 January 1997
3. 13 January 1997
4. 14 July 1997
5. 18 September 1997
6. 16 November 1997
7. 05 December 1997
8. 19 December 1997

The New Nation

1. 24 August 1997
2. 01 October 1997

Weekly Holiday

Dhaka University Institutional Repository

1. 25 July 1997
2. 95 September 1997
3. 12 December 1997
4. 20 February 1998
5. 27 February 1998

স্বাক্ষাতকার

১। মেজর জেনারেল সাদেক হাসান রুমি, মহা-পরিচালক, ডিজিএফআই।

২। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শরীফ আজিজ,পিএসসি, সেনা কর্মকর্তা ও ব্রিগেড কমান্ডার, খাগড়াছড়ি।

৩। লেঃ কর্ণেল জি এম কামরুল ইসলাম,পিএসসি, জোন কমান্ডার, মারিশ্যা জোন।

৪। লেঃ কর্ণেল তপন মিত্র চৌধুরী, জোন কমান্ডার, সাজেক জোন।

৫। লেঃ কর্ণেল সরদার হাসান কবির, এএফডব্লিউসি,পিএসসি,জোন কমান্ডার, মাইনি জোন।

৬। লেঃ কর্ণেল সুমন কুমর বড়ুয়া,পিএসসি, জোন কমান্ডার, বাঘাইহাট জোন।

৭। লেঃ কর্ণেল আবু সাইদ খান,পিএসসি, জোন কমান্ডার, পানছড়ি জোন।

৮। লেঃ কর্ণেল ফিরোজ চৌধুরী, পিএসসি, জোন কমান্ডার, লক্ষ্মিছড়ি জোন।

৯। লেঃ কর্ণেল মোঃ আতিকুর রহমান, জোন কমান্ডার, কাপ্তাই জোন।